৩৪ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৮

- মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে প্রচলিত জাল হাদীছের পর্যালোচনা
- ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউন-এর ইসলাম গ্রহণ
- ইসলামে জিহাদ সমতুল্য আমলসমূহ
- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী
- ফতূহাতে ফিরোযশাহী
- দাড়ি রাখার গুরুত্ব

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৩৪ তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৮

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪

আক্বীদা
- মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে প্রচলিত জাল হাদীছের পর্যালোচনা ৬
  আহমাদুল্লাহ

তাবলীগ
- কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা (৭ম কিস্তি) ১০
  হাফেয আব্দুল মতীন
- ইসলামে জিহাদ সমতুল্য আমলসমূহ ১৩
  অনুবাদ : আব্দুল্লাহ মুজাহিদ

তারবিয়াত
- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় (৩য় কিস্তি) ১৮
  আব্দুর রহীম

তাজদীদে মিল্লাত
- পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায় (৪র্থ কিস্তি) ২১
  মফীযুল ইসলাম
- দাড়ি রাখার গুরুত্ব ২৫
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন** ২৮
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মনীষীদের লেখনী থেকে
- ফুতূহাত-ই-ফীরূজশাহী ৩০
  অনুবাদ : ড. আব্দুল করিম

ধর্ম ও সমাজ
- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী (২য় কিস্তি) ৩৫
  এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

ইংরেজী প্রবন্ধ
- The Rohingya Genocide: Why Independent Arakan So Crucial? ৪০
  Dr. Firoz Mahboob Kamal

ভ্রমণস্মৃতি
- পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে (২য় কিস্তি) ৪৫
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

পরশ পাথর
- ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউনের ইসলাম গ্রহণ ৪৮
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫২
- **কবিতা** ৫৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৪
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

ইতিবাচকতা

আমেরিকান শিক্ষাবিদ স্টিফেন কভেই (১৯৩২-২০১২) বলেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ১০% বিষয় থাকে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু বাকি ৯০% বিষয় হল কোন ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। এটি তার '৯০/১০ থিউরী' নামে পরিচিত। তিনি উদাহরণ দেন, যেমন আপনি সকালে নাশতার টেবিলে বসলেন। এ সময় আপনার সন্তানের হাতে লেগে কফির কাপটি আপনার জামায় উল্টে পড়ল। এ বিষয়টির উপর না আপনার কোন নিয়ন্ত্রণ বা হাত ছিল, আর না আপনার সন্তানের। এটি একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা। কিন্তু এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তা আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। কীভাবে? যদি আপনি এ ঘটনায় কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখান, রাগান্বিত হন এবং আপনার সন্তানকে ধিক্কার দেন; তাহ'লে সন্তান কাঁদবে। আপনি হয়ত আপনার স্ত্রীকেও ধমক দেবেন কফির কাপটি টেবিলের কিনারে রাখার জন্য। হয়ত মৌখিক তর্ক হবে দু'জনের মাঝে। তারপর আপনি ঘরে গিয়ে দ্রুত জামাটি পাল্টিয়ে নতুন জামা পরে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হবেন। কিন্তু আপনার সন্তানটি তখনও কাঁদছে এবং স্কুলের বাস মিস করেছে। আপনি তাকে নিজের গাড়িতে করে স্কুলে নিয়ে গেলেন দ্রুতগতিতে। ফলে আপনাকে ট্রাফিক আইন লংঘনের দায়ে জরিমানা দিতে হ'ল। অতঃপর আপনি ২০ মিনিট দেরীতে অফিসে পৌঁছে দেখলেন তাড়াহুড়োর মধ্যে আপনার ব্রিফকেসটি বাড়ীতে রেখে এসেছেন। এভাবে আপনার সকালটা ভয়ংকরভাবে শুরু হ'ল। দিন শেষে যখন বাড়ি এলেন, তখনও আপনার সন্তান এবং স্ত্রী আপনার সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলবে না, আপনার সকালের রুক্ষ আচরণের কারণে।

এবার ভাবুন, কেন আপনার দিনটা মন্দভাবে গেল? কফির কারণে? আপনার সন্তানের কারণে? আপনার স্ত্রীর কারণে? ট্রাফিক পুলিশের কারণে? না এর কোনটাই না, বরং এর কারণ আপনি নিজেই। যদি সকালে মাত্র ৫ সেকেণ্ডের ঐ অনাকাংখিত আচরণটি না করতেন, তাহ'লে পুরো দিনটি আপনার এমন নিরানন্দ হওয়ার কথা ছিল না। এর বদলে যদি আপনি ঐ পরিস্থিতি সঠিকভাবে সামাল দিতে পারতেন সন্তানকে এরূপ কথা বলে যে, 'কোন সমস্যা নেই বাবা, তবে পরবর্তীতে তোমাকে আরও সতর্ক থাকতে হবে'। তাহলে পুরো চিত্রটি ভিন্ন রকম হ'ত। কোন জটিলতার অবকাশ থাকত না। একটি সঠিক প্রতিক্রিয়া এভাবে বহু জটিলতা থেকে আমাদেরকে রেহাই দেয়, আবার ভুল প্রতিক্রিয়া তৈরী করে নানান অশান্তি এবং বিশৃংখলা।

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত ঘটনার মত জীবনে আমাদেরকে ছোট-বড় বহু ধরণের সংকট অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু প্রায়ই সেসব ঘটনায় আমরা অনর্থক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বিষয়গুলো অসম্ভব জটিল করে তুলি। অথচ ইতিবাচক

দৃষ্টিতে তার মোকাবিলা করতে পারলে জীবনের স্বচ্ছ-সরল গতিধারায় তেমন কোন ছেদ পড়ত না। আপনার বাস বা ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ছাড়েনি? সময়টা অন্য কাজে লাগান। বই পড়ুন। কোন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হন। আপনার চাকুরী চলে গেছে? নতুন কোন চাকুরী খুঁজুন। কেন হতাশায়, বিরক্তিতে নিমজ্জিত হবেন? তাতে কী লাভ? সেই সময়টা বরং জীবনের নতুন কোন বৈচিত্রের জায়গা অনুসন্ধানে ব্যয় করুন। এভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে সহজেই আমরা জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারি। নিজেকে সযতনে দূরে রাখতে পারি অনর্থক ঝামেলা আর বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে। কোন বিষয়কে কঠিন করে তুলে নিজের উপর যুলুম চাপিয়ে দেবেন, নাকি তার সরল সমাধান খুঁজে নিজেকে প্রশান্ত রাখবেন, এ সিদ্ধান্তটা একান্তই আপনার নিজের।

বিশেষ করে যারা আমরা আখেরাতে বিশ্বাসী এবং পরকালীন সঞ্চয়ই জীবনের একমাত্র মিশন ও ভিশন হিসেবে নিয়েছি; তাদের জন্য দুনিয়াবী জটিলতা ও স্বার্থহানি কখনই এতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না যে, তা আমাদের স্বাভাবিক মানবিকতা ও নৈতিকতাবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আমরা এমন অনেক ধার্মিক মানুষকেও দেখি যারা জীবনের কোন সংকট মুহূর্তে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি; বরং অবিবেচক ও ধৈর্যহীনভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। যার খেসারত তাদেরকে সারাজীবন ধরে দিতে হয়েছে প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ততা, বিপন্নবোধ এবং অন্তর্জ্বালা নিয়ে। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে এক অপচিত জীবন নিয়ে তারা ধুঁকতে থাকে আমৃত্যু। অথচ সময়মত একটুখানি ধৈর্যধারণ হয়ত এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারত।

> ‘মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর, তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে, ধৈর্য ধরে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়’ *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*।

প্রিয় পাঠক, নেতিবাচক মানসিকতা, প্রতিক্রিয়া এবং কর্মকাণ্ড যেমন মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে, তেমনি বিপরীতক্রমে ইতিবাচকতার ফলাফল হয় অতীব মধুর। ইসলামে ছবর বা ধৈর্যের ব্যাপারে এ জন্যই এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা ধৈর্য মানুষকে সবসময় ইতিবাচক রাখে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়, সংকটের সময় সঠিক সমাধানের পথ বাতলে দেয়; সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে দৃঢ় রাখে। এমন গুণসম্পন্ন মানুষের হাতে সমাজ কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং পরার্থপরতা, সহমর্মিতা ও সহনশীলতাই হয় তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত চমৎকারভাবে না মানবজাতিকে ইতিবাচকতার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘ভাল এবং মন্দ এক নয়, (হে রাসূল!) আপনি (মন্দের) প্রতিরোধ করুন সর্বোৎকৃষ্ট দ্বারা, তাহলে দেখবেন যে ব্যক্তির সাথে আপনার শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এমন (মহৎ) চরিত্র কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহা সৌভাগ্যবান *(ফুছছিলাত ৩৪,৩৫)*। তিনি আরও বলেন, নিশ্চয়ই কঠিনের সাথে রয়েছে সহজতা *(ইনশিরাহ ৬)*। ইসলাম শেখায়, বিপদের প্রারম্ভকালেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা ব্যক্তি হ’ল প্রকৃত ধৈর্যশীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শুরুতে ধৈর্য ধারণই হ’ল প্রকৃত ধৈর্য *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭২৮)*।

বস্তুতঃ মানবজীবন হ’ল পরীক্ষার জীবন। ফলে যে কোন সময় অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন কে কর্মে ও আচরণে অধিক উত্তম। সুতরাং যদি এ সময়ে অধৈর্য না হয়ে আল্লাহর উপর প্রগাঢ় ভরসা রাখা যায় এবং বলা যায়, ‘হয়তবা আল্লাহ আমাদেরকে অধিকতর উত্তম বদলা দেবেন, নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী’ *(কলম ৩২)*, তাহলে বহু পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃংখলার হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি। আর একজন মুমিনের জন্য আল্লাহ-নির্ভরতাই তো পরমার্থ। আল্লাহ বলেন, ‘(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন! আল্লাহই তোমাদেরকে (ভয়-ভীতি) থেকে মুক্তি দেন এবং সকল দুঃখ-বিপদ থেকে’ *(আনআম ৬৪)*। তিনি আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ খুলে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেন, যা সে চিন্তাও করে নি। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট’ *(তালাক ২-৩)*। সুতরাং কথায়-কাজে, চলনে-বলনে যথাসাধ্য ইতিবাচকতা বজায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। জীবনকে নির্ঝঞ্ঝাট ও লক্ষ্যপূর্ণ রাখতে চাইলে এই শক্তিশালী মূলমন্ত্রটি কখনও হাতছাড়া করা যাবে না। জীবনের প্রতি পদে মনে রাখুন রাসূল (ছাঃ)-এর এই চিরন্তন উপদেশ, ‘মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর, তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে, ধৈর্য ধরে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়’ *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল ভাই-বোনকে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগীকে স্রেফ পরকালীন উপার্জনের নিমিত্ত মনে করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

Contents

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন

আল-কুরআনুল কারীম :

১– قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا– وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا– وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا–

(১) ‘তুমি বলে দাও (হে অবিশ্বাসীগণ!), তোমরা কুরআনে বিশ্বাস আনো বা না আনো (এটি নিশ্চিতভাবে সত্য)। যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে (আহলে কিতাবের সৎ আলেমগণ), যখন তাদের উপর এটি পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, মহাপবিত্র আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকরী হয়। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১০৭-১০৯)*।

২– أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا –

(২) ‘এরাই হ’ল তারা যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবীগণের মধ্যে। যারা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর। তারা ইবরাহীম ও ইস্রাঈল (ইয়াকূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা সুপথ প্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের বংশধর। যখন তাদের নিকট দয়াময়ের (আল্লাহ্র) আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হ’ত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ক্রন্দনরত অবস্থায়’ *(মারিয়াম ১৯/৫৮)*।

৩– وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى– وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى– وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا–

(৩) ‘আর নিশ্চয় তোমার রবের নিকটই হলো শেষ গন্তব্য। আর নিশ্চয় তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান। আর নিশ্চয় তিনিই মৃত্যু দেন এবং তিনিই জীবন দেন’ *(নাজম ৫৩/৪২-৪৪)*।

৪– فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ–وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ–

(৪) ‘অতএব (দুনিয়ায়) তারা কিছুদিন হেসে নিক। আর অধিক হারে কাঁদুক (জাহান্নামে) তাদের কৃতকর্মের বদলা স্বরূপ। আর ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যারা তোমার নিকট এজন্য আসে যে, তুমি তাদের (জিহাদে যাবার) জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবে। অথচ তুমি বলেছ যে, আমার নিকটে এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো। তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এই দুঃখে যে, তারা এমন কিছু পাচ্ছে না যা তারা ব্যয় করবে’ *(তওবা ৯/৮২, ৯২)*।

৫– وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ–

(৫) ‘আর যখন তারা শোনে যা রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তখন তুমি তাদের চক্ষুগুলিকে দেখবে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও’ *(মায়েদাহ ৫/৮৩)*।

হাদীছে নববী :

৬– عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ.قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ–

(৬) ওছমান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোন কবরের নিকটে দাঁড়াতেন, তখন কেঁদে ফেলতেন, যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ’ল যে, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদেন না, অথচ কবর দেখলে কাঁদেন। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে প্রথম মনযিল হচ্ছে ‘কবর’। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ’লে পরবর্তী মনযিলগুলি তার জন্য অধিকতর সহজ হয়ে যায়।

আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ'লে পরের মনযিলগুলি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'আমি এমন কোন দৃশ্য কখনই দেখিনি যে, কবর সেগুলির চেয়ে অধিক ভীতিকর নয়'।[১]

٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي أُخْرَى: (فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا. وَفِي أُخْرَى:فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا-

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন আল্লাহ্র (আযাবের) ভয়ে রোদনকারী জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত দোহনকৃত দুগ্ধ পালানে পুনরায় ঢুকিয়া না যায়। (অর্থাৎ, দোহনকুত দুধ পুনরায় পালানের মধ্যে ঢুকান যেমন অসম্ভব, আল্লাহর ভয়ে রোদনকারী জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব) আর আল্লাহর রাস্তায় লাগা ধুলা বালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন এক বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে না (অর্থাৎ মুজাহিদ জাহান্নামের প্রবেশ করবে না)। অপর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র রাস্তায় ধুলা বালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রের মধ্যে কখনও একত্র হবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, (ঐ দু'টি জিনিস) কোন এক বান্দার অভ্যন্তরে কখনও একত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও ঈমান কোন এক বান্দার অন্তরের মধ্যে কখনও একত্র হতে পারে না'।[২]

٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ.

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি জাহান্নামের আগুন দু'টি চোখকে স্পর্শ করবে না। এক- যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে এবং দুই- আল্লাহ্র পথে যে চোখ পাহারা দিয়ে বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করে'।[৩]

٩- عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ-

(৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন একটি খুতবা দিলেন যেমনটি আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেছেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কমই এবং অধিক অধিক কাঁদতে। তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নিজ নিজ চেহারা আবৃত করে গুনগুন করে কাঁদতে শুরু করলেন'।[৪]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) অসুস্থাবস্থায় কাঁদলেন। তাঁকে তাঁর কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এই দুনিয়ার জন্য ক্রন্দন করছিনা। বরং আমি আমার মৃত্যু পরবর্তী সফরের যৎসামান্য 'পাথেয়'-এর ভয়ে কাঁদছি। নিশ্চয়ই আমি জান্নাত বা জাহান্নামের কঠিন পথ (অতিক্রমের দুঃশ্চিন্তায়) সন্ধ্যা করি। আমি জানি না, আমাকে এতদুভয়ের (জান্নাত বা জাহান্নামের) কোথায় নেওয়া হবে?[৫]

২. হাফছ বিন উমর (রাঃ) বলেন, হাসান (রাঃ) কাঁদলেন। বলা হলো আপনাকে কিসে কাঁদালো। তিনি বললেন, আগামী কালকেই আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাতে কোন পরোয়া করা হবে না- এই ভয়ে আমি ক্রন্দন করছি'।[৬]

৩. ক্বাসেম বিন আব্দুর রহমান বলেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-কে বললেন, হে আব্দুর রহমানের পিতা! আমাকে অছীয়ত করুন। তিনি বললেন, বাড়িতে অবস্থান কর, তোমার পাপকে স্বরণ করে ক্রন্দন কর ও তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ'।[৭]

৪. হাসান (রাঃ) সূরা নাজমের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়লেন। 'তোমরা কি এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ? আর হাসছ এবং কাঁদছ না?' *(৫৩/৫৯-৬০)*। সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে যে কাঁদে। তোমরা তোমাদের অন্তরসমূহকে কাঁদাও, নিজেদের আমলের ব্যাপারে কাঁদ। অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করবে। কেননা না কাঁদা ব্যক্তি নির্দয় অন্তরের মানুষ'।[৮]

সারবস্তু :

১. ক্রন্দন আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর মা'রেফাতের দলীল।
২. ক্রন্দন আল্লাহভীতিতে বিনম্র আত্মার বৈশিষ্ট্য।
৩. বান্দার সচেতনতা ও আল্লাহর পথে সুদৃঢ় থাকার প্রমাণ।
৪. এটি ঈমানের পরিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিতবাহী।
৫. আল্লাহভীতির ক্রন্দন আবেদ ও মা'বূদের মাঝে তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের সংযোগ সড়ক।

---

১. তিরমিযী হা/২৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; মিশকাত হা/১৩২।
২. তিরমিযী হা/১৬৯৯; নাসাঈ হা/৩১০৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৭৮; মিশকাত হা/৩৮২৮।
৩. তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯।
৪. বুখারী হা/৪৬২১; মিশকাত হা/১৪৮৩।
৫. শারহুস সুন্নাহ ১৪/৩৭৩ পৃঃ।
৬ .ইবনু রজব, আত-তাখবীফু মিনান্নার ২৩ পৃঃ।
৭ .ইবনু মুবারক, আয-যুহদ ৪২ পৃঃ।
৮ .ঐ, ৪১ পৃঃ।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে প্রচলিত জাল হাদীছের পর্যালোচনা

-আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা : জ্ঞান এবং অজ্ঞতা পরস্পরবিরোধী দু'টি শব্দ। জ্ঞান মানুষকে সত্য ও আলোর পথ দেখায়। আর অজ্ঞতা মানুষকে বিভ্রান্ত ও ধ্বংস করে। সব অজ্ঞতা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু স্বয়ং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে যখন মুসলিম জাতির একটি বিরাট অংশ চরম অজ্ঞতা প্রসূত আক্বীদা পোষণ করে তখন কষ্ট চেপে রাখা বড় কঠিন হয়ে যায়। নিম্নে আমরা রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে প্রচারিত মিথ্যা কিছু হাদীছ পর্যালোচনা করতে চাই, যেন সমাজে গেঁড়ে বসে থাকা অজ্ঞতার প্রহেলিকা কিছুটা হলেও অপসারণ করা সম্ভব হয়। আল্লাহুল মুসতাআন।

হাদীছ-১ : আল্লাহ আদম (আঃ)-কে বললেন, ولولا محمد ما خلقتُك 'মুহাম্মাদ যদি না হ'ত তবে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'।[১]

পর্যালোচনা : এটা একটি বানোয়াট হাদীছ।

হাদীছ-২ : لولاك لما خلقت الأفلاك 'আপনাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য না হ'লে আমি বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না'।

পর্যালোচনা : হাদীছটি বানোয়াট। এই বিষয়ে ইমামদের পর্যালোচনামূলক উক্তিগুলি তুলে ধরা হ'ল-

(১) ইমাম ছাগানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল।[২]

(২) ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেছেন, مَوْضُوع بِلَا شكّ (এটা) নিঃসন্দেহে বানোয়াট।[৩]

(৩) শায়খ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) বলেছেন, والأحاديث التي وضعها المطرون الغلاة كحديث: "لولاك ما خلقت الأفلاك 'চরমপন্থীরা যে সকল হাদীছ বানিয়েছে তন্মধ্যে একটি হ'ল- 'যদি আপনি না হ'তেন তবে বিশ্বমণ্ডল কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।[৪]

(৪) একটি বিশ্ববিখ্যাত আক্বীদার গ্রন্থে লেখা হয়েছে, لولاك..لما خلقت الأفلاك وهو غلو فاحش يجب التوبة منه 'আপনাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য না হ'লে আমি বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না'-(এই ধরণের কথা বলা) মারাত্মক বাড়াবাড়ি। এ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব'।[৫]

(৫) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ হাদীছটিকে মাওযূ' তথা বানোয়াট বলেছেন। যেমনটা ইমাম ছাগানী 'আল-আহাদীছুল মাওযূ'আহ' গ্রন্থে (পৃঃ ৭) বলেছেন। তবে শায়খ (মোল্লা আলী) আল-ক্বারীর উক্তি (৬৭, ৬৮)- 'কিন্তু এর অর্থটি ছহীহ', এটা দায়লামী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে মারফূ' হিসাবে (নিম্নোক্ত ভাষায়) বর্ণনা করেছেন- 'আমার কাছে জিবরীল আসলেন। এরপর বললেন, يا محمد لولاك لما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت النار 'হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি না হ'তেন তাহ'লে জান্নাত সৃষ্টি করতাম না এবং আপনি যদি না হ'তেন তবে জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না। ইবনে আসাকিরের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, لولاك ما خلقت الدنيا 'আপনি যদি না হ'তেন তাহ'লে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না'।

আমি (আলবানী) বলছি : দায়লামীতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা বিশুদ্ধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত (হাদীছটির অর্থ সঠিক) এ মর্মে দৃঢ়চিত্ত হওয়া যাবে না। আর আমি কাউকে দেখছি না যিনি এ মর্মে বর্ণনা করেছেন। যদিও আমি এর সনদটি সম্পর্কে অবহিত হইনি, তবুও হাদীছটি যে দুর্বল এ মর্মে কোন দ্বিধা বোধ করছি না।

---

১. ড. ত্বাহেরুল ক্বাদিরী, মীলাদুন্নবী (ছাঃ) পৃঃ ১৭১। এটা একটা দীর্ঘ হাদীছ। যেখানে বলা হয়েছে- হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আদম ভুল করে বসলেন তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন যে, হে আমার রব! আমি আপনার কাছে মুহাম্মাদের অসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে কিভাবে চিনলে? অথচ তাকে আমি (এখনো) সৃষ্টি করিনি? আদম বললেন, আমি এভাবে চিনলাম যে, যখন আপনি আমাকে আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করলেন ও আপনার পক্ষ হ'তে আমার ভিতরে রূহ ফুঁকে দিলেন; (তখন) আমি মাথা উঠিয়ে আরশের পায়াগুলির উপর এই লেখাটি দেখলাম যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। তখন আমি অবগত হলাম যে, আপনি আপনার নামের সাথে এমন একজন ব্যক্তির নামকে সংযুক্ত রেখেছেন যিনি আপনার নিকটে সমগ্র মাখলূকের চাইতে অধিক পসন্দনীয়। আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। প্রকৃতপক্ষেই মুহাম্মাদ আমার কাছে সমস্ত সৃষ্টি হ'তে উত্তম। আর যখন তুমি তার অসীলাতে আমার কাছে আবেদন করলে তখন আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। আর মুহাম্মাদ যদি না হ'ত তবে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না' (ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৬৫০২ ইত্যাদি)। এটা বানোয়াট হাদীছ।

২. আল-মাওযূ'আত হা/৭৮, আরবী পাঠ- لَوْلاكَ لَمَا خَلَقْتُ وَمِنْهَا قَوْلُهم: الأَفْلاكَ

৩. তালখীছু কিতাবিল মাওযূ'আত হা/১৯৫।

৪. ক্বাওয়ায়িদুত তাহদীছ পৃঃ ১৫৫।

৫. ফিরাকুন মু'আছিরাহ পৃঃ ৩৫৬।

আর দায়লামী কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত হওয়াটাই হাদীছটির দুর্বলতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আমি এর যঈফ, বরং অত্যন্ত যঈফ হওয়ার পক্ষে জোর দিলাম যখন (দায়লামীর) 'মুসনাদ' গ্রন্থে (১/৪১/২) হাদীছটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হ'লাম। (হাদীছটি) উবায়দুল্লাহ বিন মূসা আল-কুরাশীর সনদে বর্ণিত...। আমার দৃষ্টিতে এটির সমস্যা হ'ল সনদের রাবী 'আব্দুছ ছামাদ'। উক্বায়লী বলেছেন, حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به 'তার হাদীছ সংরক্ষিত নয় এবং তার মাধ্যম ব্যতীত (হাদীছটি অন্য কোন মাধ্যমে বা সনদে) জানা যায় না'... আর ইবনে আসাকিরের বর্ণনাটি ইবনুল জাওযীও তার 'আল-মাওযূআত' গ্রন্থে (১/২৮৮-২৮৯) একটি দীর্ঘ হাদীছের মধ্যে 'সালমান' হতে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, إنه موضوع নিশ্চয়ই এটা (হাদীছটি) বানোয়াট। সুয়ূত্বী 'আল-আলী আল-মাছনুআহ' গ্রন্থে (১/২৭২) তা (ইবনুল জাওযীর বক্তব্য) সমর্থন করেছেন। অতঃপর আমি আনাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ পেয়েছি। অচিরেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ'।[৬]

(৬) শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, কতিপয় লোক এটা বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لولاك لما خلقت الأفلاك 'হে নবী! যদি আপনি না হতেন তবে আমি আকাশ (ও যমীন) সৃষ্টি করতাম না'।-এই কথাটির কোন প্রমাণই হাদীছের কোন গ্রন্থে সনদের সাথে বিদ্যমান নেই। এই সনদবিহীন বাক্যটিকে শায়খ হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী (৬৮০ হিঃ) 'موضوع' অর্থাৎ মনগড়া বলেছেন'।[৭]

জ্ঞাতব্য : আজলূনী ও মোল্লা আলী ক্বারী 'হাসান আছ-ছাগানী' হ'তে এই বাক্যটির موضوع (বানোয়াট) হওয়া বর্ণনা করার পর লিখেছেন, 'معناه صحيح' অর্থাৎ এই (বানোয়াট বর্ণনাটির) অর্থটি বিশুদ্ধ বা ছহীহ। বিষয় হ'ল যে, যখন এই রেওয়ায়াতটি বাতিল, মনগড়া এবং আল্লাহ ও রাসূলের উপর মিথ্যাচার, তখন কোন দলীলের ভিত্তিতে এর অর্থ বা মর্মকে ছহীহ বলা হয়েছে?

মোল্লা আলী ক্বারী লিখেছেন যে, দায়লামী ইবনে আব্বাস হ'তে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, أتاني جبريل فقال: يا محمد لولاك ما خلقت الجنة، ولولاك لما خلقت النار 'জিবরীল আমার নিকটে আসলেন ও বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি না হ'তেন তাহ'লে জান্নাত সৃষ্টি হত না। আপনি যদি না হ'তেন তবে জাহান্নাম সৃষ্টি হত না'।[৮]

এই রেওয়ায়াতটি 'কানযুল উম্মাল'[৯] ও 'কাশফুল খফা'[১০] গ্রন্থে দায়লামীর উদ্ধৃতিতে 'ইবনে আব্বাস (ইবনে ওমর) হতে' সনদে বর্ণিত আছে। দায়লামীর (মৃঃ ৫০৯ হিঃ) 'ফিরদাউসুল আখবার' গ্রন্থে এই রেওয়ায়াতটি সনদবিহীন ও উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে উল্লেখ আছে।[১১]

সুতরাং এই রেওয়ায়াতটিও সনদবিহীন ও উদ্ধৃতিবিহীন হওয়ার কারণে বানোয়াট ও প্রত্যাখ্যাত।

মুহাদ্দিছ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হারূন বিন ইয়াযীদ আল-খাল্লাল (মৃঃ ৩১১ হিঃ) কোন সনদ ও উদ্ধৃতি ব্যতিরেকেই বর্ণনা করেছেন যে, يَا مُحَمَّدُ، لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ آدَمَ 'হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি না হ'তেন তবে আদমকে সৃষ্টি করতাম না'।[১২] এই রেওয়ায়াতটিও সনদবিহীন হওয়ার কারণে বানোয়াট ও প্রত্যাখ্যাত। মোল্লা আলী ক্বারী ইবনে আসাকির হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, لولاك ما خلقت الدنيا 'যদি আপনি না হ'তেন তবে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না'।[১৩]

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতটি 'তারীখে দিমাশক্ব' (৩/২৯৬, ২৯৭), ইবনুল জাওযীর 'কিতাবুল মাওযূ'আত' (১/২৮৮, ২৮৯) এবং সুয়ূত্বীর 'আল-আলী আল-মাছনূআহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আ' (১/২৭২) গ্রন্থসমূহে মওজূদ আছে। ইবনে জাওযী বলেছেন, এটা বানোয়াট হাদীছ। এতে কোন সন্দেহ নেই। এর সনদে দু'জন মাজহূল রাবী ও যঈফ রাবী রয়েছেন। যঈফ রাবীদের মধ্যে আবুস সুকাইন ও ইবরাহীম ইবনুল ইয়াসা অন্যতম। দারাকুৎনী বলেছেন, أَبُو السكين ضَعِيف আবুস সুকাইন যঈফ রাবী। আর ইবরাহীম ও ইয়াহইয়া বছরী উভয়ই মাতরূক বা প্রত্যাখ্যাত রাবী। আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, حرقنا حَدِيث يَحْيَى الْبَصْرِيّ 'আমরা ইয়াহইয়া আল-বছরী বর্ণিত হাদীছ জ্বালিয়ে দিয়েছি। আর ফাল্লাস বলেছেন, كَانَ كذابا يحدث أَحَادِيث مَوْضُوعَة

৬. সিলসিলাহ যঈফা হা/২৮২, আরো দেখুন : আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/২৫।

৭. দেখুন : মাওযূআত আছ-ছাগানী (হা/৭৮); মুহাম্মাদ ত্বাহের আল-ফাত্তানী আল-হিন্দীর (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ) 'তাযকিরাতুল মাওযূ'আত' (পৃঃ ৮৬); শাওকানীর আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আ (পৃঃ ৩২৬); মোল্লা আলী আল-ক্বারী হানাফীর 'আল-আসরারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আ (পৃঃ ৩৮৫); আজলূনীর 'কাশফুল খফা' (হা/২১২৩) এবং আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌনবীর 'আল-আছারুল মারফূআহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আ' (পৃঃ ৪০)।

৮. আল-আসরারুল মারফূ'আহ পৃঃ ২৮৮।

৯. হা/৩২০২৫, ১১/৪৩১।

১০. হা/৯১, ১/৪৫।

১১. হা/৮০৯৫, ৫/৩৩৮।

১২. আস-সুন্নাহ হা/২৭৩, পৃঃ ২৩৭।

১৩. আল-আসরারুল মারফূআহ পৃঃ ২৮৮।

‘তিনি মহামিথ্যুক ছিলেন। দারাকুৎনী বলেছেন, مَتْرُوك তিনি মাতরূক বা পরিত্যাক্ত’।[১৪]

অর্থাৎ (ইবনে জাওযীর নিকটে) এই হাদীছটি সন্দেহাতীতভাবে বানোয়াট। আর এর তিনজন রাবী আবুস সুকাইন, ইবরাহীম ইবনুল ইয়াসা ও ইয়াহইয়া আল-বাছরীও সমালোচিত।

সুয়ূত্বী বলেছেন, موضوع ‘এটা বানোয়াট’।[১৫] এর রাবী খলীল বিন মুর্রাও অত্যন্ত যঈফ’।[১৬] সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একটি মারফূ‘ হাদীছে লেখা হয়েছে যে, لولا محمد ما خلقتك (হে আদম!) যদি মুহাম্মাদ না হত তবে আপনাকে সৃষ্টি করতাম না’।[১৭]

যদিও এই রেওয়ায়াতটিকে হাকেম ‘ছহীহুল ইসনাদ’ বলেছেন; কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি কতিপয় কারণে বানোয়াট-

(ক) হাফেয যাহাবী বলেছেন, بل هو موضوع وعبد الرحمن واه ‘বরং এটা বানোয়াট। সনদে আব্দুর রহমান (বিন যায়েদ বিন আসলাম) অত্যন্ত দুর্বল’।[১৮]

(খ) আব্দুর রহমান বিন যায়েদ সম্পর্কে হাকেম স্বয়ং লিখেছেন, عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم روى عَن أَبِيه أَحَادِيث مَوْضُوعَة لَا يخفى على من تأملها من أهل الصَّنْعَة أَن الْحمل فِيهَا عَلَيْهِ ‘আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম তার পিতা হ’তে বানোয়াট হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন। আহলে ইলমদের মধ্যে গোপনীয় নয় যে, অত্র বানোয়াট হাদীছটি ইনিই (আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম) রটনা করেছেন’।[১৯] অর্থাৎ তিনি তার পিতার নামে মিথ্যা বলে হাদীছ বানাতেন।

জ্ঞাতব্য : মুসতাদরাক হাকেমের রেওয়ায়াতটিও আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বিশুদ্ধতার শর্ত মোতাবেক স্বীয় পিতা হ’তেই বর্ণনা করেছেন।

(গ) আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম আল-ফাহরী অজ্ঞাত পরিচয় রাবী। অথবা তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন রশীদ (প্রসিদ্ধ মহামিথ্যুক)’।[২০] সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, এই বানোয়াট বর্ণনাটিকে হাকেমের ‘ছহীহুল ইসনাদ’ বলা ভুল।

১৪. কিতাবুল মাওযূ‘আত (তাহক্বীক্বকৃত নুসখা) হা/৫৪৯, ২/১৯, (পুরাতন নুসখা) ১/২৮৯, ২৯০।
১৫. আল-লাআলী আল-মাছনূআহ ১/২৭২।
১৬. দেখুন : তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৭৫৭।
১৭. হাকেম, আল-মুসতাদরাক হা/৪২২৮, ২/৬১৫, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি ‘ছহীহুল ইসনাদ’।
১৮. তালখীছুল মুসতাদরাক ২/৬৭২।
১৯. আল-মাদখালু ইলাছ ছহীহ পৃঃ ১৫৪, রাবী নং ৯৭।
২০. দেখুন : লিসানুল মীযান ৩/৩৫৯, ৩৬০ (নতুন প্রকাশ) ৪/১৬১, ১৬২।

মুসতাদরাকের অন্য আরেকটি রেওয়ায়াতের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّار ‘যদি মুহাম্মাদ না হ’তেন তবে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না। যদি মুহাম্মাদ না হ’তেন তবে আমি জান্নাতও সৃষ্টি করতাম না জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না’।[২১] এই রেওয়ায়াতটি কতিপয় কারণে বানোয়াট ও প্রত্যাখ্যাত-

(ক) হাফেয যাহাবী বলেছেন, أظنه موضوعا على سعيد আমি অনুধাবন করছি যে, এটা সাঈদ (বিন আবী আরূবাহ)-এর উপরে মিথ্যাস্বরূপ সম্বন্ধিত করা হয়েছে’।[২২]

(খ) আমর বিন আওস মাজহূল রাবী’।[২৩]

(গ) সাঈদ বিন আবী আরূবাহ ‘মুখতালিত্ব’ রাবী’।[২৪]

(ঘ) সাঈদ বিন আবী আরূবাহ ও ক্বাতাদা উভয়ই মুদাল্লিস রাবী। যদি এই রেওয়ায়াতটি উভয়ের থেকে প্রমাণিতও হয় তবুও তা প্রত্যাখ্যাতই ছিল।

(ঙ) আবুশ শায়খ ইস্পাহানীর ‘ত্বাবাক্বাত’ (হা/৪৯৪, ৩/২৮৭) গ্রন্থে জানদাল বিন ওয়ালিক্ব-এর সনদ হ’তে এই রেওয়ায়াতটি ثنا محمد بن عمر المحاربي عن سعيد بن اوس الانصاري عن سعيد بن ابي عروبة সনদে বর্ণিত আছে। এতে মুহাম্মাদ বিন ওমর নামক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছেন। যিনি ‘আমর বিন আওস’কে ‘সাঈদ বিন আওস’ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

সারকথা : ‘لولاك ما خلقت الافلاك’ এবং এই মর্মের সকল রেওয়ায়াতই বানোয়াট ও বাতিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ‘আমি জিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি’।

(৭) মুফতী মুবাশ্বির আহমাদ রব্বানী বলেছেন, এই রেওয়ায়াতটি বানোয়াট.....। মির্যা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী এই হাদীছটিকে চুরি করে স্বীয় গ্রন্থ ‘হাক্বীতুল ওহী’[২৫] গ্রন্থে লিখেছেন এবং দাবী করেছেন যে, ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বাক্যের দ্বারা সম্বোধন করেছেন, لولاك

২১. হা/৪২২৭, ২/৬১৫, এবং তিনি বলেছেন, ‘এই হাদীছটি ছহীহুল ইসনাদ’।
২২. তালখীছুল মুসতাদরাক ২/৬৭১।
২৩. দেখুন : মীযানুল ই‘তিদাল ৩/২৪৬; লিসানুল মীযান ৪/৩৫৪।
২৪. রাবীর হিফয শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল হয়ে যাওয়া, হাদীছকে সঠিকভাবে মনে রাখতে না পারায় হাদীছের বাক্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়াকে ইখতিলাত্ব বলা হয়। বিভিন্ন কারণে ইখতিলাত্ব হতে পারে। যেমন বয়স বেড়ে যাওয়া, বই-পুস্তক পুড়ে যাওয়া, ধন-সম্পদের ক্ষতি হওয়া কিংবা সন্তান-সন্ততির মৃত্যু ঘটার কারণে মানসিক আঘাত পাওয়া ইত্যাদি (দ্রঃ তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ পৃঃ ১২৫)। এবং যে রাবীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায় তাকে ‘মুখতালিত্ব’ রাবী বলা হয়।- লেখক।
২৫. পৃঃ ৯৯।

ما خلقت الافلاك যদি আপনি না হ'তেন তবে আসমান-যমীন সৃষ্টি করতাম না'।[২৬] অর্থাৎ ব্রেলভীরা বলে যে, এর দ্বারা নবীকে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ক্বাদিয়ানীরা বলছেন যে এর দ্বারা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানীকে বুঝানো হয়!

(৮) আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) বলেছেন, এই রেওয়ায়াতটি ছহীহ নয়। মুহাদ্দিছগণ একে বানোয়াট বলেছেন। দেখুন : ইমাম শাওকানীর 'আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'আ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ' ও মোল্লা আলী ক্বারীর 'মাওযূ'আতে কাবীর' ইত্যাদি। আর হাকেমের কিছু রেওয়ায়াত ' فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ' 'যদি মুহাম্মাদ না হ'ত তবে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না। আর যদি মুহাম্মাদ না হ'ত তবে আমি জান্নাতও সৃষ্টি করতাম না জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না'- হাদীছটিকে এর সমর্থনে পেশ করা হয়েছে যে, হাকেম একে ছহীহ বলেছেন এবং বালক্বীনী তাকে সঠিক বলেছেন; তো এর জবাব এই যে, ইমাম যাহাবী তাকে খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন যে, কারো জন্য হালাল নয় যে, 'মুসতাদরাক হাকেম'-এর উপর নির্ভর করে, যতক্ষণ না সে আমার 'তালখীছ' গ্রন্থটি দেখে। আর হাকেমের শৈথিল্যবাদিতা মুহাদ্দিছদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, হাদীছটির মধ্যে আমর বিন আওস রয়েছেন। জানি না তিনি কে'।[২৭]

২৬. আহকাম ওয়া মাসায়েল পৃঃ ৫৯, ৬০।
২৭. ফাতাওয়া ছানাইয়া ১/৩৩৫।

অতঃপর তিনি বলেছেন, 'এমনই আরেকটি বর্ণনা হাকেম ও ইবনে আসাকির হ'তে সমর্থনস্বরূপ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সবগুলিই এটি নির্দেশ করছে যে, কোনটিই ছহীহ নয়'।[২৮]

উপসংহার : জাল, যঈফ ও এই সমস্ত বানানো হাদীছগুলি সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। ধর্মের নামে অধর্মের চোরা গলি দিয়ে ভক্তের পকেট সাফ করা হচ্ছে, নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জাহান্নামে। অতএব জাতি সাবধান! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন।

[লেখক : প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, উপযেলা সৈয়দপুর, নীলফামারী]

২৮. ঐ, ১/৩৩৬।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

Contents

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন

(৭ম কিস্তি)

(৫৯) দ্বীনদার ব্যক্তিদের নিকটবর্তী হওয়া, তাদের ভালোবাসা, তাদের মাঝে সালাম প্রচার করা এবং মুছাফাহা করা :

মুমিন ব্যক্তিদের সাথে সালাম বিনিময় একে অপরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। নিজ গৃহে হোক বা অন্যের গৃহে হোক সালাম দিয়েই প্রবেশ করবে। আর অন্যের গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করবে না, অনুমতি দিলে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে (তা মেনে চলার মাধ্যমে)’ *(নূর ২৪/২৭)*।

এরপর মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ– ‘যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও! তাহলে তোমরা ফিরে এসো। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত’ *(নূর ২৪/২৮)*। শরী‘আতসম্মত এই সুন্দর আদবটি মহান আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রদান করেছেন যাতে করে তারা অন্যের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেয়। আর প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর অনুমতি না দিলে ফিরে আসবে।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللَّه لَتُقِيمَنَّ عَلَيْه بِبَيِّنَة أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللَّه لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আনছারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবু মুসা (রাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন, আমি তিনবার উমর (রাঃ) আর নিকট অনুমতি চাইলাম কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। উমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে আসলাম (কারণ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়। কিন্তু তাতে অনুমতি দেয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে কেউ কি যিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে এ হাদীছ শুনেছ? তখন উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে। আর আমি দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, রাসূল (ছাঃ) অবশ্যই এ কথা বলেছেন’।[১]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি অন্যকে খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা-অচেনা সকলকে সালাম প্রদান করবে।[২]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বয়োকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে পথচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে’।[৩] রাসূল (ছাঃ) শিশুদেরকেও সালাম দিতেন।

১. বুখারী হা/৬২৪৫; আহমাদ হা/১১০৪৩; মুসলিম হা/৫৭৫১।
২. বুখারী হা/১২; আহমাদ হা/৬৫৮১; মুসলিম হা/৩৯।
৩. বুখারী হা/৬২৩৪; তিরমিযী হা/২৯২২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪৯।

Contents

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ 'আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, একবার আনাস (রাঃ) একদল শিশুর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি তাদের সালাম দিলেন এবং বললেন যে নবী করীম (ছাঃ) তা করতেন'।[৪]

মহিলাদের সালাম দেওয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ 'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে বললেন, জিবরীল (আঃ) তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, ওয়া আলাইহিস সালাম ও রহমাতুল্লাহ'।[৫]

হাদীছে এসেছে, عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِى قِدْرٍ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ– সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা জুম'আর দিনে খুশি হতাম। রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, কেন? তিনি বললেন, আমাদের একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল। সে কোন লোককে 'বুদ'আ' নামক খেজুর বাগানে পাঠিয়ে বীচ চিনির শিকড় আনতো। তা একটি হাঁড়িতে দিয়ে সে তাতে কিছুটা যবের দানা দিয়ে ঘুঁটে এক রকম খাবার তৈরী করত। এরপর আমরা যখন জুম'আর ছালাত আদায় করে ফিরতাম তখন আমরা এ মহিলাকে সালাম দিতাম। তখন সে আমাদের ঐ খাবার পরিবেশন করত। আমরা এজন্য খুশী হতাম। আমাদের নিয়ম ছিল যে, আমরা জুম'আর পরেই মধ্যাহ্নভোজন এবং বিশ্রাম করতাম'।[৬]

একে অপরের মাঝে সালাম প্রচার-প্রসার এর মাধ্যমে মহব্বত বাড়বে।

হাদীছে এসেছে, عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضى الله عنهما قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ– বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন- রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, হাঁচি দাতার জন্য দো'আ করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মাযলুমের সাহায্য করা, সালামের প্রচার-প্রসার করা এবং কসমকারীর কসম পূর্ণ করা। আর নিষেধ করেছেন, (সাতটি কাজ থেকে) রুপার পাত্রে পানাহার, স্বর্ণের আংটি পরিধান, রেশমী জিনের উপর সওয়ার হওয়া, মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান, পাতলা রেশমী বস্ত্র ব্যবহার, রেশম মিশ্রিত কাতান বস্ত্র পরিধান এবং গাঢ় রেশমী পরিধান করা'।[৭]

তিনি অন্যত্র বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না বিশ্বাস স্থাপন করবে। বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরে ভালোবাসা স্থাপন করবে, তাহলে আমি কি তোমাদের সে বিষয়টি বলে দেব না যেটি করলে তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা তৈরী হবে? তোমরা তোমাদের পরস্পরের মাঝে সালামের প্রচার-প্রসার কর'।[৮]

হাদীছে আরো এসেছে, عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে কি মুছাফাহা চালু ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[৯] অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার মর্যাদা-সম্মানার্থে পরস্পরকে ভালোবেসেছিল তারা কোথায়? আজকে আমি তাদের আমার ছায়াতলে ছায়া দিব। এ দিনে আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই'।[১০]

(৬০) সালামের উত্তর দেওয়া :

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا 'আর যখন

৪. বুখারী হা/৬২৪৭; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৩; ছহীহাহ হা/১২৭৮।
৫. বুখারী হা/৬২৫৩; আহমাদ হা/২৫৭৮৭; মিশকাত হা/৬১৭৮।
৬. বুখারী হা/৬২৪৮।
৭. বুখারী হা/৬২৩৫; মুসলিম হা/৩; ।
৮. মুসলিম হা/৫৪; আহমাদ হা/৯০৭৩।
৯. বুখারী হা/৬২৬৩; মিশকাত হা/৪৬৭৭।
১০. মুসলিম হা/২৫৬৬; মিশকাত হা/৫০০৬।

তোমরা সম্ভাষণপ্রাপ্ত হও, তখন তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ প্রদান কর অথবা ওটাই প্রত্যুত্তর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(নিসা ৪/৮৬)*। যখন তোমাদের কোন মুসলমান ভাই সালাম দেয় তখন তাকে তার থেকে উত্তমভাবে জবাব দাও, অথবা তার অনুরূপ উত্তর দাও।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِىَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ– আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে একবার নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। তারা বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত কোন উপায় নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তখন তিনি বললেন, যদি তোমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত উপায় না থাকে, তবে তোমরা রাস্তার হক্ব আদায় করবে। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাস্তার হক্ব কি? তিনি বললেন, তা হ'ল চক্ষু অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেয়া। সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা'।[১১]

(৬১) অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা :

হাদীছে এসেছে, عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضى الله عنهما قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمٍ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّىِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ- বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, হাঁচিদাতার জন্য দো'আ করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মাযলুমের সাহায্য করা, সালামের প্রচার-প্রসার করা এবং কসমকারীর কসম পূর্ণ করা। আর নিষেধ করেছেন, (সাতটি কাজ থেকে) রুপার পাত্রে পানাহার, স্বর্ণের আংটি পরিধান, রেশমী জিনের উপর সওয়ার হওয়া, মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান, পাতলা রেশমী বস্ত্র ব্যবহার, রেশম মিশ্রিত কাতান বস্ত্র পরিধান এবং গাঢ় রেশমী পরিধান করা'।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেছেন, عَائِدُ الْمَرِيضِ فِى مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ 'যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত রয়েছে, সে জান্নাতের পথে রয়েছে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।[১৩]

(৬২) যে ব্যক্তিই মারা যাক তার জানাযার ছালাত পড়া :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ– আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক্ব পাঁচটি : (১) সালামের জওয়াব দেওয়া (২) অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া। (৩) জানাযার পশ্চাদনুসরণ করা। (৪) দাওয়াত কবুল করা। (৫) হাঁচির দাতার উত্তর দেওয়া (আল-হামদুলিল্লাহ্র জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)'।[১৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক্ব রয়েছে, জিজ্ঞেস করা হ'ল সেগুলি কী কী হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, (১) যখন তুমি সাক্ষাৎ করবে তখন তার উপর সালাম দিবে (২) তোমাকে দাওয়াত করলে তা কবুল করবে। (৩) তোমাকে নছীহত করলে তা গ্রহণ করবে। (৪) হাঁচিদাতার আলহামদুলিল্লাহ্র জবাব দিবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে (তার জন্য দো'আ করবে)। (৫) অসুস্থ হলে তার সেবা করবে। এবং (৬) কেউ মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হবে।[১৫] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ–

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করলো তার জন্য এক ক্বিরাত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত ও দাফন করাতে উপস্থিত হ'ল তার জন্য দু'ক্বিরাত রয়েছে। এক ক্বিরাত হ'ল উহুদ পাহাড়ের সমান'।[১৬] *(ক্রমশ)*

[লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সঊদীআরব]

১১. বুখারী হা/৬২২৯; আহমদ হা/১১৩০৯; মুসলিম হা/২১২১।
১২. বুখারী হা/৬২৩৫; মুসলিম হা/২০৬৬; আহমাদ হা/১৮৫৩২।
১৩. মুসলিম হা/২৫৬৮; আহমাদ হা/২২৪০৪।
১৪. বুখারী হা/১২৪০; আহমাদ হা/১০৯৬৬; মুসলিম হা/২১৬২।
১৫. মুসলিম হা/২১৬২; আহমাদ হা/৮৮৪৫।
১৬. মুসলিম হা/২২৩৯; আহমাদ হা/ ২২৩৮৪।

Contents

ইসলামে জিহাদ সমতুল্য আমলসমূহ

মূল : ড. মুহাম্মাদ ইবরাহীম আন-নাঈম
অনুবাদ : আব্দুল্লাহ মুজাহিদ

আল্লাহ্র অশেষ দয়া যে, তিনি আমাদেরকে ছোট ছোট আমলের মাধ্যমে জিহাদের অমীয় সুধা আস্বাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন। ইসলামে এমন কিছু আমল রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে সশস্ত্র জিহাদরত মুজাহিদের সমান নেকী লাভে ধন্য হওয়া সম্ভব। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'একজন ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ না করেও মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর সেটি হতে পারে খালেছ (জিহাদের) নিয়তের মাধ্যমে অথবা জিহাদের সাথে তুলনীয় সৎআমলের মাধ্যমে। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তিনি সকলকে পারতপক্ষে সকল দো'আয় জান্নাতুল ফেরদাউস চাইতে আদেশ করেছেন, যা সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক প্রশস্ত জান্নাত। আর তা প্রস্তুত করা হয়েছে মুজাহিদদের জন্য'।[১]

উল্লেখিত আমলসমূহ হ'ল :

(১) মিসকিন ও বিধবা নারীদের সেবায় নিয়োজিত থাকা :

আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ– 'বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ অথবা রাতে ছালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে ছিয়ামকারীর মত'।[২]

সমাজে কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের আকাঙ্খা করে। জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য স্বীয় সম্পদ এবং নিজেকে জিহাদী রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার তামান্নাও রাখে। অথচ জিহাদের চেয়ে সহজ কোন আমল যা জিহাদ করার সমতুল্য ছওয়াব অর্জনের সুযোগ করে দেয়, তা থেকে সে গাফেল থাকে। এই ধরনের মানসিকতা জিহাদের ব্যাপারে তার অজ্ঞতা এবং জিহাদের মাধ্যমে অঢেল ছওয়াব অর্জনের বাস্তবতা অস্বীকারেরই নামান্তর বৈ কিছুই নয়।

বিধাব ও মিসকীনের সেবা করা একটি মহৎ ছওয়াবের কাজ। যার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের অনেকেরই হয় কিন্তু আমরা সে কাজ থেকে বিরত থাকি। যদি সত্যিকারার্থে আমরা মুজাহিদের ছওয়াব বা জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা অনুসন্ধান করতাম তাহলে আমাদের দ্বারা এই মহান কাজটি অবহেলিত থাকত না। আমাদের মধ্যে হয়ত এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যার নিকটাত্মীয়াদের মধ্যে বিধবা নারী নেই। সেই বিধবা বৃদ্ধা মহিলাটি কারো না কারো খালা, চাচী বা দাদী। তারা আমাদের সেবার মুখাপেক্ষী। আমাদের স্বজনদের অনেকেই এমন সেবা কামনা করে, যেমন তাকে গাড়িতে করে পৌঁছে দেওয়া অথবা তার ছোটখাটো কোন প্রয়োজন পূরণ করা ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের অনেকে বিষয়টি এমনভাবে এড়িয়ে যায় যেন তার কথা শুনতেই পায়নি। অধিক ব্যস্ততা বা অন্য কোন কারণে এমন কাজকে তারা বিরক্তিকর বা অতিরিক্ত বোঝা মনে করে থাকেন। আবার কেউবা বিধবার খেদমতে সামান্য সময়ও দিতে নারাজ। অথচ গতকালই সে এই আকাঙ্খাই পোষণ করত যে, তার পুরো জীবনটাই সে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করবে যাতে আল্লাহ্র কাছে তাকে মুজাহিদ হিসাবে লিখে নেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটি অল্প চেষ্টায় বিরাট ছওয়াব অর্জন থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর সামান্য সেবার মাধ্যমে মুজাহিদের সেই জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভকে তুচ্ছজ্ঞান করা কোন বুদ্ধিমান প্রকৃত মুজাহিদের জন্য কাম্য নয়।

(২) যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমল :

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ. يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ– 'এমন কোনো দিবস নেই যার আমল জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় হবে। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা থেকেও কি অধিক প্রিয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, জিহাদ করা থেকেও অধিক প্রিয়, তবে যদি এমন হয় যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহ্র পথে বের হল এবং এর কোনো কিছুই ফেরত নিয়ে এল না (অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেল)'।[৩]

(৩) ছালাতকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব না করা :

আবু আমর শায়বানী (রহ.) হতে বর্ণিত তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ

১. ফাৎহুল বারী ৬/১৬ পৃঃ, হা/২৭৯০।
২. বুখারী হা/৫৩৫৩; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/ ৪৯৫১।
৩. আবুদাউদ হা/২৪৪০; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; মিশকাত হা/ ১৪৬০।

قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ أَىُّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. لَزَادَنِى– এ বাড়ির মালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে ছালাত আদায় করা। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, অতঃপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আল্লাহ্র পথে জিহাদ। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যদি আমি আরও অধিক জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও বলতেন'।[৪]

(৪) পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার :

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَىٌّ وَالِدَاكَ. قَالَ نَعَمْ.قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর'।[৫] পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম যা কাবীরা গুনাহ পর্যন্ত মিটিয়ে দিতে পারে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ– আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পসন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহ্র নিকট তওবা করো এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। (আতা' (রহঃ) বলেন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কিনা তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নাই'।[৬]

আল্লামা মানাবী (রহঃ) বলেন, শরী'আতে পিতা-মাতার সম্মান এবং তাদের সাথে সদাচারণের আবশ্যকীয়তার সাথে সাথে তাদের হক্ব প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সন্তুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত রয়েছে যাকে ধারাবাহিকভাবে গণ্য করা হয়।

আল্লামা মাহাবিসী (রহঃ)কে পিতা-মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কি ওয়াজিব? তিনি বলেন, পিতা-মাতার আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যই হ'ল আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা। তার মধ্যে কিছু নির্দেশ রয়েছে যেগুলির কিছু ওয়াজিব এবং কিছু মুস্তাহাব। সুতরাং যখন পিতা-মাতার এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মুখোমুখি হবে। তখন মহান আল্লাহ্র নির্দেশ পালনটাই আবশ্যক হবে।

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পিতামাতাকে সম্মান এবং উত্তম আচরণের সাথে সাথে তাদের প্রতি নিঃশর্ত অনুগ্রহ, ভালবাসা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর' *(বনু ঈস্রাইল ১৭/২৩)*।

আমাদের অনেকেই পিতামাতার সাথে সদাচারণের মূল্য জানে না। কিন্তু সে যখন পিতা হয় তখন দেখা যাবে যে, সে তার সন্তানের কাছ থেকে এই কামনা করে যে তার সন্তানরা যেন তার আনুগত্য করে এবং তার সাথে সদাচারণ করে। অথচ তার ক্ষেত্রে সে তার পিতা-মাতার সাথে কেমন আচরণ করত সেটা ভুলে যায়।

এক ব্যক্তি একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করল, কখন আমি আমার পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করব? তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি নিজেকে তাদের উভয়ের স্থানে রাখ। তারপর ভাব যে, তুমি কতবার তোমার সন্তানদের সাথে দেখা করতে আকাঙ্খা কর?

(৫) দান-ছাদাক্বা সম্পর্কিত আমল :

অন্যান্য আমলের মধ্যে এটি একটি আমল যার ছওয়াব একজন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্যই। আর সেটা হ'ল ধনীদের থেকে যাকাত জমা করে অভাবীদের কাছে বন্টন করে দেওয়া। রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ. 'ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী কর্মী বাড়ীতে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী গাযীর ন্যায়'।[৭]

৪. বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/২৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/ ১৪৮৯।
৫. বুখারী হা/৩০০৪; মুসলিম হা/২৫৪৯; নাসাঈ হা/৩১০৩।
৬. আদাবুল মুফরাদ হা/৪; সিলসিলা আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৯৭।
৭. আবুদাউদ হা/ ২৯৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৮১; মিশকাত হা/১৭৮৫।

অতএব একনিষ্ঠ নিয়তের মাধ্যমে এই ছওয়াবপূর্ণ আমলে সহযোগিতা করুন। বিশেষভাবে মানবিক সহায়তাকারী সংগঠন এবং তাদের সহযোগীদের সাহায্য করুন।

(৬) অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা ও পরিবারের জন্য রোযগার করা :

পিতা-মাতা ও পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থা করাও জান্নাতী পথকে সুগম করে। কা'ব বিন উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلَدِه وَنَشَاطه مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَده صغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسه يَعفُّها فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَان– একজন ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। ছাহাবীরা শক্তিশালী ও তেজী যুবকটির পরিশ্রম দেখে আশ্চর্য হল। তারা বলল, হে রাসূল (ছাঃ) যদি লোকটি আল্লাহর রাস্তায় এমন করত। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি কোন ব্যক্তি তার ছোট বাচ্চার জন্য শ্রম দেয়, তবুও সে আল্লাহ্র রাস্তায় আছে। যদি কোন ব্যক্তি তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য শ্রম দেয়, তবুও সে আল্লাহ্র রাস্তায় আছে। যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের স্বচ্ছলতার জন্য চেষ্টা করে, তবুও সে আল্লাহ্র পথেই রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি লৌকিকতা ও অহংকারের পথে থাকে, তাহলে সে শয়তানের পথে রয়েছে'।[৮]

(৭) ইলম অর্জন ও মসজিদে নববীতে পাঠদান :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে শুনেছি যে, مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِه إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّه وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِه. 'যে আমার এই মসজিদে আসে এবং কেবল ভাল কাজের জন্যই আসে যা সে শিক্ষা করে বা শিক্ষা দেয় সে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়; আর যে এটা ছাড়া অন্য কাজে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের জিনিসকে দেখে (অথচ ভোগ করতে পারে না)'।[৯]

(৮) হজ্জ ও ওমরাহ :

উম্মে মা'কাল (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمِنْ سَبِيلِ اللَّه وإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. 'হজ্জ ও উমরাহ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ সমতুল্য। রামাযান মাসের উমরাহ হজ্জের সমান'।[১০]

উছমান বিন আবু সালমান (রাঃ) তাঁর দাদী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيه؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:حَجُّ الْبَيْتِ. একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন আমি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাকে অস্ত্র ছাড়াই জিহাদের কথা বলে দিবো না। আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, সেটি হচ্ছে বায়তুল্লায় হজ্জ করা'।[১১]

হাসান ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ. قَالَ: هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فيه، الْحَجُّ– একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন আমি ভীরু ও দুর্বল । রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি জিহাদে চলে এস, যেখানে কোন অস্ত্র নাই। আর তা হলো হজ্জ'।[১২] সুতরাং মনের গহীনে হজ্জ ও ওমরাহর আশা জাগান আর শত-সহস্রগুণ নেকীর আশায় ছালাত আদায়ের জন্য ছুটে চলুন কাবার পথে।

(৯) এক ছালাতের পর পরবর্তী ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা :

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ به الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَات. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِد وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং মর্যাদা বর্ধন করেন? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, কষ্টের সময় পূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা (অর্থাৎ দূর থেকে আসা) এবং এক ছালাতের পর দ্বিতীয় ছালাতের অপেক্ষা করা। সুতরাং এই হল (নেকী ও ছওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত'।[১৩]

আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল ছাঃ) বলেন, مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَفَارِسٍ يَشْتَدُّ بِه فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ

৮. মু'জামুল আওসাত হা/ ৬৮৩৫; ছহীহুল জামে' হা/১৪২৮।
৯. ইবনু মাজাহ হা/২২৭; মিশকাত হা/৭৪২; ছহীহুল জামে' হা/৬১৮৪।
১০. ছহীহুল জামে' হা/১৫৯৯।
১১. ছহীহুল জামে' হা/২৬১১।
১২. ছহীহুল জামে' হা/৭০৪৪।
১৩. মুসলিম হা/২৫১; তিরমিযী হা/৫১; নাসাঈ হা/১৪৩।

Contents

اللّه بملء كَشْحه، تُصَلِّي عَلَيْه الْمَلَائكَةُ مَا لَمْ يُحْدثْ أَوْ يَقُمْ، وَهُوَ فِي الرِّبَاط الْأَكْبَر– ছালাতের পর আর এক ছালাতের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সেই অশ্বারোহীর সমতুল্য, যে তার অশ্বসহ আল্লাহ্র পথে শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্রমের সাথে সদা প্রস্তুত; যে থাকে বৃহৎ প্রতিরক্ষার কাজে। আল্লাহ্র ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে যতক্ষণ না সে মসজিদ থেকে চলে যায় অথবা বাতকর্ম করে না করে ফেলে'।[১৪]

(১০) ফেৎনার যুগে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنّ مِنْ وَرَائكمْ زَمانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّك فِيه أجْرُ خَمْسِينَ شَهِيداً– 'তোমাদের পরবর্তী এমন এক ছবরের যুগ রয়েছে, তাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরলে পঞ্চাশ জন শহীদের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে'।[১৫]

(১১) যালেম শাসকের নিকট সত্য কথা বলা :

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

سَيِّد الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جائرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, শহীদের নেতা হলো হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব। আর সেই ব্যক্তি যে যালেম শাসকের নিকট দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ ও নিষেধ করে (উপদেশ দেয়) অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়'।[১৬]

(১২) বিপদাপদে পতিত হওয়া :

মহান আল্লাহ তাঁর ধৈর্যশীল মুমিন বান্দাদের উপর বালা-মুছীবত, অসুখ-বিসুখ প্রদানের মাধ্যমে গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। আর তাদের মর্যাদাকেও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। এমনকি অনেক অসুখের মাধ্যমে তাদেরকে শহীদের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিম্নে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বালা-মুছীবতসমূহ যা একজন ব্যক্তিকে শহীদের মর্যাদায় উন্নীত করতে পারে তা উল্লেখ করা হলো-

(ক) মহামারীতে মৃত্যু:

জাবের বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالفَارِّ مِنَ الزَّحْف وَمَنْ صَبَرَ فِيه كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيد– 'মহামারীতে পলায়নকারী ব্যক্তি যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়নকারী ব্যক্তির ন্যায়। যে ব্যক্তি তথায় ধৈর্যধারণ করল, সে শহীদের মর্যাদা পেল'।[১৭]

(খ) সম্পদ রক্ষার্থে মৃত্যু :

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي رواية قال : " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد– 'যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ হেফাযত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তির সম্পদ অন্যায়ভাবে কেউ পেতে চাইল, অতঃপর সে তার সাথে লড়াই করল, অতঃপর নিহত হল সে শহীদ'।[১৮]

(গ) প্রাণ, দ্বীন ও পরিবার রক্ষার্থে মৃত্যু :

সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট শুনেছি, من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد– 'যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ হেফাযত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে লোক তার প্রাণ রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে লোক তার দ্বীনের জন্য মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে লোক তার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ'।[১৯]

(ঘ) শ্বাসকষ্টে মৃত ব্যক্তি :

উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,–الْمَيِّتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ' ফুসফুসের প্রদাহে মৃত ব্যক্তি শহীদ'।[২০]

(ঙ) সমুদ্রে পীড়াগ্রস্থ ও পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি :

উম্মে হারাম (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَائدُ فِى الْبَحْرِ الَّذِى يُصِيبُهُ الْقَىْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ– সমুদ্রে পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি যে বমনে আক্রান্ত হয়ে (মৃত্যুবরণ করেছে) সে শহীদের মর্যাদা পাবে আর পানিতে ডুবে মারা গেলে সে দুইজন শহীদের মর্যাদা পাবে'।[২১]

---

১৪. আহমাদ হা/ ৮৬২৫; ত্বাবারানীর কাবীর হা/ ১১৭৫; আওসাত্ব হা/ ৮১৪৪; ছহীহ তারগীব হা/৪৫০।
১৫. ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪।
১৬. ছহীহুল জামে' হা/৩৬৭৫।
১৭. ছহীহুল জামে' হা/৪২৭৭।
১৮. বুখারী হা/২৪৮০; তিরমিযী হা/১৪১৮; আবুদাউদ হা/৪৭৭১; নাসাঈ হা/৪১০১; ইবনু মাজাহ হা/২৫৮১।
১৯. তিরমিযী হা/১৪২১; আবুদাউদ হা/৪৭৭২।
২০. ছহীহুল জামে' হা/৬৭৩৮।
২১. আবুদাউদ হা/৪৭৭২; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৪২।

(মায়েদ) সমুদ্র পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি হলো যার সমুদ্রের প্রবল বাতাস ও প্রচণ্ড ঢেউয়ের ফলে মারা ঘুরতে থাকে (বমি ও মাথা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে মারা যায়)'।[২২]

মোল্লা ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ, হজ্জ, জ্ঞানার্জন অথবা ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াও সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে মাথা ঘুরতে মারা যায় তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে'।[২৩]

রাশেদ বিন হুবাইশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والسيل، والنفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة– 'আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, বন্যার স্রোতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, সন্তান জন্মদানের পর মৃত মহিলা যাকে তার নবজাতক সন্তান তার নাড়ি দিয়ে টানতে টানতে জান্নাতে নিয়ে যাবে'।[২৪]

(চ) পেটের পীড়া ও ভুমিধ্বসে মৃত ব্যক্তি :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِيقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. 'পাঁচজন ব্যক্তি শহীদ। ১. মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, ২. পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি। ৩. পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি। ৪. ভূমিধ্বসে মৃত ব্যক্তি। ৫. আল্লাহর পথে নিহত শহীদ ব্যক্তি'।[২৫]

(ছ) অগ্নিদগ্ধ ও গর্ভবতী :

জাবির ইবনু আতীক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ– 'আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে এরূপ ব্যক্তি ছাড়াও সাত শ্রেণীর লোক শহীদের মর্যাদা পাবে। ১. মহামারীতে মৃতব্যক্তি শহীদ, ২. ডুবে মারা গেছে এরূপ ব্যক্তি শহীদ। ৩. ফুসফুসের প্রদাহে (শ্বাসকষ্ট) মৃত ব্যক্তি শহীদ। ৪. পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ। ৫. যে ব্যক্তি পুড়ে মারা গেছে সে শহীদ। ৬. কোন কিছু চাপা পড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ এবং ৭. প্রসবকষ্টে মৃত নারী শহীদ'।[২৬]

২২. মিরকাতুল মাফাতীহ ৭/৪০১ পৃঃ।
২৩. ঐ।
২৪. ছহীহুল জামে' হা/৪৪৩৯।
২৫. বুখারী হা/২৮২৯; মুসলিম হা/১৯১৪; তিরমিযী হা/১০৬৩।
২৬. আবুদাউদ হা/৩১১৩; মিশকাত হা/১৫৬১।

'মাবতুন' হলো পেটের সমস্যাজনিত মৃত্যু। কেউ বলেন, বাচ্চাসহ মৃত মহিলা। কেউ কেউ বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা। অপর হাদীছে এসেছে, যে মহিলা বাচ্চা প্রসবের পর নিফাস অবস্থায় মারা যায় সেও শহীদ।

আব্দুল্লাহ বিন বিসর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, القتيل في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد والنفساء شهيدة– আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, পেটের রোগে মৃতব্যক্তি শহীদ, মহামারীতে মৃতব্যক্তি শহীদ, ডুবে মারা গেছে এরূপ ব্যক্তি শহীদ ও নিফাসওয়ালী মৃত মহিলা শহীদ'।[২৭]

(জ) যক্ষ্মারোগে মৃত্যু :

উবাদা বিন ছমেত হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, السِّلُّ شهادة. যক্ষ্মারোগী শহীদ'।[২৮]

[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী মহানগরী পূর্ব সাংগঠনিক উপযেলা]

২৭. ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩৯।
২৮. ছহীহুল জামে' হা/৩৬৯১।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়

-আব্দুর রহীম

(৩য় কিস্তি)

পিতা-মাতার প্রতিদান :

বাবা-মা যে কষ্ট করে সন্তান লালন-পালন করেন তার প্রতিদান কেউ দিতে পারেনা। এমনকি মায়ের এক ফোটা দুধের ঋণ পরিশোধ করতে পারেনা। কিন্তু ভালোর প্রতিদান ভালো কাজ দিয়ে হওয়া উচিৎ। আল্লাহ বলেন, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ 'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কি হ'তে পারে? *(আর-রহমান ৫৫/৬০)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে'।[১] অন্য হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ أَبِي بُرْدة قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِه، يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل ... إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرْ ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ-

আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, 'আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য। আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি'। অতঃপর সে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বলল, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি'।[২] আর যদি পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়। তাহ'লে তার প্রতিদান অনুরূপ অথবা তার চেয়ে খারাপ হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ'ল- (ক) عَنْ ثَابت الْبُنَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَضْرِبُ أَبَاهُ فِي مَوْضِعٍ، فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ الْأَبُ خَلُّوا عَنْهُ ، فَإِنِّي كُنْتُ أَضْرِبُ أَبِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَابْتُلِيتُ بِابْنِي يَضْرِبُنِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، هَذَا بِذَاكَ وَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ- ছাবেত আল-বুনানী (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি তার পিতাকে এক স্থানে মারছিল। তখন তাকে বলা হ'ল এটি তুমি কি করছ? তখন পিতা বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ এই স্থানেই আমি আমার বাবাকে মেরে ছিলাম। ফলে আমার ছেলের দ্বারা আমি এই স্থানে এরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছি। এটি তারই বিনিময়। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই'।[৩]

(খ) عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْيَسْكَنْدِيِّ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي ضَرَبَنِي وَأَوْجَعَنِي. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الابْنُ يَضْرِبُ أَبَاهُ؟ ! قَالَ: نَعَمْ ضَرَبَنِي وَأَوْجَعَنِي.فَقَالَ: هَلْ عَلَّمْتَهُ الْأَدَبَ وَالْعِلْمَ؟ قَالَ: لَا، فَهَلْ عَلَّمْتَهُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَيَّ عَمَلٍ يَعْمَلُ؟ قَالَ الزِّرَاعَةَ.قَالَ: هَلْ عَلمْتَ لأَيِّ شَيْءٍ ضَرَبَكَ؟ قَالَ: لَا.قَالَ: فَلَعَلَّهُ حِينَ أَصْبَحَ وَتَوَجَّهَ إِلَى الزَّرْعِ وَهُوَ رَاكِبٌ الْحِمَارَ، وَالشِّيرَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْكَلْبُ مِنْ خَلْفِه، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ فَتَغَنَّى وَتَعَرَّضْتَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَظَنَّ أَنَّكَ بَقَرَةٌ، فَاحْمَد اللَّهَ حَيْثُ لَمْ يَكْسِرْ رَأْسَكَ- আবু হাফছ ইয়াসকান্দী বলেন, তার নিকট জনৈক লোক এসে বলল, আমার ছেলে আমাকে মেরে ব্যথিত করেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! ছেলে তার পিতাকে মেরেছে? সে বলল, হ্যাঁ, আমাকে মেরে ব্যথিত করেছে। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে সে কোন কাজ করে? সে বলল, কৃষি কাজ। আচ্ছা তুমি কি জান যে, সে কেন তোমাকে মেরেছিল? সে বলল, না। তাহলে হতে পারে যে, সে যখন সকালে গাধার উপর আরোহন করে কৃষিকাজে যাচ্ছিল আর তার সামনে ছিল বলদ, পিছনে ছিল কুকুর এবং সে কুরআন তেলাওয়াত করতে জানত না। ফলে সে গান গাইছিল আর এ অবস্থায় তুমি তার মুখোমুখি হয়েছিলে। তখন সে তোমাকে গরু মনে করেছিল (এবং তোমাকে মেরে ছিল)। তুমি বরং আল্লাহর প্রশংসা কর যে, সে তোমার ঘাড় মটকিয়ে দেয়নি'।[৪]

(গ) قَالَ الْمَدَائِنِي: أن جريرا كان أعق الناس بأبيه. وكان ابنه بلال عاقا له، فتشاتما يوما، وقد أغلظ بلال لأبيه فقالت له أمه: يا عدوّ الله، أتقول هذا لأبيك؟ فقال جرير: دعيه،

১. মুসলিম হা/১৫১০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০; মিশকাত হা/৩৩৯১।
২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৯৯।
৩. আবুল লায়ছ সামারকান্দী, তানবীহুল গাফেলীন হা/১৫২, ১/১৩১; মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ সাফারেনী, গেযাউল আলবাব ১/৩৭৩।
৪. তানবীহুল গাফেলীন হা/১৫২, ১/১৩০-১৩১।

فكأنه سمعها مني وأنا أقولها لأبي –মাদায়েনী বলেন, কবি জারীর সবচেয়ে বড় পিতার অবাধ্য ব্যক্তি ছিলেন। আর তার ছেলে বেলালও তার অবাধ্য ছিল। সে একদিন পিতার সাথে গালাগালিতে লিপ্ত হয় এবং এতে কষ্টদায়ক ভাষা ব্যবহার করে। শুনে তার মা তাকে বলল, হে আল্লাহর শত্রু! তুমি বাবাকে এসব কথা বলছ? তখন জারীর বলল, তাকে বলতে দাও। হয়ত সে এসব কথা আমাকে বলতে শুনেছে যখন আমি আমার পিতাকে বলেছিলাম'।[৫]

(ঘ) আছমাঈ বলেন, জনৈক আরব আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আমি পিতামাতার সর্বাধিক অবাধ্য ও সর্বাধিক সুন্দর আচরণকারীকে খোঁজার জন্য মহল্লা থেকে বের হলাম। বিভিন্ন পাড়ায় পরিভ্রমন করে এক বৃদ্ধকে পেলাম। যার গলায় রশি বাধা ছিল। আর তা দ্বারা সে পানির বালতি বহন করছে। যেখানে প্রচন্ড রোদের কারণে উটও তা করতে পারেনা। কঠিন গরম পড়ছিল। তার পিছনে একজন যুবক ছিল। আর তার হাতে একটি চাবুক ছিল যা দিয়ে সে তাকে পিটাচ্ছিল। এতে তার পিঠ ফেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। আমি বললাম, তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেনা? তার জন্য কি গলায় রশি নিয়ে পানি বহন করাই যথেষ্ট ছিলনা? আবার তুমি তাকে পিটাচ্ছ? সে বলল, আরে সেতো একই সাথে আমার পিতাও। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করুন। সে বলল, চুপ করুন! সেও এরূপ আচরণ করত তার পিতার সাথে। আর তার পিতা তার দাদার সাথে। আমি বললাম, এই লোকই পিতার সর্বাধিক অবাধ্য। এরপর কিছুদূর না যেতেই জনৈক যুবকের নিকট পৌঁছলাম। তার কাঁধে একটি ঝুড়ি রয়েছে। তাতে রয়েছে এক বৃদ্ধ। যেন একটি পাখির বাচ্চা। প্রতি এক ঘন্টা চলার পর সে ঝুড়ি তার সামনে রেখে তাকে খাবার দিচ্ছে যেমন পাখিরা করে থাকে। আমি বললাম, এটি কে? সে বলল, আমার আব্বা। তিনি অচল হয়ে পড়েছেন। আর আমি তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি'। তখন আমি বললাম, এই লোকই পিতার প্রতি সবচেয়ে বড় সদাচারণকারী আরব।[৬]

পিতা-মাতার প্রতি অসদ্ব্যবহারের শাস্তি :

দুনিয়াবী শাস্তি : পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে বা কোনভাবে তাদের কষ্ট দিলে আল্লাহ তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন। পাশাপাশি দুনিয়াতেও দ্রুত শাস্তি নেমে আসবে। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدْرِكَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوسْطَى، وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْيُ – وَالْعُقُوقُ আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে লোক দু'টি মেয়ে সন্তানকে লালন-পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসাথে পাশাপাশি জান্নাতে অবস্থান করব। এই বলে তিনি নিজের হাতের মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। আর পাপের দু'টি স্তর যার শাস্তি দুনিয়াতে দ্রুত প্রদান করা হয়। আর তা হ'ল ব্যাভিচার ও পিতামাতার অবাধ্যতা'।[৭]

বদনাম ছড়িয়ে পড়া :

পিতামাতার খেদমত করা আবশ্যক। আল্লাহর নির্দেশ পালনের পরপরই পিতামাতার গুরুত্ব রয়েছে। প্রয়োজনে নফল ইবাদত ছেড়ে পিতামাতার ডাকে সাড়া দিতে হবে। তারা মনের কষ্ট একবার 'উহ্' শব্দ করে বদদো'আ করলে আল্লাহ কবুল করে নিবেন। পূর্ব যুগে জনৈক ব্যক্তি মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) সে ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, মাকে কোনভাবেই অসন্তুষ্ট রাখা যাবে না। যেমন এক হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِى صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ. قَالَ حُمَيْدٌ فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِى هُرَيْرَةَ لصفة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِى. فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّى فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمِّى وَصَلاَتِى. فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِى الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِى. قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّى وَصَلاَتِى. فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِى وَإِنِّى كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِى اللَّهُمَّ فَلاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. قَالَ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ. قَالَ وَكَانَ رَاعِى ضَأْنٍ يَأْوِى إِلَى دَيْرِهِ قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِى فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقِيلَ لَهَا مَا هَذَا قَالَتْ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ. قَالَ فَجَاءُوا بِفُئُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّى فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ– قَالَ فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هَذِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِىِّ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَبِى رَاعِى الضَّأْنِ.فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا نَبْنِى مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ لاَ وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلاَهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জুরায়জ (বনী ইসরাঈলের এক আবিদ) তার ইবাদতখানায় ইবাদতে মশগুল

৫. আহমাদ মুছতফা দরবীশ, ই'রাবুল কুরআন ৫/৪২১; আব্দুল কাদের বাগদাদী, খাযানাতুল আদাব ১/৭৬।

৬. বায়হাকী, আল-মাহাসিন ওয়াল মাসাঈ ১/২৩৫, ১/৬১৪; নাযরাতুন নাঈম ১০/৫০১৬; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, উকুকুল ওয়ালিদায়েন ১/৬২।

৭. হাকেম হা/৭৩৫০; ছহীহাহ হা/১১২০; ছহীহুল জামে' হা/২০১০।

থাকতেন। (একবার) তাঁর মাতা তাঁর কাছে এলেন। হুমাইদ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে আবু রাফে‘ এমন আকারে ব্যক্ত করেন, যেমনভাবে রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন সেই মায়ের ডাকার পদ্ধতি এবং যেভাবে তাঁর হাত তাঁর ভ্রুর উপর রাখছিলেন এবং তাঁর দিকে মাথা উচু করে তাকে ডাকছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। এই কথা এমন অবস্থায় বলছিলেন, যখন জুরায়জ ছালাতে মশগুল ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা আর (অপর দিকে) আমার ছালাত (আমি কী করি?)। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি তাঁর ছালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তার মা ফিরে গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার এসে বললেন, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার মা, আমার ছালাত। তখন তিনি তাঁর ছালাতেই মশগুল রইলেন। তখন তাঁর মা বললেন, হে আল্লাহ! এই জুরায়জ আমারই ছেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সে আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করল। হে আল্লাহ! তার মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত না তাকে ব্যভিচারিণীদের দেখাও। তখন নবী (ছাঃ) বলেন, যদি তার মাতা তার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বদদো‘আ করতেন তাহ’লে সে অবশ্যই সেই বিপদে পতিত হ’ত। নবী (ছাঃ) বলেন, এক মেষ রাখাল জুরাইজের ইবাদতখানায় (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। তিনি বলেন, এরপর গ্রাম থেকে এক মহিলা বের হয়েছিল। উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। এতে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এই (সন্তান) কোথা থেকে? সে উত্তর দিল, এই ইবাদতখানায় যে বাস করে, তার থেকে। তিনি বলেন, এরপর তারা শাবল-কোদাল ইত্যাদি নিয়ে এল এবং চিৎকার করে ডাক দিল। তখন জুরাইজ ছালাতে মশগুল ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। তিনি বলেন, এরপর তারা তার ইবাদতখানা ধ্বংস করতে লাগল। তিনি এ অবস্থা দেখে নীচে নেমে এলেন। এরপর তারা বলল, এই মহিলাকে জিজ্ঞাসা কর (সে কি বলছে)। তিনি বলেন, তখন জুরাইজ মুচকী হেসে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলল, আমার পিতা সেই মেষ রাখাল। যখন তারা সে শিশুটির মুখে একথা শুনতে পেল তখন তারা বলল, আমরা তোমার ইবাদতখানার যেটুকু ভেঙ্গে ফেলেছি তা সোনা-রূপা দিয়ে পুর্ননির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না; বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করে দাও। এরপর তিনি তার ইবাদতগাহে উঠে গেলেন’।[৮]

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে জিব্রাঈলের বদদো‘আ :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ’ল, তিনি কে হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না’।[৯]

হাদীছে এসেছে, عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْضُرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ قَالَ: فَقُلْنَا له يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا الْيَوْمَ مِنْكَ شَيْئًا لَمْ نَكُنْ نَسْمَعُهُ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام عَرَضَ لِي فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ: آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ أَظُنُّهُ قَالَ :فَقُلْتُ: آمِينَ– কা‘ব বিন উজরা হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বার উপস্থিত করতে বললেন। আমরা তা উপস্থিত করলাম। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। বক্তব্য শেষে মেম্বার থেকে নামলে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতিপূর্বে শুনেনি। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল (আঃ) আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ’ল না। (পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন’। অতঃপর ২য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হ’ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না। অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল (আঃ) বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না (ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল, আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)’।[১০] *(ক্রমশ:)*

৮. বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০; আহমাদ হা/৮০৭১; আল আদাবুল মুফরাদ হা/৩৩।

৯. মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২।

১০. হাকেম হা/ ৭২৫৬; আহমাদ হা/৭৪৪৪; ইবনু হিব্বান হা/৪০৯; শু‘আবুল ঈমান হা/১৪৭১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৭৭, ৯৯৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৬।

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায়

-মফীযুল ইসলাম

(৪র্থ কিস্তি)

অনর্থক রাত্রি জাগরণ :

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে আমাদের রাত্রি জাগরণ ও সালাফে-ছালেহীনের রাত্রি জাগরণের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। তারা রাত জেগে জেগে কুরআন পড়তেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন। আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতেন। জান্নাত লাভের আশায় এবং জাহান্নামের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে অশ্রু ফেলতেন। তারা রাত্রিকে ভাগ করে নিতেন নিজের আত্মার জন্য এবং পরিবারের জন্য। তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 'তারা তাদের (দেহের) পার্শ্বগুলো বিছানা থেকে আলাদা করে (জাহান্নামের) ভীতি ও (জান্নাতের) আশা নিয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে' *(সাজদাহ ৩২/১৬)*।

যে সময় মহানবী (ছাঃ), ছাহাবীগণ, সালাফে-ছালেহীন আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতেন, জাহান্নামের ভয়ে প্রকম্পিত হ'তেন, সে সময় আজ অসংখ্য মানুষ মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও টিভি নিয়ে নির্ভয়ে নোংরামি, অশ্লীলতা, যৌনতা নিয়ে ডুবে থাকছে। হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর, স্মরণ কর মরণকে যে কোন সময় তা তোমাকে গ্রাস করতে পারে। সিনেমা, নাটক, নগ্নতা, অশ্লীলতা দেখতে দেখতে যদি তোমার মরণ হয় তাহ'লে কবরে, হাশরে তোমার অবস্থা কি হবে তা কখনো ভেবেছ? ঐ শোন আল্লাহ্র বাণী, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ– 'যে কেউ মন্দকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তাকে অধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করবে' *(নামল ২৭/৯০)*।

লজ্জাহীনতার প্রসার :

পর্ণোগ্রাফী মানুষকে লজ্জাহীন করে তোলে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ 'তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন চায় তা করতে পার'।[১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ বা শাখা'।[২] তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হ'ল লজ্জাশীলতা।[৩] অতএব হে নারী-পুরুষ! লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করো ও নিজেকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করো। রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلا شَانَهُ، وَلا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلا زَانَهُ– 'অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়েই থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়েই থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় করে তোলে'।[৪]

বিজাতির অনুসরণ :

বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম আজ কোনো না কোনভাবে কাফির-মুশরিক তথা ইহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকদের হুবহু অনুসারী। তাদের চাল-চলন, লেবাস-পোশাক ও আচার ব্যবহার সবই প্রায় কাফির-মুশরিকদের ন্যায়। তাদের হুবহু অনুসরণের অন্যতম কারণ হ'ল মিডিয়া। মিডিয়া বা টিভিতে, ইন্টারনেটে তাদেরকে যা করতে দেখছে মুসলিমরাও আজ তাই করছে। অমুসলিম নারীরা নগ্ন-অর্ধনগ্ন পোশাক পরছে। মুসলিম নারীরাও আজ অনুরূপ পোশাক পরছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন সুদভিত্তিক, মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমনি সুদভিত্তিক। যেনা- ব্যভিচার যেমন তাদের কাছে পাপের জিনিস নয়, তেমনি মুসলমানদের নিকটও তা অনুরূপ হয়ে উঠছে। বিজাতির অনুকরণের ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ ভুলে মুসলিম জাতি যেমন পৃথিবীতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অপদস্ত ও মূল্যহীন হয়েছে; তেমনি পরকালে ও তাদের মত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত'।[৫] অন্যত্র আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى 'সেই ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে; তোমরা ইহুদী, খ্রিষ্টানদের অনুসরণ কর না'।[৬] এক্ষেত্রে আল্লাহ্র রাসূল যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, তা-ই ঘটছে। তিনি বলেন, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا فَبَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلُ الْكِتَابِ قَالَ فَمَنْ–

১. আবুদাউদ হা/ ৪৭৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮৪ ।
২ . বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/১৬১; মিশকাত হা/৫।
৩ . ইবনু মাজাহ হা/৪১৮১ ।
৪. তিরমিযী হা/ ১৯৭৪; ইবনু মাজাহ হা/ ৪১৮৫।
৫ . আবুদাউদ হা/ ৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭।
৬ . তিরমিযী হা/২৬৯৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৪।

'অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী হবে। হাতে-হাতে, বিঘতে-বিঘতে তথা হুবহু-অবিকল। এমনকি তারা যদি কোন গুই সাপের গর্তে ঢুকে পড়ে তা হ'লে তোমরাও তাতে ঢুকে পড়বে। আমরা বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কি ইহুদী ও খ্রিষ্টান? তিনি বললেন, তারা নয় তো আর কারা'?[৭]

অবসর সময়ের অপব্যবহার :

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ– 'দু'টি নে'মত রয়েছে, যে দু'টিতে বহু মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়েছে ১. শারীরিক সুস্থতা এবং ২. অবসর'।[৮] অবসর বা ফ্রি টাইমে যারা পর্ণোগ্রাফী দেখে, চা স্টল-বাযারে বসে গল্পগুজব করে কাটাচ্ছে নিঃসন্দেহে তারা ধোঁকায় পড়ে আছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ– 'তুমি পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনীমত মনে কর, ১. মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে, ২. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে, ৩. দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, ৪. বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে ৫. এবং পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে' ।[৯]

মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ-

অতএব যখন অবসর পাও ইবাদতের কষ্টে রত হও এবং তোমার রবের দিকে রুজূ' হও' *(ইনশিরাহ ৯৪/৭-৮)*। কাজেই মুসলিম কখন অবসর সময় বিলাসিতায় কাটাতে পারে না।

মহিলাদের কৃত্রিম রূপচর্চা :

টিভিতে, ইন্টারনেটে, প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন মডেলের নারীদের রূপচর্চা দেখে তাদের মত সাজ-সজ্জা গ্রহণের প্রবণতা এদেশের সরল-অবলা নারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দানা বেঁধে উঠছে। বিজাতির অনুকরণে সাজ-সজ্জা মুসলিম নারীদের জন্য বৈধ নয়। তবে স্বাভাবিক সাজ-সজ্জা নারীদের জন্য জায়েয। আর তা হ'তে হবে এক মাত্র তার স্বামীর জন্য। যেমন- মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِى يَدِى فَتَخَات مِنْ وَرِق فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ. فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه. 'একদা রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান এবং বলেন, হে আয়েশা এটা কী? আমি বললাম, আপনার জন্য সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্তে তা তৈরি করেছি'।[১০] আজকে যে সকল নারীরা তার স্বামীর জন্য না সেজে বিবাহের অনুষ্ঠানে, উদ্যান-পার্কে ঘুরতে, মার্কেটে যাওয়ার সময় নগ্ন-অর্ধনগ্ন হয়ে সজ্জিত হচ্ছে, তারা নিঃসন্দেহে জঘন্য পাপের জড়িয়ে পড়ছে। যে পাপ যেনা-ব্যভিচারের মত ভয়ঙ্কর। রূপচর্চার জন্য যত্র-তত্র শহরে-গ্রামে গড়ে উঠেছে বিউটি পার্লার। যেখানে চলছে অনৈতিক সাজ-সজ্জার রমরমা ব্যবসা। আমরা মুসলিম নারীদেরকে সর্তক করে বলতে চাই, সেখানে গিয়ে শরীরে উল্কি অঙ্কন করা, নকল চুল লাগানো ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘষে ফাঁকা বা সরু করা, ভ্রু-প্লাক করা অভিশপ্ত নারীদের কাজ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ– 'আল্লাহ্র অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, (ওয়াছিলাত) আর উছমান (রাঃ) বলেন, (মুতানাম্মিছাত) অতঃপর তারা ঐক্যমত পোষণ করেন। এবং সেসব নারীদের উপর যারা ভ্রু চেঁছে সরু (প্লাক) করে। যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁত ফাঁকা করে। যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে'।[১১]

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও মুসলমানদের বিপর্যয় :

আল্লাহ বলেন, 'যারা (মৃত্যুর পর আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং এখানকার সবকিছু নিয়েই তৃপ্তিবোধ করে, (সর্বোপরি) যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে অমনোযোগী থাকে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, এ হচ্ছে তাদের সেই কর্মফল, যা তারা দুনিয়ার জীবনে অর্জন করেছিল' *(ইউনুস ১০/৭-৮)*।

বহু পর্ণোভোক্তা আছেন, যারা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সর্বসাধারণ থেকে আড়ালে গিয়ে নোংরামি, অশ্লীলতায় লিপ্ত হন। কারণ তারা নোংরামি, অশ্লীলতা দর্শনের কথা জানতে পারলে লজ্জা, লাঞ্ছনা, অপমান সুনিশ্চিত। মহান আল্লাহ বলেন, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ 'তারা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে)। কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তার দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন' *(নিসা ৪/১০৮)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি, আর তার প্রবৃত্তি তাকে নিত্য নতুন কি কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আমি তার গলার শিরা

৭. বুখারী হা/৩৪৫৬; মুসলিম হা/ ৬৯৫২।
৮. বুখারী হা/ ৬৪১২; মিশকাত হা/ ৫১৫৫।
৯. হাকিম হা/৭৮৪৬; মিশকাত হা/৫১৭৪।
১০. আবুদাউদ হা/ ১৫৬৫।
১১. বুখারী হা/৪৮৮৬; তিরমিযী/২৭৮২।

থেকেও নিকটবর্তী *(ক্বাফ ৫০/১৫)*। অতএব মানুষ দুনিয়ার সকল কিছু লুকিয়ে যাই করুক না কেন আল্লাহ সব কিছুরই খবর রাখেন। তিনি আরো বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 'তিনি চক্ষুর অপব্যবহার বা গোপনচাহনি এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত' *(মুমিন ৪০/১৯)*। আল্লাহ যেহেতু সবকিছু দেখেন কাজেই তাঁকে অধিক ভয় করা এবং লজ্জা করা উচিত।

আজ পর্ণোগ্রাফী ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অধিকাংশ মানুষকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে বেপরোয়া করে তুলছে। মহান আল্লাহ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- 'অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ততধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে ভুলিয়ে রেখেছে। এমন কি (এমত অবস্থাতেই) তোমরা কবরে এসে পড়বে' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*।

যারা অশ্লীলচিত্রের প্রভাবে স্ব-স্ব কৃতকর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকে তারাই বড়ই যালেম। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ- 'কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী শুনিয়ে দেয়ার পর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তবে তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে? *(কাহাফ ১৮/৫৭)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যুলুমকারীদেকে ভালোবাসেন না' *(শূরা ৪২/৪০)*। পর্ণোগ্রাফীর ড্রাগে আসক্ত হয়ে অধিকাংশ মুসলমান আজ আল্লাহ্র স্মরণ থেকে অর্থাৎ ইবাদত থেকে দূরে থাকছে। অথচ মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের এক বিভীষিকাময় অবস্থা তুলে ধরে বলেন, 'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবিকা হবে সংকীর্ণময় আর তাকে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে। আমি এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি' *(ত্ব-হা ২০/১২৪-১২৭)*। কাজেই আজ যারা আনন্দ-বিনোদনের নামে আল্লাহকে ভুলে নোংরামি ও অশ্লীলতায় নিমগ্ন আছে, সেই দিন তাদের অবস্থা কত না ভয়াবহ হবে। এরই কারণে মুসলিম জাতির উপর নেমে আসবে শত্রু কর্তৃক নির্যাতন-নিপীড়ন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ – 'যে জাতি (আল্লাহ্র) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সে জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে'।[১২] মুসলমানদের জান ও মালের শত্রু ইহুদী, খ্রিষ্টান ও অমুসলিমরা আজ মুসলমানদের সাহসিকতা, মেধা, বিবেক নাশ করছে। এগুলো মুসলমান জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তাদের মরণাস্ত্রের চেয়ে বেশী কাজ করছে। কাজেই হে মুসলিম জাতি! নোংরামি, অশ্লীলতা থেকে সাবধান হও। তা না হ'লে তারা আমাদের কে রুটির টুকরার মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا– 'অদূর ভবিষ্যতে সকল বিজাতীয়রা তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন খাবার গ্রহণকারীরা খাবার পাত্রের উপর একত্রিত হয়'।[১৩]

বর্ষবরণে নির্লজ্জ ও অশ্লীলতার চর্চা :

নারীরা দিন দিন বর্ষবরণে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠছে। ফলে বর্ষবরণে অশ্লীলতার চিত্র প্রকট আকার ধারণ করছে। বর্তমানে ইংরেজি ও বাংলা নববর্ষের চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে প্রায় সর্বস্তরের মানুষ এ দিনগুলো পালনে উন্মত্ত হয়ে পড়ছে। শালীন মেয়েরাও অর্ধনগ্ন, অশালীন, অমার্জিত, পোশাক পরে এ দিনগুলোতে ঘর থেকে বের হচ্ছে। অথচ আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর, জাহেলী যুগের মত চোখ ঝলসানো প্রদর্শনী করে বেড়িও না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। আল্লাহ্র এ নির্দেশ থাকার পরও আল্লাহ্র এক শ্রেণীর বান্দিরা তথাকথিত পহেলা বৈশাখের ফিনফিনে হলুদ ও সাদা শাড়ি পরে পেট, পিঠ, গলা, বুক বের করে, উটের কুঁজের মতো মাথায় খোপা বেধে, বিউটি পার্লারে গিয়ে রং-বেরংয়ে সেজে ও সেন্ট মেখে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, স্পট, উদ্যান-পার্কে বেলেল্লাভাবে ঘুরে অশ্লীলতা বিলি করে বেড়াচ্ছে। আর হাযারও পুরুষকে তারা আকৃষ্ট করছে। ফলে তারা যৌন হয়রানী, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও সম্ভ্রমহানীর শিকার হচ্ছে। মুক্তমনা বৈশাখী প্রেমীরা লাগামহীনভাবে চলাফেরার কারণে পৃথিবীতে যেমন লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে পরকালেও তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঐ শ্রেণীর নারীদেরকে ব্যভিচারিণী ও জাহান্নামী বলেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে- أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন রমণী যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে যায় এই জন্য যেন তারা তার সুবাস পায়, তাহ'লে সে হলো ব্যভিচারিণী'।[১৪]

তিনি আরো বলেন, صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ

১২. ছহীহুল জামে' হা/৩২৪০; মু'জামুল কাবীর হা/১০৯৯২।

১৩. আবুদাউদ হা/৪২৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৫৮।

১৪ . নাসাঈ হা/৫১২৬; মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৭২৬।

الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا– ‘দু’শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী। যাদেরকে আমি দেখিনি। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর হচ্ছে এমন লোক যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মত লম্বা চাবুক। যা দিয়ে তারা মানুষকে অযথা প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন মহিলা যারা হবে কাপড় পরিহিতা, অথচ উলঙ্গ। অন্যকে (পুরুষকে) আকর্ষণকারিণী এবং নিজেও হবে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে খুরাসানী উটের ঝুলে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যায়’।[১৫]

শয়তানী ছলনা বড়ই মারাত্মক :

শয়তান বলেছিল, ‘যাদের কারণে তুমি আমাকে ভ্রষ্ট করলে, আমিও তাদের জন্য তোমার সরল পথে (গোমরাহ করার জন্য) নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব, অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসব এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৬-১৭)*। শয়তানের এই পরিকল্পনা আজ খুবই শক্তিশালীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সে আদমের সন্তানদেরকে নোংরামি, অশ্লীলতার চার দেওয়ালে আবদ্ধ করে ফেলেছে। যার ফলে বনী আদম ডানে বামে, পশ্চাতে-সামনে যে দিকেই নযর করুক না কেন, শয়তানের জালে ফেঁসে যাচ্ছে। আল্লাহ জাহান্নামী মানুষের কথা তুলে ধরে বলেন, بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ‘বরং তারা গোমরাহ পথভ্রষ্ট, তারাই হলো উদাসীন’ *(আ‘রাফ ৭/১৭৯)*। প্রত্যেক গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা হলো শয়তানের পথ, জাহান্নামের পথ। তাই মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ– ‘তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু *(বাক্বারাহ ২/১৬৮,২০৮, আন’আম ৬/১৪২)*। মহান আল্লাহ শয়তানের পথ অর্থাৎ গোমরাহী-ভ্রষ্টপথে চলতে নিষেধ করেছেন এবং তার সরল পথে চলতে বলেছেন। তিনি বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– ‘নিশ্চয়ই এটিই আমরা সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও ভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যেন তোমরা সাবধান হও’ *(আন’আম ৬/১৫৩)*। এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যদি মানুষ শয়তানের অনুসারী হয় তাহলে মানুষ কি আপন কল্যাণ বুঝবে না?

মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ– ‘হে বনী আদম! আমি কী তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?’ *(ইয়াসিন ৩৬/৬০-৬২)*।

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ‘নিশ্চয়ই (নারীদের) ছলনা বড়ই মারাত্মক’ *(ইউসুফ ১২/২৮)*। দিন দিন জীবিত নারীর ছলনার চেয়ে টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারী ছলনা বড়ই মারাত্মক হয়ে উঠছে, যা শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

যে কেউ আল্লাহ্‌র বিধানের অবাধ্যচারী হলে শয়তান তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ– ‘নিশ্চয় আল্লাহ বিচারকের সাথে থাকেন, যতক্ষণ সে অন্যায় বিচার করে না। অতঃপর সে যখন অন্যায় বিচার করে তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং শয়তানকে তার সাথী বানিয়ে দেন’।[১৬] অত্র হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় আল্লাহ্‌র অবাধ্যচারীদের সঙ্গী হয় শয়তান এবং তাদের মাধ্যমেই শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। শয়তান আদম সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ‘যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন সে শয়তান বলল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রহণ করব। তাদের পথভ্রষ্ট করব, আশ্বাস দেব’ *(নিসা ৪/১১৮-১১৯)*।

বনী আদমের চিরশত্রু শয়তান। সে চায়না যে বনী আদম জান্নাতে যাক। তাই সে সেদিন বলেছিল, قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا– ‘আপনি কী ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন যে, আপনি এ ব্যক্তিকে (আদমকে) আমার উপর সম্মান দিচ্ছেন। আপনি যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তাহলে আমি অল্প কিছু বাদে তার বংশধরদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমার কর্তৃত্বাধীন এনে ফেলব’ *(বাণী ইসরাঈল ১৭/৬২)*। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ‘শয়তান তোমাদের শত্রু, কাজেই তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে কেবল তার দলবলকে ডাকে, যাতে তারা জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গী হয়’ *(ফাতির ৩৫/৬)*।

(ক্রমশ)

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

১৫. মুসলিম হা/২১২৮।

১৬. ছহীহুল জামে‘ হা/১২৫৩।

Contents

দাড়ি রাখার গুরুত্ব

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

উপস্থাপনা :

মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির সেরা হিসাবে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আকৃতি-প্রকৃতি সর্বদিক থেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত করেছেন। আদি পিতামাতা আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) আল্লাহ্র ফিতরাতী সৃষ্টির প্রথম মানব-মানবী, পুরুষ ও নারী। আর পুরুষ জাতির অন্যতম ফেতরাতী তথা আল্লাহ সৃষ্ট নির্দশন হল দাড়ি। দাড়ি রাখা একজন মুসলিম পুরুষের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। এতে যেমন দুনিয়াবী কল্যাণ রয়েছে তেমনি আখেরাতে রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান। নিম্নে আমরা দাড়ি কেন রাখব? এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কুরআন, সুন্নাত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

দাড়ি রাখা আনুগত্যের প্রতীক :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। তিনি আরো বলেন فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। দাড়ি রাখা সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীছ এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ. ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন 'তিনি মোচ ছোট করতে এবং দাড়ি লম্বা করতে আদেশ দিয়েছেন'।[১]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মোচ ছাঁট ও দাড়ি রাখ; অগ্নিপূজকদের বিপরীত কর'।[২]

অন্যত্র এসেছে, 'দাড়ি কামানো ও মোচ ওয়ালা দুইজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল। রাসূল (ছাঃ) তাদের দুইজনকে দেখে অপসন্দ করলেন। তাদেরকে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক! এটা করতে তোমাদের কে আদেশ দিয়েছে? তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক অর্থাৎ 'সম্রাট কিসরা'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কিন্তু আমার প্রভু আমাকে দাড়ি লম্বা করতে ও মোচ ছাঁটতে আদেশ করেছেন'।[৩]

এখানে আমর বা নির্দেশ বাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা থেকে বোঝা যায় যে এটি সাধারণ নির্দেশ নয়। বরং তা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করে। যার উপর আমলকারী ব্যক্তি নেকী পাবে এবং পরিত্যাগকারী ব্যক্তি শাস্তি পাবে।

দাড়ি কামানো অবাধ্যতার শামিল :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে' *(জ্বীন ৭২/২৩)*।

দাড়ি রাখা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ। সুতরাং এর অবাধ্যতা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ 'আমি তোমাদের যে বিষয়ে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাক'।[৪] সুতরাং নির্দেশ হ'ল দাড়ি রাখা ও বড় করা। আর আবশ্যক হ'ল দাড়ি না কামানো ও সর্বদা ছোট করা থেকে বিরত থাকা। মনে রাখতে হবে দাড়ি ছোট করা যা কামানোর শামিল। কোন বিষয়ে নির্দেশ পাবার অর্থ হ'ল তার বিপরীত

১. মুসলিম হা/৬২৪, উল্লেখ্য যে, এ নির্দেশটি বিভিন্ন শব্দে ব্যবহার হয়েছে। যেমন : (أرخوا، فروا أعفوا، أوفوا، أرخوا) এই সবগুলি শব্দের অর্থই হলো তার অবস্থার উপরই ছেড়ে দাও।

২. মুসলিম হা/৬২৬।

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/২৭০, হাদীছটি হাসান- লেখক।

৪. মুসলিম হা/১৩০।

Contents

বিষয় থেকে বিরত থাকা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ ‘তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা সেটা মুসলিমের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ’।[৫] ফলে দাড়ি তোলা ও চুল তোলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِه وَلِحْيَتِه– আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত ‘কোন ব্যক্তির জন্য তার সাদা চুল তোলা অপসন্দনীয়, সেটা মাথার চুল হোক অথবা দাড়ি’।[৬]

যিনি দাড়ি কামান, তিনি কালো চুলের মধ্যে সাদা চুলকে অতিরিক্ত মনে করেন অথচ তা মুসলমানের নূর। ‘ওমর ইবনু খাত্তাব ও আবু ইয়ালা (রাঃ) মদিনায় ফায়ছালা প্রদান কালে দাড়ি কামানো ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রত্যাখান করতেন’।[৭]

ইমাম গাযালী ও ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, (نتفها) ‘নাতফ’-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা উপড়িয়ে ফেলা অর্থাৎ দাড়ি উঠার শুরুতেই উপড়িয়ে ফেলা যেটি ‘মুরদ’-এর অনুসরণ করা। আর মুরদ হলো যে লোক মোচ কেটে ফেলে ও দাড়ি উপড়িয়ে ফেলে। যা বড় অন্যায় অপকর্ম’।[৮]

দাড়ি লম্বা করা সুন্নাতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য :

মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ‘আমরা রাসূল পাঠিয়েছি কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে’ *(নিসা ৪/৬৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّد ‘সর্বোত্তম পথ হল রাসূল (ছা)-এর পথ’।[৯] রাসূল (ছাঃ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে তিনি দাড়ি লম্বা রাখার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করতেন। এ সম্পর্কে হাদীছ, عَن أنس كَانَت لحيته قد مَلَأت من هَهُنَا إِلَى هَهُنَا وَمد بعض الرواة يَدَيْهِ على عارضيه– হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এর দাড়ি এখান থেকে এই পর্যন্ত পরিপূর্ণ; এই বলে তিনি তার হাতকে গালের দুই অংশে নিয়ে যেতেন’।[১০]

عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ. قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

আবু মা‘মার (রাঃ) বলেন, আমরা খাব্বাব (রাঃ)-কে বললাম, রাসূল (ছাঃ) কি যোহর ও আসরের ছালাতে ক্বিরা‘আত পড়তেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা বললাম, আপনারা কিভাবে তা বুঝতেন। তিনি বললেন, তাঁর দাড়ি নড়া দেখে’।[১১] রাসূল (ছাঃ) ‘যখন ওযু করতেন তখন তিনি এক চুল্লি পানি নিয়ে কণ্ঠনালীতে দিতেন। অতঃপর সে পানি দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন’।[১২] রাসূল (ছাঃ)-এর দাড়ি যে লম্বা বড় ছিল তা এ সমস্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল যে যারা রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার দাবীদার অথচ তারা রাসূলের সুশ্রী দাড়িযুক্ত অবয়ব, গঠন-আকৃতি ভালবাসে না।

৫. আবুদাঊদ হা/৪২০২; শারহুস সুন্নাহ হা/৩১৮১; হাদীছটিকে আলবানী হাসান ছহীহ বলেছেন।
৬. মুসলিম হা/১০৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯৮৫।
৭. ফাতাওয়া শাবাকাতুল ইসলাম ২/৯৭৬ পৃঃ।
৮. মুসলিম ৩/১৪৯ পৃঃ।
৯. মুসলিম হা/৪৩।
১০. জামে‘উল আহাদীছ হা/৩৬১২১; ইবনু আসাকীর হা/১৮৫৫৫।
১১. বুখারী হা/৭৪৬,৭৬০; আবু দাঊদ হা/৮০১; ইবনু মাজাহ হা/৮২৬।
১২. আবুদাঊদ হা/১৪৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৬১।

বরং তাঁর শত্রুদের গঠন আকৃতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। ভালবাসা হলো প্রেমিক তার মনের মানুষটিকে অজান্তেই ভালবেসে ফেলে তার অনুকরণপ্রিয় হয়ে যায়। জোর করে কোন কিছু আদায়ের নাম ভালবাসা নয়, সেটি অন্য কিছু।

রাসূল (ছাঃ) আদর্শের মূর্ত প্রতীক :

হযরত সাদ বিন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। অতঃপর আমি আরোহী থেকে নামলাম ও বিতর পড়লাম। অতঃপর তিনি বললেন, কি কারণে তুমি পরে আসলে। আমি বললাম আমি বিতর ছালাত পড়ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শের ব্যক্তি নন। আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) উটের উপর সাওয়ারী অবস্থাতেই বিতর ছালাত পড়তেন'।[১৩] হে দাড়ি কর্তনকারী! যখন আপনাকে রাসূল (ছাঃ) ধরবেন যে, 'আমি কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নই'? তখন আপনার জওয়াব কি হবে বলুন!

দাড়ি কাটা রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুতি :

মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা আপনাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*। রাসূলের সুন্নাত হল তার কথা, কর্ম ও সমর্থন দাড়ি রাখার উপর। আর দাড়ি কামানো তার সুন্নাত বিরোধী। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ فَلَيْسَ مِنِّى سُنَّتِى 'যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়'।[১৪] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যাতে আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৫]

সুতরাং আপনি কিভাবে দাড়ি কামান? যে দৃশ্য দেখে (বাদশাহ কিসরা ঘটনা) রাসূল (ছাঃ) কষ্ট পেয়েছেন এবং ঐ দু'জন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমার ধ্বংস হোক, তোমাকে কে এই নির্দেশ দিয়েছেন?[১৬]

দাড়ি লম্বা করা মানবীয় গুণাবলীর অর্ন্তভুক্ত:

আল্লাহ তাআলা বলেন, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ 'অতএব তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্র ধর্ম, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০/৩০)*। অর্থাৎ তুমি আল্লাহ প্রদত্ত ইবরাহীমের একনিষ্ঠ দ্বীনের প্রতি অবিচল থাক। আর আল্লাহ তার সৃষ্টিজীবকে তার নিরাপদ ফেতরাতী জীবনব্যবস্থাকে আবশ্যক করতে তাকীদ দিয়েছেন। আর সেটি হলো আল্লাহকে চেনা, তার একত্ববাদকে বুঝা ও তাঁর পথে চলা।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ- হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, গোঁফ খাটো করা, দাড়ি বড় করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাগুলি ঘষে মেজে ধৌত করা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা, নাভীর নীচের অবাঞ্ছিত লোম মুড়িয়ে ফেলা এবং মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা। যাকারিয়া বলেন, মুস'আব বলেছেন, দশম কাজটি আমি ভুলে গেছি, তবে আমার ধারণা তা হবে কুলি করা'।[১৭]

ফেতরাতের বৈশিষ্ট্যাবলী :

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যে অবস্থায় তাঁর সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে কাজের প্রবণতা, ঝোঁক, সৌন্দর্য, ইতিবাচক ও নেতিবাচক মানসিকতা প্রক্ষিপ্ত করেছেন; এমতাবস্থায় যদি সে সেগুলি পরিত্যাগ করতে চায়, তাহলে তা মানবতার সৃষ্টিসত্বা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নামান্ত র হবে। তাহলে সে কেমন মুসলমান ও কেমন ফেতরাতী দ্বীনের অনুসারী যে দাড়ি মুন্ডনকারী? এবং সে কিভাবে ফেতরাতী সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারে? অপরপক্ষে সে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত শরী'আতের কিভাবে অবাধ্যতা করতে পারে? জনৈক পণ্ডিত ফেতরাতের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি আদি অনুসৃত নীতি যা আম্বিয়ায়ে কেরাম কর্তৃক পসন্দনীয়, ইসলামী শরী'আত কর্তৃক প্রদর্শিত; যেন এটি একটি স্বভাবসুলভ আদেশ যা মানবতার একমাত্র প্রেসক্রিপশন।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

১৩. ফাতাওয়া শাবাকাতুল ইসলাম ২/৯৭৬ পৃঃ।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/১২৫৬।
১৫. বুখারী হা/২০; মুসলিম হা/৪৫৯০।
১৬. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৪/২৭০ পৃঃ।
১৭. মুসলিম হা/৬২৭; আবুদাউদ হা/৫৩।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ ঃ ৪র্থ পর্যায় (সাংগঠনিক)

دور الجديد: المرحلة الرابعة (التنظيمى)

ইমামত ও ইমারত-এর মাসআলা (مسئلة الإمارة)

মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামী হুকুমতের অধীনে অথবা অনৈসলমী হুকুমতের অধীনে শাসিত অবস্থায় তারা কুরআন-হাদীছে পারদর্শী একজন আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ থাকবে কি থাকবে না, এ বিষয়ে ভারতের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমামতপন্থী আহলেহাদীছগণ ইমামের বায়'আতসহ জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন করা ফরয বলেন। যদি তা না হয় তাহলে তাঁদের মতে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করার অবস্থা 'হদ' জারি করার দায়িত্ব হুকুমতের 'আমীর'-এর উপরে পুরোপুরি ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু তার অবর্তমানে আমীর জামা'আতের উপরে শারঈ অনুশাসনমূলক শাস্তি দানের ক্ষমতা থাকবে। তাঁরা বলেন, আমীরে জামা'আতের জন্য 'হদ' যুদ্ধ করা, প্রভৃতির জন্য 'হুররিয়াত' বা স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়। আমীর 'সিয়াসাতে শারঈ'র মালিক। 'সিয়াসাতে মুল্কী'-র ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিধি তার জন্য প্রযোজ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে 'সিয়াসাতে শারঈ'র মালিক ছিলেন। কিন্তু 'সিয়াসাতে মুলকী'-র মালিক হন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পরে। দাঊদ ও সুলায়মান ব্যতিত কোন নবীই 'সিয়াসাতে মুল্কী'-র অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু সকল নবীই 'সিয়াসাতে শারঈ'-এর মালিক ছিলেন। তাঁরা বলেন, এমনকি তিনজন একস্থানে থাকলেও মুসলিম উম্মাহ্কে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী অনুশাসক মোতাবেক জীবনযাপন করতে হবে। এজন্য ইমামকে কুরায়শী হওয়া শর্ত নয়, তবে উত্তম। ইমামবিহীন কোন দলকে তাঁরা 'জামা'আত হিসাবে গণ্য করেন না। তাঁরা বলেন, একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যাও ইমামবিহীন জীবন যাপন করা শরীয়তে বৈধ নয়। তাঁদের দলীলসমূহের প্রধানতঃ নিম্নরূপঃ-[১]

---

১. (ক) عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله (ص) .(الف) و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم .يقول ..

في كتاب الامارة ح١٨٥١. و في مشكوة. ط/ بيروت ح٣٦٧٤-

(খ) নাসাঈ শরীফ বিভিন্ন প্রকার বায়'আতের ১৭টি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে যেমনঃ-

(ب) =١- باب البيعة علي السمع و الطاعة ٢- البيعة علي ان لا ننازع الامر اهله ٣-البيعة علي القول بالحق ٤- البيعة علي القول بالعدل ٥- البيعة علي الاثرة ٦-البيعة علي النصح لكل مسلم ٧- البيعة علي ان لا نفر ٨- البيعة علي الموت ٩- البيعة علي الجهاد ١٠- البيعة علي الهجرة ١١- البيعة علي فيما احب و اكره ١٢- البيعة علي فراق المشرك ١٣- بيعة النساء ١٤- بيعة من به عاهة ١٥- بيعة الغلام ١٦- بيعة علي المماليك ١٧- البيعة فيما يستطيع الانسان- (نسائ ج٢ كتاب البيعة)-

كذلك روي البخاري و مسلم وعن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم . وفي رواية : وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان مشكوة. بيروت. ١٩٨٥ح٣٦٦٦.ج٢ص٨٦. ١) و روي مسلم عَنْ عَوْفُ بْنُ مَالك الأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْد بِبَيْعَة فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه. ثُمَّ قَالَ أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه. فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه. ثُمَّ قَالَ أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه.قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَالصَّلَوَاتَ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئكَ النَّفَر يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدهمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.(رياض الصالحين للنووي.بيروت ١٩٨٩.ص٢٦٧. باب القناعة و العفاف و الاقتصاد-

(গ) (ج) عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم رواه ابو داؤد.. و قد اخرجه الامام أحمد بلفظ: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم)- صحيح الجامع رقم.. ٥سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني رقم ١٣٢٢-

(ঘ)(د) عن ابي بكر (رض) قال.. لَا بُدَّ للنَّاس منْ إمَارَة. رواه الطبراني في الكبير- عن عمر بن الخطاب (رض) انه قال... لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَة، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَة، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَة-رواه الدارمي. نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله ج ١ ص ٦٢- و عن علي (رض) انه قال.. لا يصلح للناس الا امير. رواه البيهقي في شعب الايمان)-

(ঙ)(ه) عن حذيفة مرفوعا قال قال رسول الله (ص) من استطاع منكم ان لا ينام نوما ولا يصبح صبحا الا و عليه امام فليفعل. نقله ابن عساكر- فتاوي علماء كرام در باره تقرر امام.كراچى. ص.١. ٤٣-

'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে বায়'আত করল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল, (মুসলিম) (খ) বিভিন্ন বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কিত বুখারী, নাসাঈসহ ছিহাহ্ সিত্তাহ্র বিভিন্ন হাদীছসমূহ (গ) 'তিনজন ব্যক্তির জন্যও হালার নয় কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা তাদের মধ্যে একজনকে 'আমীর' না মানা পর্যন্ত (আহমাদ), 'তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হলে তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত করতে হবে' (আবুদাঊদ)- এই মর্মের অন্যান্য হাদীছ (ঘ) জামা'আত গঠন ও আমীর নিয়োগের ব্যাপারে আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আলী (রাঃ)-এর বর্ণিত আছারসমূহ (ঙ)'ইমাম' বা 'আমীর' হিসাবে কাউকে গ্রহণ করা ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন না ঘুমায় বা সকাল না কলে'- হাদীছ (ইবনু আসাকির)

বিরোধী পক্ষের বক্তব্য

গোরাবা ও মুজাহিদীন-এর বাইরে ইমামতবিরোধী আলিমগণ উপরোক্ত হাদীছ ও আছারসমূহের পাল্টা কোন হাদীছ বা আছার উপস্থাপন করতে পারেননি, তবে কিছু যুক্তি ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁরা হাদীছে বর্ণিত ইমাম বা আমীরকে জিহাদকারী, শারঈ হদ বা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করেন না-যা পরিত্যাগ করলে গোনাহগার হ'তে হবে। অবশ্য সাংগঠনিক শৃংখলা বিধানের জন্য তাঁরা আর পাঁচটি সামাজিক সংগঠনের ন্যায় 'ছদর' 'রঈস' বা সভাপতি এমনকি 'আমীর' নির্বাচনও সমর্থন করে থাকেন।[২]

বর্তমান সময়ের জনৈক কুয়েত আহলেহাদীছ আলিম উপরোক্ত হাদীছগুলিকে দু'টি পৃথক ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। প্রথমোক্ত হাদীছে যেখানে আনুগত্যের বায়'আত ব্যতীত জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণের কথা বলা হয়েছে, সে হাদীছগুলিকে 'জামা'আতে আম্মাহ' বা সাধারণ মুসলমানদের সম্মিলিত সমাজ ও রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ধর্মীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সকল কাজে যোগ্য আমীরের অধীনে বিশেষ বিশেষ 'জামা'আতে গঠন করে ইসলামী বা অনৈসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামী দা'ওয়াত পরিচালনার অপরিহার্যতা বুঝানো হয়েছে বাকী হাদীছগুলিতে। এই সকল জামা'আতেকে তিনি 'জামা'আতে খাছ্ছাহ' বা বিশেষ জামা'আত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানের সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের যুগে যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রেই যথাযথভাবে ইসলামী আইন ও শাসনব্যবস্থা চালু নেই, সে অবস্থায় পৃথিবীর সকল স্থানে খাছ খাছ জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত ও প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া এবং ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী জীবনযাপন করা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের জন্য ফরয। 'জামা'আতে খাছ্ছাহ'গুলি পরস্পর ন্যায়ের কাজে সহযোগিতর করবে এবং সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে 'জামা'আতে আম্মাহ' পঠনের চেষ্টা করবে।[৩]

ইমামত বা ইমারতবিরোধী আলিমগন ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল শর্তারোপ করেছেন সেগুলি কল্পনাপ্রসূত, যার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- 'শত শর্তারোপ করা হৌক না কেন, যে শর্ত আল্লাহ্র কিতাবে উল্লেখ নেই, তা বাতিল' (বুঃ মৃঃ।[৪] ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তাগূতের নিকটে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যেতে নিষেধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম থাকা না থাকার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়। তাই যে পরিবেশেই থাকুক না কেন মুসলমানকে সর্বদা ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করতে এবং সংখ্যায় কম থাকা বা বেশী থাক সর্বদা তাকে জামা'আতবদ্ধভাবে ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে জীবনযাপন করতে হবে। সেই জামা'আতের যিনি নেতৃত্ব দিবেন তিনিই হবেন 'আমীর'। সকল মা'রূফ বা শরীয়ত অনুমোদিত ন্যায়কার্যে আমীরের নির্দেশ পালন করা মামূরের জন্য ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ... যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল, যে আমীরের অবাধ্যতা করল, যে আমার অবাধ্যতা করল (বুঃ মৃঃ।[৫] *(চলবে)*

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩৬৫-৩৬৮)]

---

২. (ক) মাওলানা ছানাউল্লাহ (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ) সম্পাদিত ও অমৃতসর হ'তে প্রকাশিত উর্দূ সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' ৩৪ বর্ষ ২৪, ৩৫ ও ৪১ সংখ্যা মোতাবেক ১৯৩৭ সালের ২৩শে এপ্রিল, ৯ই জুলাই ও ১৩৫৬ হিজরীর ১২ই জমাদিউছ ছানী যথাক্রমে ৩-৫, ৪-৫ ও ৬ষ্ঠ পৃঃ (খ) পাকিস্তানের সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' ১৯শ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ২০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মোতাবেক ১৯৬৮ সালের ১২ই জুলাই ও ১৬ই আগষ্ট তারিখে 'ফৎওয়া' অধ্যায়ে প্রকাশিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীর হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী প্রদত্ত ফৎওয়া এবং (গ) দিল্লী'তে ইমামতপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'ফাতাওয়া' উলামায়ে কেরাম দর বারায়ে তাক্বাররুরে ইমাম' মুনাযারা অধ্যায় পৃঃ ৩৮-৫৩ অবলম্বন।

৩. নিবন্ধকারঃ আবদুর রহমান খালেক, নিবন্ধঃ উছূলুল 'আমালিল জিমা'ঈ (জামা'আত সংগঠনের মূলনীতি সমূহ) মাসিক 'আল-ফুরক্বান' (ছাফাত-কুয়েতঃ ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা ১৯৯০ খৃঃ) দ্রষ্টব্য।

৪. عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص)...منْ شَرط لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه، فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ...متفق عليه. مشكوة المصابيح كتاب البيوع ح২৮৭৭- মুত্তফাক আলাইহ, মিশকাত (বৈরতঃ ১৯৮৫) 'বুয়ূ' অধ্যায়, হা/১৮৭৭ ২য় খন্ড পৃঃ ৮৭০-৭১।

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ. متفق عليه. مشكوة. كتاب الامارة و القضاء.ح٣٦٦١- মুত্তফাক আলাইহ, মিশকাত (বৈরত ছাপা ১৯৮৫) 'ইমারত' অধ্যায়, হা-৩৬৬১, ২য় খন্ড পৃঃ ১০৮৫।

Contents

ফুতূহাত-ই-ফীরূজশাহী

মূল (ফার্সী) : সুলতান ফিরূজশাহ তুঘলক
অনুবাদ : ড. আব্দুল করিম

[দিল্লীর তুঘলক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াছুদ্দীন তুঘলকের (রাজত্বকাল : ১৩২০-১৩২৫ খ্রিঃ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজবের পুত্র ফীরোয শাহ তুঘলক ৭০৬ হিজরী সনে (১৩০৬-০৭ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল কামালুদ্দীন। পরে তিনি সুলতান ফীরোয শাহ তুঘলক নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি ইয়াতীম হন। বাল্যকালে ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করেন। মুহাম্মাদ বিন তুঘলক (১৩২৫-৫১ খ্রিঃ) তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাঁর স্নেহের ছায়াতলে তিনি যুদ্ধ-বিদ্যা এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মার্চ মুহাম্মাদ বিন তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যুতে আলেম-ওলামা, সেনাপতি ও আমীর-ওমারাদের অনুরোধে এবং সাম্রাজ্যে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত করার নিমিত্তে তিনি ৭৫২ হিজরীর ২৪শে মুহাররম মুতাবেক ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু শাসক ছিলেন। শিরক-বিদ'আত ও শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছিলেন সদা সোচ্চার। উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবক্ষয় যুগে (৩৭৫-১১১৪ হিঃ) যে সকল মহান শাসক ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুলতান ফীরোয শাহ (দাওয়াত ও জিহাদ, পৃঃ ১৭)। এই তাওহীদবাদী শাসক রচিত (আনুমানিক ৭৫৪/৭৫৫ হিঃ) 'ফুতূহাতে ফীরোযশাহী' সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান একটি গ্রন্থ। ফার্সী ভাষায় রচিত এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা পঁচিশ (২৫)। গ্রন্থটির শাব্দিক অর্থ 'ফীরোযশাহের বিজয় সমূহ'। কিন্তু এই পুস্তকে বিজয় অভিযান বা যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন বিবরণ নেই। তাই বিষয়বস্তু হিসাবে এর অর্থ করা যায় 'নৈতিক বিজয়' বা 'কৃতিত্বের কাহিনী'। এতে তাঁর শাসননীতি, সমাজ সংস্কার, শরী'আতের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন, বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাদর্শীদের কঠোর হস্তে দমন, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ইমেরিটাস ড. আব্দুল করীম। অনুবাদকের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা এবং জ্ঞানগর্ভ টীকা-টিপ্পনী গ্রন্থটিকে আরো অর্থবহ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ফলে এর কলেবর হয়েছে ১৪৪ পৃষ্ঠা। তিনি গ্রন্থটির মূল ফার্সী পাঠও গ্রন্থের শেষে সংযোজিত করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় আমরা 'তাওহীদের ডাক' পাঠকদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটির চৌম্বক অংশসমূহ পত্রস্থ করলাম।-সম্পাদক)]

ইয়াফত্তাহু-হে বিজয়দানকারী!

পরম করুণাময় আল্লাহতালার নামে (আরম্ভ করছি)।

অসীম প্রশংসা এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহতালার) প্রতি, যিনি ক্ষমাশীল এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার উপযুক্ত। আমি রজবের পুত্র ফীরূজ এবং তুঘলক শাহর পুত্র মুহাম্মদ শাহর ভৃত্য একজন অধম দরিদ্র (লোক)। তিনি (আল্লাহতালা) আমাকে সমুজ্জ্বল সুন্নাতসমূহ পুনর্জীবিত করা, বিদআতের মূলোৎপাটন করা, নিষিদ্ধ ও অশালীন কাজে বাঁধা দেওয়া, ফরয ও ওয়াজিব সমূহ সম্পাদনে উৎসাহ দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। সৃষ্টির সেরা (হযরত মুহাম্মদ দঃ) এর উপর অসংখ্য দরূদ বর্ষিত হোক যিনি কুসংস্কার এবং প্রচলিত আচার আচরণকে (কুসংস্কারকে) দূরীভূত করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর সাহাবী ও বংশধরদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক; যাদের উত্তম প্রচেষ্টায় অন্ধকার যুগের কুসংস্কারসমূহ দূরীভূত হয়েছে। আল্লাহতালার সন্তুষ্টি তাঁদের উপর বর্ষিত হোক।

অতঃপর; প্রকৃত দানকারীর (আল্লাহতালার) দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত; দানের আলোচনা করাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আদম (আঃ)-এর সন্তানদের সেরা (হযরত মুহাম্মদ দঃ) দানের আলোচনা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন, "অবশ্যই তোমার প্রভুর দানের আলোচনা কর" *(যোহা ১১)*। আমার মত নগণ্য অধমকে আল্লাহতালা অশেষ নেয়ামত দান করেছেন। তাই আমি চাই যে আমার প্রতি দেওয়া কিছু কিছু আল্লাহর দানের আলোচনা করে মানুষের সাধ্যানুযায়ী তাঁর (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যেন দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের মধ্যে আমি অন্তর্ভুক্ত হই। জীবিকা দানকারী মহান সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহতালার) দানসমূহের মধ্যে একটি এই যে যখন অনেক বিদআত ও শরা বিরোধী অশালীন কাজসমূহ হিন্দুস্থানে প্রসার লাভ করেছে এবং ঐগুলি মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং উজ্জ্বল সুন্নত থেকে মানুষ বিমুখ হয়ে গেছে, তখন তিনি (আল্লাহতালা) তাঁর এই অধম বান্দাকে বিদআতে বাধা দেওয়া, নিষিদ্ধ কাজগুলি দমন করা এবং শরা বিরোধী অশালীন কাজগুলি দূরীভূত করা আমার অবশ্য করণীয় কাজরূপে ধারণা করার সুযোগ দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি অবশ্য কর্তব্য রূপে মনে করি)। এই জন্য আমি অনেক চেষ্টা করি, ফলে আল্লাহর সাহায্যে এবং অনুগ্রহে বর্জনীয় কুসংস্কারসমূহ এবং ধর্মবিরোধী প্রচলিত প্রথাসমূহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা হয় এবং বাতেল থেকে সত্য পৃথক হয়ে যায়।

প্রথম এই। অতীত কালে মুসলমানদের অনেক রক্তপাত করা হত এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করা হত, যথা-হাত, পা, নাক, কান কেটে দেওয়া; চোখ উপড়ানো; বিগলিত সীসা গলার ভিতর ঢেলে দেওয়া; মুগুর দ্বারা হাত ও পায়ের হাঁড় চূর্ণ করে দেওয়া; আগুনে দেহ ঝলসে দেওয়া; হাত, পা এবং বুকে লোহার পেরেক ঠুকে দেওয়া; চামড়া ছিলে ফেলা; লোহার ছড়ি দ্বারা পিটান; পায়ের গোড়ালি কেটে দেওয়া; করাত দিয়ে দু'টুকরা করা এবং মানব শরীরকে বিকৃত করার মত বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া। মহামহিমাময় এবং মহাদয়ালু (আল্লাহতালা) তাঁর দয়ার ভিখারী এই অধমের মনে সাহস

দান করেন যেন আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে আত্মনিয়োগ করি যাতে অনর্থক কোন মুসলমানের রক্তপাত না হয় এবং উপরোক্ত কোন শাস্তি না দেওয়া হয় এবং লোকের দেহ বিকৃত করা না হয়।

এই সকল কাজ (উপরে বর্ণিত অত্যাচারসমূহ) এই কারণে করা হত যেন মানুষের মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়, তাদের মনে ভয় বাসা বাঁধে এবং সুলতানের কার্যাবলী (শাসন) সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় *(পৃঃ ৬৯-৭০)*।

এই অধমের প্রতি আল্লাহর অশেষ দয়ায় ঐ সকল কঠোরতা এবং সন্ত্রাস, কোমলতা, দয়া এবং ভালবাসায় পরিবর্তিত হয়েছে। ভয় এবং শ্রদ্ধা অভিজাত এবং সাধারণ লোক সকলের মনে বেশিরভাগ স্থান করে নিয়েছে। এর জন্য হত্যা, জোর যুলুম, মারধর এবং কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয়নি। এই সাফল্য প্রতিপালকের (আল্লাহর) সাহায্য ও দান ছাড়া অর্জিত হয়নি *(পৃঃ ৭০)*।

আল্লাহ্‌র সাহায্যে আমার মনে এটা স্থির হল (আমি মনস্থ করলাম) যে মুসলমানদের রক্ত এবং মোমিনদের মান-মর্যাদার (বা বিষয়-সম্পত্তির) সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে। যে কেউ ধর্মের বিধানের প্রতি বিমুখ হবে, কিতাবের নির্দেশে এবং কাযীর বিচার অনুসারে তাকে উচিত শাস্তি পেতে হবে। আমাকে সুযোগ দানের সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই।

অতঃপর আমার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় দয়া ও অনুগ্রহ এই। অতীতের সুলতানদের উপাধি যা জুমা ও ঈদের খুতবা সমূহ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল (তা পুনরায় চালু করা)। ঐ সকল বাদশাহর নামে যাদের সাহস এবং দৃঢ়তার গুণে কাফেরদের রাজ্যসমূহ বিজিত হয়, যাঁদের বিজয় পতাকা বিভিন্ন দেশে উড্ডীন হয়, মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস হয়, মসজিদ এবং মিম্বর তৈরি হয় এবং মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়, কলেমা তৈয়েবা প্রচারিত হয়, ইসলামের ধারকরা (মুসলমানেরা) শক্তিশালী হয় এবং (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধকারীরা যিম্মিতে পরিণত হয়, তাদের নাম সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া হয়। আমি আদেশ দিই যে তাঁদের রাজত্বকালের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উপাধি ও গুণাবলীসহ তাঁদের নাম খুতবায় পাঠ করা হোক এবং তাঁদের মাগফেরাত কামনা করা হোক *(পৃঃ ৭১)*।

(কবিতা)

যদি তুমি চাও যে, তোমার নাম অক্ষয় থাকুক,

বুজুর্গ লোকের সুখ্যাতি ঢেকে রেখ না।

অতঃপর পথ-প্রদর্শকের (আল্লাহতালার), তাঁর নাম সম্মানিত হোক, দানসমূহের মধ্যে অন্যতম এই। অতীতকালে শরা বিরোধী ও নিষিদ্ধ করসমূহ বায়তুল-মাল-এ জমা করা হত, যেমন মণ্ডী-বরগ, দেলালত-ই-বাজারহা, জযযারী, আমীর-ই তরব, গুল-ফরোশী, জিযিয়া, সিভিল, চোঙ্গি গেল্লা, কিতারি, বিলগারী, মাহী ফরোশী, নদ্দাফী, সাবোনগরী, রিসমান ফরোশী, রওগন গরী, নখোদ বিরয়ান, তিহ-বাজারী, ওজিবা, কিমার খানা, দাদ-বেগী, কোতওয়ালী, ইহাতিসাবী, করহী, চরাই, মুসাদি-রাত।[১] আমি আদেশ দিই যে এইগুলি দীওয়ান-এর হিসাবের বই থেকে বাদ দেওয়া হোক। রাজ্যের কোন আমিল (রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা) যদি জনগণের নিকট থেকে এইগুলি আদায় করে এবং জমা করে তবে তাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হবে।

(কবিতা)

বন্ধুদের মনের শান্তি সম্পদের চেয়ে ভাল,

মানুষের মনোকষ্ট থেকে শূন্য কোষাগার ভাল।

যে সম্পদ বায়তুল মাল-এ জমা হয়, তা এমন করের মাধ্যমে হবে, যেগুলি মুস্তফা (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, তাঁর প্রতি আল্লাহর শান্তি ও দরূদ বর্ষিত হোক) প্রবর্তিত শরা (বা ধর্মীয় বিধান) দ্বারা অনুমোদিত হবে এবং যা ধর্মীয় পুস্তকসমূহে বর্ণিত আছে। (এইরূপ করসমূহ এই) ১ম-ভূমি রাজস্ব ও উসুর এবং যাকাত; ২য়- হিন্দু এবং অন্য অবিশ্বাসীদের উপর আরোপিত জিযিয়া কর; তারপর গনিমতের মাল ও খনিজ দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ। ঐ সকল কর যা কিতাব দ্বারা অনুমোদিত নয়, সেগুলি কোন অবস্থাতেই বায়তুল মাল-এ জমা করা হবে না।

পরবর্তী দান এই। ইতিপূর্বে বিদআতের প্রসারে, প্রচলিত কুসংস্কার এবং আচার আচরণ এরূপ ছিল যে গনিমতের চার-পঞ্চমাংশ দীওয়ান-এ জমা করা হত এবং এক পঞ্চমাংশ গাজীদের দেওয়া হত। কিন্তু শরার বিধান হল এক-পঞ্চমাংশ রাজ-কোষাগারে জমা হবে, এবং চার-পঞ্চমাংশ গাজীদের মধ্যে বিলি করা হবে। কিন্তু তৎকালীন আইনে এর সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অনুপ্রবেশ করেছিল। এটা বন্ধ করার জন্য আমি আদেশ দিলাম যেন এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষাগারে জমা হয় এবং চার-পঞ্চমাংশ গাজীদের দেওয়া হয় *(পৃঃ ৭২)*।

তাছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা, যাদেরকে রাফেযী বলা হয়, জনগণকে শিয়া রফয মতবাদের প্রতি আহ্বান জানাত। তারা এই সম্প্রদায় সম্পর্কে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে এবং এগুলি পঠন-পাঠনকে পেশায় পরিণত করে। তারা শায়খাইনদের অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও উমর (রঃ)-এর (তাদের প্রতি আল্লাহতালা সন্তুষ্ট থাকুক) প্রতি প্রকাশ্যে গালিগালাজ কটূক্তি করত। আমি তাদের সকলকে গ্রেফতার করি। তাদের বিরুদ্ধে ভ্রান্তি এবং অপরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তাদের গোঁড়াদের শাসন করলাম এবং অন্যদের তিরস্কার এবং ভীতি প্রদর্শন করলাম এবং কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলাম।

তাছাড়া মুলহিদ (নাস্তিক) এবং ইবাহতীরাও দল বেঁধে ছিল এবং জনগণকে ইহলাদ ও ইবাহতের দিকে আহ্বান জানাত। তারা নির্দিষ্ট রাতে নির্দিষ্ট স্থানে মাহরম এবং গায়ের মাহরম এবং মদ ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে একত্রিত হত এবং তারা বলত যে এটাই ইবাদত। তারা একটি ছবি (মূর্তি) স্থাপন করে

১. এগুলি বিভিন্ন ধরনের কর।

জনগণকে এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করত যেন তারা এর সামনে সেজদা করে। তাদের স্ত্রীরা, মা ও বোনেরাও রাত্রে একত্রিত হত। এদের মধ্যে যার কাপড় যে কারও হাতে লাগত, সে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হত। আমি তাদের প্রবীণদের শিরচ্ছেদ করি এবং অন্যদের বন্দী করা, বহিষ্কার করা এবং তিরস্কার করার আদেশ দিই। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের সকল অপকর্ম দূরীভূত হয়।

আরও কয়েকটি দল ছিল দাহরিয়া (প্রকৃতিপূজক), তরক্ (বৈরাগী) এবং তজরীদ (কৌমার্যব্রত অবলম্বনকারী) এর পোশাকে জনগণকে বিপথগামী করত, শিষ্য বানাত এবং কুফরী কথা বলত। আহমদ বিহারী নামে এই বিপধগামীদের একজন মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শনকারী ছিল। সে শহরে বাস করত এবং বিহারী দলের লোকেরা তাকে 'খোদা বলত'। ঐ দলকে শৃঙ্খলিত করে আমার নিকট নিয়ে আসা হল। (আমাকে বলা হল যে) সে নবী (সা.) কে গালি দিত এবং বলত যে লোকের নয়জন স্ত্রী ছিল তার নবুওতের কি মর্যাদা থাকতে পারে? তার একজন শিষ্যের দ্বারা এরূপ কথা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়। আমি তাদের উভয়কে শৃঙ্খলিত করার (জেলে দেওয়ার) আদেশ দিলাম; অন্যদের তওবা করে সার্বিক পথে ফিরে আসার আদেশ দিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন শহরে নির্বাসন দেওয়ার আদেশ দিলাম। ফলে এই দলে কুকীর্তি বন্ধ হয়ে যায় *(পৃঃ ৭৩)*।

দিল্লী শহরে মাহদী উপাধিধারী রুকন নামক একজন লোক বলত যে "আমিই শেষ যুগের মাহদী"। "ইলম-ই-লদুনী" আমার অর্জিত হয়েছে এবং আমি অন্য কারও নিকট শিক্ষা লাভ করিনি এবং আমি সমস্ত সৃষ্টির নাম জানি, যা হযরত আদম নবী (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ব্যতীত অন্য কোন পয়গম্বরেরও জানা ছিল না। শব্দ বিজ্ঞানের রহস্য যা কারও নিকট জ্ঞাত নয়, তা আমার কাছে জ্ঞাত। তার এই দাবীর সমর্থনে সে বই পুস্তক রচনা করে এবং জনগণকে ভুল পথে আহ্বান জানায় এবং বলে যে "আমি রুকন-উদ-দীন রসূলুল্লাহ" (আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ)।

প্রবীণ লোকেরা এই সম্বন্ধে আমার নিকট সাক্ষ্য দেন যে সে এরূপ কথা বলেছে এবং আমরা তাঁর নিকট এরূপ কথা শুনেছি'। যখন তাকে আমার সম্মুখে আনা হল, তখন জনগণকে পথভ্রষ্ট করার কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। সে এই বিদআত এবং (জনগণকে) পথ ভ্রষ্ট করার কথা স্বীকার করে। ধর্মীয় আলিমরা বললেন যে সে কাফের হয়ে গেছে এবং মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। কেননা তার শয়তানীর দ্বারা ইসলাম ধর্মে ও সুন্নতের অনুসারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যদি তা দমনে দেরী করা হয়, তবে, আল্লাহ না করুন, এ কুফল এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে অনেক মুসলমান পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে; তারা ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে; এবং তার দ্বারা এমন দুর্নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে যে অনেক লোক ঐ কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি আদেশ দিলাম যে তার ঐ শয়তানী ও পথভ্রষ্টতার কথা আলিমসমাজের নিকট জানিয়ে দেওয়া হোক এবং উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক। ওলামা-ই-দীন ও শরীয়তের ইমামদের ফতোয়ার বিধান মতে তার যে শাস্তি পাওয়া উচিত, তা কার্যকর করা হোক। তাকে তার মতাবলম্বী শিষ্য ও অনুচরদের সঙ্গে হত্যা করা হয়। উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোক এসে তার মাংস, চামড়া ও হাড় টুকরা টুকরা করে ফেলে। তার দুষ্কর্ম এভাবে দমন করা হল যেন মানুষের মধ্যে (ধর্ম-বিষয়ে) সচেতনতা আসে।

মহান আল্লাহতালা আমার মত একজন অধমকে বিভিন্ন প্রকার কুকর্ম এবং অনুরূপ অন্যান্য বিদআত দমন করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং সুন্নত পুনর্জীবিত করার সুযোগ দিয়েছেন। (তা বর্ণনা করার) উদ্দেশ্যে প্রভুর (আল্লাহতালার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাতে এই নিষিদ্ধ কার্যাবলীর কথা শুনে ও পাঠ করে যার স্বীয় ধর্ম সংস্কার করার ইচ্ছা হয়, সে (আমার) এই নীতিতে পরিচালিত হয়, যেন সে পুণ্যলাভ করতে পারে। আমি এই সৎ কাজের পথ প্রদর্শন করে পুণ্য অর্জনের আশা রাখি। মহান আল্লাহই সুযোগদানকারী *(পৃঃ ৭৩-৭৪)*।

তাছাড়া আরছা (প্রশাসনিক বিভাগ) গুজরাটে আইন মাহরু নামক অঞ্চলে মোল্লা বংশের এক ব্যক্তি নিজেকে শায়খ বা পীর রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সে একদল লোককে মুরীদ করে নিজেকে 'আনল-হক' (বা আমি আল্লাহ) বলত। সে মুরীদদের বলত, 'আমি যখন 'আনল-হক'[২] বলব তোমরা তখন বলবে 'তুমিই ত', 'তুমিই ত'। সে আরও বলে, 'আমি মৃত্যুহীন রাজা'। সে একটি পুস্তিকা লিখে যাতে কুফরী (অবিশ্বাসের বা ধর্ম-ত্যাগের) কথাবার্তা ছিল। তাকে শৃঙ্খলিত করে আমার সামনে নিয়ে আসা হল। এটা (তার দোষ) তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হল। আমি তার শাস্তির আদেশ দিলাম এবং সে যে পুস্তিকা রচনা করেছিল তা পুড়িয়ে দিলাম। ফলে তৌহিদবাদী মুসলমানদের মধ্য হতে এই অপকর্মও দূরীভূত হয়।

তাছাড়া কিছু অভ্যাস এবং কুপ্রথা মুসলমানদের শহরে দেখা যায়, যা ইসলাম ধর্মে বিধিসম্মত নয়। মহিলারা পবিত্র দিনে দলে দলে পালকী, গরুর গাড়ী বা ঢুলীতে চড়ে অথবা ঘোড়া বা খচ্চরে চড়ে, অথবা দলে দলে পায়ে হেঁটে হর্ষ উল্লাস করে শহর থেকে বেরিয়ে আসত এবং মাযার সমূহে যাতায়াত করত। মহিলাদের এইরূপ চলাফেরায় যে সুযোগ সৃষ্টি হয়, দুষ্ট এবং লম্পট লোকেরা তার সদ্ব্যবহার করে হৈ হুল্লোড় এবং হট্টগোল করে অপকর্মে লিপ্ত হত। মহিলাদের বাইরে যাওয়া শরীয়ত নিষিদ্ধ। আমি আদেশ দিলাম যে কোন মহিলা মাযারে যাবে না, যারা যাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। বর্তমানে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে কোন মুসলমান ভদ্র মহিলার

২. 'আনল-হক' বলা মানে আল্লাহর সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী করা যা ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী। অতএব 'আনল হক' বলা মানে ধর্মচ্যুত হওয়া। ইতিহাস বিখ্যাত সূফী মনসুর বিন হালালায (মৃত্যু ৯২২ খ্রি.) আনল-হক দাবী করাতে তাকে হত্যা করা হয়।

Contents

সাধ্য নেই যে তারা ঘরের বাইরে যাবে এবং মাযার যেয়ারতে যাবে। এই বিদআতও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে *(পৃঃ ৭৪-৭৫)*।

অতীত কালে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে খাবার টেবিলে সোনা ও রূপার বাসন-পত্র ব্যবহার কর হত। লোকজন তরবারির খাপ ও ধনু সোনা ও মণিমুক্তায় মুড়িয়ে রাখত। আমি তা নিষেধ করে শিকারের হাড় আমার অস্ত্রে-শস্ত্রে ব্যবহারের আদেশ দিলাম এবং যে সকল বাসন-পত্র ব্যবহার শরীয়ত সিদ্ধ তা (তার ব্যবহার) অভ্যাসে পরিণত করলাম *(পৃঃ ৭৬)*।

অতীত কালে রঙিন জামাকাপড় ব্যবহারের অভ্যাস এবং প্রথাও প্রচলিত ছিল এবং সুলতানদের দরবার থেকে মানুষকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে পরিয়ে দেওয়া হত। অনুরূপভাবে লাগাম, যীন, গলাবন্ধ, ধূপ-ধুনার পাত্র; পেয়ালা, পিরিচ, বাসন-পত্র, চিলমচি, তাঁবু, পরদা, চৌকি, কেদারা এবং বিভিন্ন জিনিষপত্রে ছবি এবং নকশা আঁকা হত। আমার প্রভুর (আল্লাহতালার) সত্য পথ প্রাপ্ত হয়ে এবং মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমি বললাম যে সকল ছবি ও নকশা এই সকল জিনিষ থেকে দূরীভূত করা হোক এবং যা শরার নিষিদ্ধ নয় এবং যা অনুমোদিত ও স্বীকৃত তা স্থাপন কার হোক। আমি আদেশ দিলাম যে দরজা, দেয়াল ও প্রাসাদে যে সকল ছবি আঁকা আছে তাও মুছে ফেলা হোক *(পৃঃ ৭৬-৭৭)*।

অতীতে অভিজাত লোকেরা প্রায়ই জরি ও রেশমের পোষাক পরিধান করত, যা শরীয়ত বিরুদ্ধ। মহান আল্লাহতালা আমাকে সুযোগ দেন যাতে নবী (সা.)-এর শরীয়ত অনুমোদিত পোষাক প্রচলন করা হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই।

আল্লাহতালা এই অধমকে সৎকাজের প্রতিষ্ঠান (কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান) নির্মাণের সুযোগ দিয়েছেন। আমি অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা (স্কুল বা কলেজ) ও খানকাহ তৈরী করেছি। ওলামা, মশায়েখ, যাহেদ, এবং আবেদরা ঐ সকল স্থানে আল্লাহ্‌র উপাসনা করেন এবং এই সকল সৎ প্রতিষ্ঠানের নির্মাতার জন্য দোয়া করে সাহায্য করবেন। খাল খনন, গাছ-পালা রোপণ এবং ভূ-সম্পদ ওয়াকফ করাও শরীয়ত অনুমোদিত। ইসলাম ধর্মের শরীয়তের আলিমরা এই বিষয়ে একমত এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অতঃপর, আল্লাহর আর একটি দান এই। অতীতের সুলতান এবং আমীরদের নির্মিত ইমারতাদি যা কালের গ্রাসে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে, সেগুলি মেরামত ও সংস্কারের কাজকে আমার নিজের ইমারত নির্মাণের চেয়ে অগ্রাধিকার দিলাম। যেমন : দিল্লীর প্রাচীন জামে মসজিদ; এটা সুলতান মুইযয-উদ-দীন সাম (মুহাম্মাদ ঘোরী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এর ভিত্তি পুরাতন হওয়ায় তা মেরামত ও সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটি এইভাবে মেরামত করা হয় যে নতুনের মত মজবুত হয়।

তাছাড়া হাউজ-ই-শামসীতে[৩] পানি আসার উৎস কিছু অসৎ লোক বন্ধ করে দেয়, ফলে পানি আসায় বাধার সৃষ্টি হয়। আমি এ অবাধ্য লোকগুলিকে শাস্তি দিলাম এবং পানি আসার বন্ধ পথ খুলে দিলাম *(পৃঃ ৭৮)*।

তাছাড়া হাউজ-ই-আলাই[৪] ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি শূন্য হয়ে পড়ে। শহরের জনগণ এতে চাষবাস করতে থাকে এবং এতে কূপ খনন করে এবং কূপ থেকে পানি বিক্রি করতে থাকে। একযুগ পরে আমি তা পুনঃখনন করলাম যাতে ঐ বিরাট দীঘিটায় বছরের পর বছর পানি থাকে।

একইভাবে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশের মাদ্রাসার কক্ষসমূহ নষ্ট হয়েছিল। আমি তা পুনর্নির্মাণ করে এতে চন্দন কাঠের দরজা করে দিলাম।

মহান আল্লাহতালা আমাকে যোগ্যতা দান করেন যেন আমি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করি, যাতে উচ্চ-নীচ সকল রোগীকে সেখানে আনা হয় এবং অসুস্থ লোকেরা সেখানে আসে। চিকিৎসকেরা সেখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁরা রোগ নির্ণয় করেন, রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করেন, পথ্য নির্ধারণ করেন এবং ঔষধ দেন। ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে ঔষধ ও পথ্যের খরচ বহন করা হয়। অসুস্থ স্থায়ী বাসিন্দা, মুসাফির, উচ্চ-নীচ সকল লোক, স্বাধীন এবং ক্রীতদাস সকলে সেখানে আসে এবং তাদের রোগের চিকিৎসা করা হয় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তারা আরোগ্য লাভ করে *(পৃঃ ৭৯)*।

আল্লার আর একটি দান এই। অনেক পুরাতন স্বত্বভোগী গ্রাম ও ভূসম্পত্তি অতীতের রাজাদের সময়ে কেড়ে নেওয়া হয় এবং দীওয়ানের দখলে নেওয়া হয় (খাস করা হয়)। আমি বললাম যে (খাস করা) সম্পত্তির উপর যাদের আইনগত দাবী আছে তারা যেন তাদের দাবী দীওয়ান-ই-শরীয়ত-এ পেশ করে। তাদের দাবী প্রমাণিত হলে গ্রাম, জমি বা যে কোন সম্পত্তি হোক তা তাদের ফেরত দেওয়া হোক। আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা, তাঁর অনুগ্রহে আমি এই সৎ কাজে ব্রতী হই এবং ন্যায্য পাওনাদারদের পাওনা তাদের নিকট পৌঁছে।

আমি যিম্মিদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করার সুযোগ পেলাম। আমি ঘোষণা করি যে কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) মধ্যে যে কেউ কলেমা তৌহীদ পড়বে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, যেমন মুস্তফার (হযরত মুহাম্মদ দঃ, তাঁর প্রতি শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক) ধর্মে পাওয়া যায়, আমি তাদের জিযিয়া মাফ করে দিলাম। এই কথা জনসাধারণের কানে গেলে, হিন্দুরা দলে দলে আসতে লাগল এবং ইসলাম গ্রহণ করার সম্মান অর্জন করল। এইরূপে অদ্যাবধি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে (হিন্দুরা) আসছে এবং ঈমান আনছে, (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে)। জিযিয়া মাফ করা হয়েছে। তাদের পুরস্কৃত করা হল এবং বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হল। বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহতালারই সকল প্রশংসা।

---

৩. সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশ কর্তৃক খননকৃত দীঘি। ইলতুতমিশ ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে একশত একর ভূমির উপর এই দীঘি খনন করেন।

৪. সুলতান আলা-উদ-দীন খলজী কর্তৃক খননকৃত দীঘি, তিনি এটি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে খনন করেন। ৭০ একর জমিতে খননকৃত এই দীঘির চতুর্দিকে পাথর দ্বারা পাকা করে দেওয়া হয়েছিল।

আল্লাহর আরও একটি দান এই। আমার রাজত্বকালে আল্লাহর বান্দাদের মান-সম্মান ও ধন-সম্পদ নিরাপদ ও সংরক্ষিত হয়েছে। কোন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তির অতি ক্ষুদ্র অংশও কেড়ে না নেওয়া হয়, সেদিকে আমি বণিকের মতো লক্ষ্য রাখি। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক আমাদের নিকট অভিযোগ করে যে অমুক নিকট কয়েক লাখ এবং অমুক আমিরের নিকট কয়েক লাখ (টাকা) রয়েছে। আমি এই মিথ্যা অভিযোগ কারীদের কঠোর শাস্তি দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি, যেন এই শ্রেণীর লোকের অনিষ্ট থেকে জনগণ নিরাপত্তা পায়। এই সহৃদয়তার ফলে সকলে একান্তভাবে আমার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয় *(পৃঃ ৮০)*।

(কবিতা)

সুনাম অন্বেষণ কর, কেননা উদারতার সুনাম
সম্পদের সুনাম থেকে শতগুণে ভাল।
গাধা বোঝাই সম্পদের চেয়ে একটু সুনাম ভাল,
একটু দোয়া একশত গাধা বোঝাই সম্পদের চেয়ে ভাল।

অতঃপর কোন রাজকর্মচারী জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে বৃদ্ধ হয়ে পড়লে, তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করে তাঁকে (অবসর নেওয়ার) অনুমতি দান করি। তাঁকে উপদেশ দিই যেন তিনি পরকালের জন্য তৈরী হওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং যৌবনে ধর্ম ও শরা বিরোধী যে কাজ করেছেন তার জন্য অনুতপ্ত হন। তিনি যেন দুনিয়া থেকে বিরত হয়ে পরকালের কাজ-কর্মে মনোনিবেশ করেন।

রাজ কর্মচারীদের যে কোন ব্যক্তি মর্যাদার অধিকারী হয়, যখন সে আল্লাহর ইচ্ছায় অহংকারের জগৎ থেকে শান্তির আশ্রমে চলে যায় (অর্থাৎ ইহলোক থেকে পরলোক গমন করে), তখন তাদের মর্যাদায় ও কাজে আমি তাদের পুত্রদের এমনভাবে নিযুক্ত করি, যেন তাদের পিতারা যেরূপ মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকে অধিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে (মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ ও জাঁকমককে) কোন ত্রুটি না হয় *(পৃঃ ৮১)*।

(কবিতা)

বাদশাদের চালচলন এই যে,
তাঁরা বুদ্ধিমানদের ভালবাসেন
এবং তাঁদের যুগের পরে,
বুদ্ধিমানদের ছেলেরাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তাছাড়া আল্লাহর রসুলের চাচার বংশধরের (আব্বাসীয়) খিলাফতের আশ্রয়স্থলের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা রাজত্ব সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। এই দরবারের (খলিফার দরবার) গোলামীর দ্বারা নিজেকে মর্যাদাশীল না করা এবং এই পবিত্র দরবার হতে (অর্থাৎ খলিফার নিকট থেকে) অনুমতি না পাওয়া সঠিক নয়। সুতরাং রাজত্বদানকারী আল্লাহতালা যিনি মহা মর্যাদাবান এবং যাঁর অনুগ্রহ সবার উপর সম্প্রসারিত তা এই যে এই খিলাফতের আশ্রয়স্থলের প্রতি মান্যতা, রাজত্ব ভোগ করা, একাগ্রচিত্ততা এবং আনুগত্যের দরুন আল্লাহতালা আমাকে এর উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করার সুযোগ দান করেছেন।

পবিত্র দার-উল-খিলাফতের (খলিফার রাজধানী) দরবার থেকে নিঃশর্ত স্বীকৃতি এবং প্রতিনিধিত্বের সনদ-পত্র আমার প্রতি জারী করা হয়েছে। আমীর-উল-মুমেনীনের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দরবার থেকে সৈয়দ-উস-সলাতীন (সুলতানদের সরদার বা নেতা) উপাধি দ্বারা মর্যাদাবান হয়েছি। সদাসর্বদা খিলাফতের দরবারের উপহারসমূহ যথা পোষাক, পতাকা, আংটি, তরবারি ও পদচিহ্ন ইত্যাদির সাথে সাথে বিভিন্ন মর্যাদা ও অনুগ্রহ দ্বারা জসৎবাসীদের উপর গৌরবান্বিত হয়েছি।

এর (এই পুস্তক লেখার) উদ্দেশ্য এই দানসমূহের এবং আল্লাহতালার হাজারও অনেক দানের মধ্যে সামান্য অংশের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাছাড়া কোন ব্যক্তি মঙ্গল ও সৌভাগ্যের অন্বেষণকারী হলে সে যদি তা পড়ে, সে জানতে পারবে যে এই পথই (কৃতজ্ঞা প্রকাশ করাই) সর্বোত্তম। এর অনুসরণ দ্বারা সঠিক পথের সুযোগ না পাওয়া মনুষ্যত্বের কাজ নয়। তারা (এর পাঠকেরা) নিজ কাজের জন্য পুণ্যবান হবে এবং আমি এই সৎ কাজের পথ প্রদর্শনের জন্য পুরস্কৃত হব। সৎ কাজের পথ-প্রদর্শনকারী সৎ কাজ সম্পাদনকারীর মতই *(পৃঃ ৮২)*।

[অনুবাদক : বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

আরবী ক্বায়েদা
১ম ভাগ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২য় সংস্করণ : ২০১৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯

Contents

একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী

-এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

(৫) বিদ'আত হ'তে দূরে থাকা :

ইত্তেবায়ে সুন্নাতের বিপরীত বিষয়টি হ'ল বিদ'আত। যার অর্থ দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন ও প্রচলন। এটি এমন একটি ভয়াবহ ও জঘন্যতম পাপ যা মানুষের ইবাদত কবুলের পথ বন্ধ করে দেয়। সেজন্য এই ভয়াবহ পাপ হ'তে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। এখন আমরা মহা সংবিধান আল-কুরআনের আলোকে বিদ'আত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا– 'সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাই। আর সেটা হল নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল *(নিসা ৪/১১৫)*।

উপরোল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি শরী'আতের বিপরীত পথে চলে, যে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি দেখার পরও রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং মুসলমানদের সরল-সঠিক পথ হ'তে সরে পড়েছে। আল্লাহ তাকে ঐ বক্র ও খারাপ পথেই ফিরিয়ে দেবেন। ফলে ঐ খারাপ পথই তার নিকট ভাল বলে মনে হবে। অতঃপর সে জাহান্নামে যাবে।

মুসলমানদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসন্ধান করাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচারণ করা। কিন্তু কখনো হয়তো রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট কথারই বিপরীত হয় আবার কখনো কখনো ঐ জিনিসের বিপরীত হয় যার উপর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত সবাই একমত হয়েছে। তাদের ভদ্রতা ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভুল হ'তে রক্ষা করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 'সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে আসে। অতএব তুমি অবশ্যই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৪৭)*। অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'অতএব যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে যেরূপ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তাহ'লে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই যিদের মধ্যে রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১৩৭)*।

অত্র আয়াতে তোমরা যেমন ঈমান এনেছ বলে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামদের বুঝানো হয়েছে। আয়াতে তাদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে স্বীকৃত ও গ্রাহণযোগ্য ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান যা রাসূল (ছাঃ) এর ছাহাবায়ে কেরামগণ অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে পরিমাণ ও ভিন্ন তা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

অর্থাৎ যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হ'তে পারবে না। তাঁরা যেরূপ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছেন তাতে প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠার পার্থক্য হ'লে তা নিফাকে তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহ্র সত্তা, গুনাবলী ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আল্লাহ্র কিতাব ও এসবের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রাসূল (ছাঃ) অবলম্বন করেছেন একমাত্র তা-ই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য। এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা ও ভিন্ন অর্থ নেওয়া আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবীদার কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ অতএব তিনিই আল্লাহ; তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। এক্ষণে সত্যের পরে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি বাকী থাকে? অতঃপর তোমরা কোন দিকে ফিরে যাচ্ছ? *(ইউনুস ১০/৩২)*।

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ– হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে যে লোক এমন

সব নতুন বিষয় প্রবর্তন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না; তা প্রত্যাখ্যাত'।[১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'কোন লোক এমন কোন কাজ করল যাতে আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[২]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ– হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত; তার কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত। যেন কোন সেনাবাহিনীকে তিনি সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সকাল সন্ধায় ভাল রাখুন। তিনি আরো বলতেন, কিয়ামত সহ আমাকে এভাবে পাঠানো হয়েছে। একথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল মিলাতেন। তিনি আরো বলতেন, তারপর সব চেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ। ইসলামের ব্যাপারে নতুন বিষয় তৈরী করা সবচেয়ে খারাপ এবং সকল বিদ'আত তথা (দ্বীনে নতুন বিষয়)ই পথভ্রষ্টতা। তারপর তিনি বলতেন, প্রত্যেক মুমিনের জন্য আমি তার নিজের চেয়ে অধিক নিকটতম। যে লোক কোন সম্পদ রেখে যায় তা তার পরিবারের জন্য আর যে লোক কোন ঋণ অথবা (ছোট ইয়াতীম) সন্তানরা রেখে যায় তার দায়িত্ব আমারই উপর'।[৩]

(৬) ছবর বা ধৈর্য :

ধৈর্য মানবজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত যরূরী বিষয়। আদর্শ মানব জীবন গঠন করতে এর কোন বিকল্প নেই। ধৈর্যহীন মানুষ কোন কাজেই সফলতা অর্জন করতে পারে না। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতার মূল চাবিকাঠি ছবর তথা ধৈর্যের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। পরস্পরে দৃঢ় থাক *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। তিনি আরো বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ তাদের পুরস্কার পাবে অপরিমিতভাবে' *(যুমার ৩৯/১০)*। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকট মোকাবেলায় প্রতিশোধক দু'টি বিষয়ের মাঝেই নিহিত রয়েছে। একটি ছবর তথা ধৈর্য্য অপরটি ছালাত।

ছবর-এর তাৎপর্য :

صبر শব্দের অর্থ হ'ল সংযম অবলম্বন ও নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। ছবরের তিনটি শাখা রয়েছে। ১. নফসকে হারাম এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ হ'তে বিরত রাখা। ২. ইবাদত ও আনুগত্য বাধ্য থাকা। ৩. যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা। যে সকল বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলিকে আল্লাহ্র বিধান মনে করে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা।

সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণত তৃতীয় শাখাকেই ছবর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ করা হয় না। এমনটি এ দু'টি বিষয়ও যে ছবরের অর্ন্তভুক্ত তা অনেকে জানেই না। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের পরিভাষায় ধৈর্যধারণ কারী ঐ সকল লোককেই বলা হয যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই ধৈর্য্য অবলম্বন করে।

ছবরের মর্যাদা এত বেশী যে, ছবরকারীদের পুণ্য মেপে দেয়া হবে না। তাদেরকে অগনিত পুণ্য দেয়া হবে। কুরতুবী বলেন, الصَّابِرُونَ শব্দকে অন্য শব্দের সাথে যুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী *(মা'আরেফুল কুরআন পৃ. ৭৮)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآَنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا– আবু মালিক বিন আশ'আরী (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

১. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/৪৫৮৯।
২. মুসলিম হা/৪৫৯০।
৩. মুসলিম হা/২০৪২; আবুদাউদ হা/২৯৫৬।

আল-হামদুলিল্লাহ (নেকীর) পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী ভরে দেয়। ছালাত হ'ল নূর, ছাদাক্বা হ'ল দলীল, ধৈর্য হ'ল আলোকমালা এবং কুরআন হ'ল তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষের প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজেকে বিক্রয় করে, এতে সে হয় তাকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে'।[৪]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ– আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে কিছু আনছারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তার দাবী করল ফলে তিনি আবার দিলেন। এমনকি যা তাঁর কাছে ছিল তা সব শেষ হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিস নিজ হাতে দান করলেন। তখন তিনি বললেন, আমার কাছে যা কিছু আসে তা আমি তোমাদের না দিয়ে জমা করে রাখিনা। (তবে মনে রাখবে) যে ব্যক্তি চাওয়া হ'তে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দিবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হ'তে পারে'।[৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَد إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ– আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা ছুহাইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে হয় না। যখন তাকে সুখ স্পর্শ করে, তখন সে আল্লাহ্র শুকরিয়া প্রকাশ করে, ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে, তখন সে ধৈর্যধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[৬]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ ، - إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই। যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নেই এবং সে ছওয়াবের নিয়তে ছবর করে'।[৭] অন্যত্র এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَد يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِى بَلَده صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيد - হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাকে বললেন, এটা আযাব। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এটি মুমিনের জন্য রহমত বানিয়ে দিলেন। ফলে যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং ধৈর্যসহ নেকীর নিয়তে নিজ দেশে অবস্থান করবে, সে জানবে যে, তার কাছে তা-ই পৌঁছাবে যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন। তাহ'লে তার জন্য শহীদের মত পুরস্কার আছে'।[৮]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ. يُرِيدُ عَيْنَيْهِ– আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা (চক্ষু অন্ধ করে) পরীক্ষা করি আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে আমি তাকে এ দু'টির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব'।[৯] হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَب وَلاَ وَصَب وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْن وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ - আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, মুসলিমকে কোন

৪. মুসলিম হা/৫৫৬; ইবনু মাজাহ হা/২৮০; মিশকাত হা/২৮১।
৫. বুখারী হা/১৪৬৯; মুসলিম হা/১০৫৩; তিরিমিযী হা/২০২৪; নাসাঈ হা/২৫৮৮; আহমাদ হা/১০৬০৬।
৬. মুসলিম হা/২৯৯৯; আহমাদ হা/১৮৪৫৫; দারেমী হা/২৭৭৭।
৭. বুখারী হা/৬৪২৪; মিশকাত হা/১৭৩১ ।
৮. বুখারী হা/৩৪৭৪; মিশকাত হা/১৫৪৭।
৯. বুখারী হা/৫৬৫৩।

ক্লান্তি, অসুখ, চিন্তা, শোক এমনকি (পায়ে) কাঁটাও লাগে, তাহলে আল্লাহ এর মাধ্যমে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন, যদি সে তাতে ধৈর্যধারণ করে'।[১০]

হাদীছে এসেছে, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দুঃখ কষ্টে ফেলেন'।[১১]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِى أَىِّ الْحُورِ شَاءَ– মুআয বিন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করবে অথচ সে তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে ইখতিয়ার দিবেন যে, সে যে কোন হুরকে নিজের জন্য পছন্দ করে'।[১২]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মু'মিন পুরুষ ও নারীর জান, সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি পরীক্ষা হ'তে থাকে (বিপদ -আপদের মাধ্যমে) সুতরাং সে এতে ধৈর্যধারণ করবে। পরিশেষে সে নিষ্পাপ হয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে'।[১৩]

(৭) উত্তম কাজে প্রতিযোগিতা করা :

একজন আদর্শ মানুষ হ'তে হলে ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা বা তাড়াতাড়ি তা সম্পাদন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'কাজেই দ্রুত সৎকর্ম সমূহের দিকে এগিয়ে যাও (অর্থাৎ কা'বামুখী হও)' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য সৎকাজের প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে তাদের পুরস্কারের বর্ণনাও দিচ্ছেন। তিনি বলেন, মুত্তাকীদের পুরস্কার হিসেবে যে জান্নাত প্রদান করা হবে, তার প্রস্থ আসমান ও যমীন সমপরিমাণ। সুবহানাল্লাহ! তাহ'লে পাঠক চিন্তা করুন প্রস্থ যদি আসমান ও দুনিয়াব্যাপী হয় তাহ'লে এর দৈর্ঘ্য কত হতে পারে? এটি কল্পনা করাও অসম্ভব। সুতরাং এত বড় পুরস্কার পেয়েও কি মানুষ সৎ ও উত্তম কাজে পরস্পর প্রতিযোগতিা করবে না। অবশ্যই করতে হবে। যদি আমরা আদর্শ মানুষ হ'তে চাই। আসুন! এবার ছহীহ হাদীছ দ্বারা জেনে নিই এই উত্তম কাজে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি বলেছেন?

হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আঁধার রাতের টুকরা সমূহের মত (অবারিত ধারায় আসতে থাকা) ফিৎনাসমূহ আসার পূর্বেই নেকীর কাজ দ্রুত করে ফেল। মানুষ সে সময় সকলে মুমিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফির হবে কিংবা সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে এবং সকালে কাফির হয়ে যাবে। নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করবে'।[১৪]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِى، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ. উকবা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে মদীনায় আছরের ছালাত পড়লাম। অতঃপর সালাম ফিরে তিনি দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর লোকদের গর্দান টপকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর তাড়াহুড়া দেখে ঘাবড়ে গেল। অতঃপর তিনি বের হয়ে এসে দেখলেন লোকেরা তাঁর তাড়াহুড়ার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন, আমার মনে পড়ল যে বাড়ীতে সোনা বা রুপার একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে তা আমাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বাঁধা দিক। যার ফলে আমি (দ্রুত বাড়ী গিয়ে) তা বণ্টন করার আদেশ দিলাম। অন্য বর্ণনায় আছে আমি বাড়ীতে ছাদাক্বার একটি স্বর্ণ খণ্ড ছেড়ে এসেছিলাম। অতঃপর আমি তা রাতে নিজ ঘরে রাখা পসন্দ করলাম না'।[১৫]

অন্যত্র এসেছে, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِى يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ– জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত উহুদ যুদ্ধের দিন এক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বলুন!

১০. বুখারী হা/৫৬৪১।
১১. বুখারী হা/৫৬৪৫।
১২. তিরমিযী হা/২৪৯৩।
১৩. তিরমিযী হা/২৩৯৯।
১৪. মুসলিম হা/৩২৮।
১৫. বুখারী হা/৮৫১১২২১; নাসাঈ হা/১৩৬৫; আহমাদ হা/১৫৭১৮।

আমি যদি (কাফেরদের হাতে) মারা যাই তাহলে আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন, জান্নাতে। একথা শোনামাত্র তিনি হাতের খেজুর ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন'।[১৬]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أَىُّ الصَّدَقَة أَعْظَمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ– আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন ছাদাক্বা নেকীর দিক দিয়ে বড়? তিনি বললেন, তোমার ঐ সময়ের ছাদাক্বা বড় যখন তুমি সুস্থ থাকবে। সম্পদের লোভ অন্তরে থাকবে তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে, ধনী হওয়ার আশা রাখবে। আর তুমি দান করতে দেরী করো না। পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে তখন বলবে অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত। অথচ তা অমুকের হয়েই গেছে'।[১৭]

(৮) ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা :

একজন আদর্শবান মানুষ হ'তে হলে অবশ্যই আমাদেরকে পরস্পর ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করার গুণটি অর্জন করতে হবে। কেননা একজন আদর্শ মানুষ কখনো শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে না। তাই আমাদের নিজে ভালো কাজ করার পাশাপাশি অন্যকেও ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

অত্র আয়াতে সফল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো (১) মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকা। (২) আর ভালো কাজের আদেশ করা ও (৩) মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করা। একজন সকল ব্যক্তিকে অবশ্যই উক্ত তিনটি গুণ অর্জন করতে হবে।

এটা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী হক্ব-এর প্রচার করতে হবে। এটি তার জন্য ফরয। কিন্তু তবুও একটি বিশেষ দল একাজে লিপ্ত থাকা যরূরী।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. 'সে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ। তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করতে থাক। নতুবা সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না'।[১৮]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন আল্লাহ্র মাখলূককে তাঁর পথের দিকে আহ্বান করেন। হিকমত দ্বারা কালামুল্লাহ ও হাদীছে রাসূল (ছাঃ) উদ্দেশ্য। আর সদুপদেশ দ্বারা ঐ উপদেশকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে ভয় ও ধমক থাকে। যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্র শাস্তি হ'তে বাঁচার উপায় অবলম্বন করে। তবে হ্যাঁ, এটাও মনে রাখতে হবে যে, যদি কারো সাথে তর্ক করার প্রয়োজন হয় তবে যেন নরম ও উত্তম ভাষায় তা করা হয়। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مَسْعُود الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى أُبْدِعَ بِى فَاحْمِلْنِى فَقَالَ مَا عِنْدِى. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّه أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه– আবূ মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার সওয়ারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি সওয়ারী দিন। তিনি বললেন, আমার কাছে নেই। তা শুনে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে বলতে পারি যে কিনা তাকে সওয়ারী দিতে পারে। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে'।[১৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎ পথের দিকে আহ্বান করে সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের নেকী সমূহ হ'তে কিছুই কম করবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। এটা তাদের গোনাহ হ'তে কিছুই কম করবে না'।[২০] *(ক্রমশঃ)*

[লেখক: সভাপতি, দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলা]

১৬. বুখারী হা/৪০৪৬; মুসলিম হা/৫০২২।
১৭. বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/২৪২৯।
১৮. তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০।
১৯. মুসলিম হা/ ৫০০৭; আবুদাউদ হা/৫১২৯।
২০. মুসলিম হা/৬৯৮০; মিশকাত হা/১৫৮।

The Rohingya Genocide: Why Independent Arakan So Crucial?

Dr Firoz Mahboob Kamal

The liberty in genocide

The genocidal cleansing of the Rohingya Muslims -the stipulated key objective of the Myanmar government, has received a huge success. No other Army in the world could cause such a quick and massive eviction of the centuries-old settled people on earth. The Army could cleanse more than six hundred thousand people from their own homes in less than three weeks. They could also evict more than another four hundred thousand people in previous years. The Army have burnt about half of the Muslim villages in Arakan and made them completely empty for government take-over. The government needs such empty lands for building two deep sea ports: one for China and another for India. India needs that port to connect its eastern seven provinces. China needs that port to get quick access to outside markets from its southern part. This is why, both China and India have huge vested interest to support the ongoing ethnic cleansing in Arakan. Both China and India consider such cleansing of the Muslims population quite essential for safe passage of their trucks, buses, oil pipeline and cargo ships. In the beautiful sea shore of Arakan, the government also needs huge area of Muslim-free land for building Army barracks, government offices, and residential blocks for the Buddhist mainlanders and special economic zones for the foreign investors. Now, the ultranationalist ruling elite, the racist Army and the Muslim bashing Buddhist monks have enough reasons to celebrate such a spectacular success in ethnic cleansing.

The Myanmar Army could attain such a huge success only by committing horrific war crimes against the unarmed local civilians. Although the Rohingya Muslims are denied even the survival right in Myanmar, the Army enjoys unfettered liberty to commit even the worst form of war crimes. Because of such liberty in genocide, the genocidal crimes like mass killing, mass rape, mass eviction, mass torture, burning down of villages and other devices of ethnic cleansing could operate openly not for months or years, but for decades. The UN offices, the foreign embassies, and the human rights organizations that are stationed in Myanmar were fully aware of that. But their policy of silence, inaction and even appeasement give ample evidence that the Muslims life seldom matter to them. This is why, the Myanmar government and its Army didn't face any condemnation for such a worst genocide on earth -neither from the UN Security Council, nor from any world power. On the contrary, the Myanmar government receives full

support cum endorsement from countries like China, Russia, India and Japan. The countries like Pakistan and Saudi Arabia also maintain tongue-tied silence. Pakistan sells fighter planes and other weapons to Myanmar and Saudi Arabia takes its oil pipe lines to China. This shows how the economic interest overwrites basic morality, humanity and the survival rights of the defenseless people. It also exposes how badly the world is hostage to the worst form of economic cum political animals.

Now, it is obvious that the Myanmar Army's huge success in meeting its war objective has left no political, social, educational, economic, and not even any survival space for the Rohingya Muslims in Myanmar. Therefore, for saving life, they are left with no other option but to make desperate move to a safe haven in Bangladesh. For such a move, the hardships are huge; sometimes unbearable. In Arakan, there exists no road or boat route to make the journey easier. The old, the sick, the children, and the disabled had to travel hundreds of mile on bare foot through slippery mud of the paddy fields to reach the Bangladesh border. Many pregnant women gave birth to their baby on the way; and again they had to walk a long way. They even use flimsy raft made of plastic cans to cross a big river like Naf at the border. In such desperate moves, hundreds of men, women and children are already drowned. But the world leaders opted only to be the silent observers of the crime scene. So the genocide continues.

The pathology of genocide

Genocidal cleansing of a population never happens with the brutality of any man-eating animals. It is the premeditated war crime of the humans who proved again and again far beastlier than any wild animal. This is the work of the people who can build gas chambers, drop nuclear bombs, and can turn cities and villages into rubbles. They are the people who live with virulent political ideologies that want to expand their imperialistic dominance over others. Colonialism, imperialism, racism, fascism, ethnic cleansing, World Wars, gas chambers and war of occupation are the few historical facets of such ideological extremism cum terrorism. Terrorizing people with nuclear bombs, chemical bombs, cluster bombs, missiles, and drones is their usual tool of domination over others.

The followers of this virulent ideological extremism quickly and very easily turn into the worst form of genocidal war criminals. Hence catalogue of their crimes is huge. Because of such war criminals, more than 75 million people had to die in two World Wars, and more than a hundred thousand people were burnt to death in Hiroshima and Nagasaki. And in recent years, because of them, horrendous era of deaths and destruction landed on Gaza, Afghanistan, Chechnya, Iraq, Syria, and now in Yemen. Because of them, more than three hundred thousand Syrians had to die and more than 6 million Syrians had to leave their homes. And millions of Palestinians have to live in camps for more than 65 years. Because of the same war criminals, cities like Gaza in Palestine, Grozny in Chechnya, Mosul, Ramadi, Tikrit, and Fallujah in Iraq, and Raqqa, Homs, Hama, Deira Zur and many other cities in Syria have been flattened to the ground.

The Myanmar government and its Army have taken the same route of terrible genocidal crimes. The ongoing non-stop war crimes in Iraq and Syria by the US and Russian Air Forces and the anti-Muslim rhetoric of the US President Doland Trump and killing of Muslims in Kashmir by the Indian Prime Minister Norendro Modi have heavily encouraged the Burmese war criminals to add more ferocity and atrocities to their ongoing campaign of genocidal cleansing. Therefore, killing, gang rape, torture, and setting fire to the Muslim properties and eviction of the Rohingya Muslims from their homes could be deployed as the war tactics against the civilians. Adolf Hitler wasn't the lone criminal to commit all the genocidal crimes; millions of the Germans and non-Germans also joined as the partner in his war crime. Likewise, the Burmese Army are not alone. Aung Sun Suu Kyi and her

party "League for Democracy", the whole civil and political institutions of Myanmar, the Buddhist monks and the Myanmar media are directly and indirectly are the part of the same war crimes. They have also international partners; China, India, and Russia stand firmly behind these killers, rapists and arsonists. Because of their political sponsorship, these worst war criminals couldn't be condemned in any international forum including the UN Security Council, let alone stopping them. As a result, awful miseries of the "most persecuted minorities on earth" continue unabated.

Crime always breeds other crimes; sometimes it becomes more robust and horrendous than the original crime. This has exactly happened in Myanmar. The crime of the Myanmar government against the Rohingya Muslims started with the annulment of their citizenship in 1982. But such a crime of inhuman and unprecedented cancellation of the birth right of a people didn't end there. It proved to be the beginning of a bigger crime. The crime has become terribly genocidal. Now, the cruelest crimes like mass killing, gang rape, arson, torture and mass eviction of the innocent people from their own home have turned horribly wild. And, for continuation of such pure evil, the Myanmar Army has planted land mines along the Bangladesh-Myanmar border to kill the innocent returning refugees. The world leaders too, are showing their own crime. They are overwhelmed by the criminal silence.

The western leaders think that keeping silence or a blind eye on Myanmar government's atrocities is necessary to help Aung Sun Suu Kyi's newly elected government to get strength. They think that this way they are strengthening democracy in Myanmar. In reality, they are doing the opposite. In fact, their policy has helped aggravate the ongoing genocide. They have also failed to understand Aung Sun Suu Kyi's partnership in the crime. Aung Sun Suu Kyi, in her solo visit to Rakhine state, couldn't call this horrendous crime more than a quarrel between the local Muslim and Buddhist communities. Such a statement indeed gives a clear account of her own moral problem. By giving such a statement, she tried to hide the horrific crime of the Army and stood as a false witness to the world. Hence, her role didn't look different than a self-assigned collaborator to the Army. And to play the role of a collaborator to the crime, she continues to deny all the visible brutal atrocities of the Army. She even called the rape of the Rohingya women as fake.

The pretext of genocide

Like any crime, the genocidal crime in Arakan also started with a mammoth lie. To fit into the strategy of genocidal ethnic cleansing, the Myanmar government has fabricated the whole history of Rohingya Muslims. Colossal lies are now the main staple of their story. They hide the fact that the history of Arakan as well as the history of the Rohingya Muslims didn't start with the military rule in Myanmar, nor with the country's independence in 1948. There exists a long and huge Islamic legacy in the whole region. Because of its long coastal borders, the state of Arakan, like Chittagong of Bangladesh, was an important hub for the Arab traders and the Islamic missionaries for more than a thousand years. Before the initiation of current ethnic cleansing, the Rohingya Muslims were in majority. They also hide the fact that prior to the Burmese invasion in eighteenth century, the forefathers of these Rohingya Muslims had a Muslim sultanate there. The state even extended to the south-eastern part of Bangladesh. In fifteenth and sixteenth century AD, the Bengali language got a huge boost in the royal palaces of Arakan. Most of the noted medieval Bengali poets were related to the court. They do not tell the truth that in the whole history of Arakan, even in the history of Myanmar, there doesn't exist a single mention that the Rohingya Muslims were the foreign intruders. On the contrary, the Burmese Buddhists -known as the Rakhine minority in Arakan, are the immigrants from the central Buddhist heart land.

The whole pretext of the ongoing genocide against the Rohingya Muslims is based on

motivated false propaganda. They ignore the annals of history that raising borders or barrier on ethnic line is a very recent phenomenon. Such barrier didn't exist in South Asia even 100 years ago. Therefore, a man from Yangon in Myanmar could easily travel to Peshawar in Pakistan or Dhaka in Bangladesh without any hindrance; and could build a house or open a business there. It was also true for a man making journey in the opposite direction to Myanmar. Hence, one can easily find ethnic, linguistic or religious linkage or continuity spread all over the south Asian countries. And Myanmar is not an exception. Bangladesh itself is a multi-ethnic and multi-religious country with millions of people having ethnic and religious linkage with the people of various states of India, Pakistan, Afghanistan, Iran, central Asia, Arab, Turkey and Myanmar. Hence, one can easily discover trans-border ethnic, linguistic or religious continuity spread over Bangladesh and its neighbors. Such linkage is also true for the people living in Myanmar. It is a process of slow social diffusion that takes place through ages. It is indeed the part of the human history that caused such a social mix-up of people of different race, language and religions through centuries. Only the people with extreme racism and pathological hatred against people of other religion or race can deny such natural sociological process. Awfully, the ultranationalist civil and military elite of Myanmar show the visible symptoms of such moral disease. Otherwise, how can they use the ethnic or religious linkage to commit crimes like "push-in", forced eviction or genocide against the Rohingya Muslim? True pathology of genocide in Myanmar indeed lies here in this moral disease.

Because of extreme form of hatred against the Muslims, the Myanmar government, the Buddhist monks and the ultra-nationalist political elites want to roll back the whole march of the history in Arakan. They want to give a fabricated narrative to the Rohingya issue with their sick ultranationalist motive. For that, not only they invent new lies, but also commit inexcusable crimes. They want to destroy all elements of Islamic history, legacies, icons and the Muslim institutions in Arakan. They want to give Arakan a new identity. They want to make it a land exclusively for the Buddhist Rakhine tribe. Therefore, genocidal cleansing of the Rohingya Muslims is so fundamental to their political objective. To start the process more decisively, they needed to put a new name for the old state of Arakan. Therefore, they named it as the Rakhine state after the name of the minority Buddhist Rakhine tribe. Now, the next step is the full *Bhuddhistisation* of Muslim Arakan. To attain that goal, they deem it necessary to have a genocidal cleansing of the Rohingya Muslims. This is why, along with dismantling the mosques and the Islamic schools in Arakan, ethnic cleansing of the Rohingya Muslims became the central piece of their military operation.

Independent Arakan: the only way-forward

The psychic trauma of a genocidal war is huge. It never heals. In the fields of politics, social cohesion, religious tolerance and state building, it is more disruptive than any volcanic eruption or any violent political revolution. Genocidal massacre, gang rape and the whole sale destruction of a community make people with various ethnic, linguistic and religious dissimilarities fully incompatible. It kills all opportunities of political reconciliation to make them reunite within the existing geopolitical premise. Then, a new geopolitical map to accommodate the dislocated people becomes an urgent necessity. This is why, a genocidal war immensely differ from a non-genocidal common war. This is why, India's all efforts are failing in Kashmir to keep the Kashmiri Muslims within Hindu-dominated India. For the same reason, the Jews had to make mass-scale migration from the genocidal continent of Europe. If Hitler had been the sole perpetrator to run the gas chamber, it would have been easily resolved. But, he had millions of German and non-German war criminals with the same ideological venom in their mind. So, the Jews felt fully incompatible in their midst. And now, the products of the European genocide are volcanizing the whole geopolitics of the Middle East. On a similar backdrop of genocide and with the similar sense of incompatibility, the Bosnian and the Kosovan Muslims had to establish independent state separated from the genocidal Serbians. Now, the Rohingya Muslims too, are forced to take the similar political roadmap. Because, their incompatibility with the Muslim bashing Burmese Buddhists is huge and incurable. The mater of security is the most important issue in selecting a place of living and socialising. How can a Rohingya Muslim think of living amidst rapists, killers and arsonists? Even if they manage somehow to physically survive in Buddhist Myanmar, how can they ensure that their children will grow up as true Muslim there?

A genocidal crime always causes incurable scar in the psyche of the victims. It reminds every day and night the painful sharp memory of being humiliated, gang raped and brutally tortured. Such pain survives till death. Not only it shapes peoples' perception on life, faith, philosophy and politics, but also shakes the geopolitical map of the region. Therefore, the ethnic cleansing of the Rohingya Muslims will not end in refugee camps of Cox's Bazar in Bangladesh; it will also impact the political philosophy, ideology and map of the region. No amount of political negotiation, relief goods, shelters and health care would remove the ugly experience from their traumatized psyche. How a Rohingya woman and her family can ever forgive and forget the pain of being raped by the Burmese sex predators. This is not the time to treat the symptoms of the disease; the cause of the disease must be treated, too. For that, the worst war criminals must be punished in the International Criminal Court. So far, the UN and world leaders have moved little to that direction. Therefore, thousands of worse crimes have been committed in Arakan; but not a single criminal has been punished. In such situation, how peace can return to Rohnigya Muslims' life. Moderation, accommodation, and pacification with these genocidal extremists will be considered by any morally sound man or woman as another despicable crime. Because of that, a genocidal crime always generates a long war. Unfortunately, instead of bringing the criminals to the justice, the UN bosses and the other world leaders are rubbing shoulders with these genocidal extremists. They are also trying to appease the criminals and make their crimes palatable to the victims. At best, they are applying a policy of palliation towards the Rohingya Muslims to reduce some of the unbearable pains of the victims. So, they are providing tents, relief goods, some health care and finally negotiating to send them back to Myanmar. This appears to be the only roadmap of the UN and other leading countries. The same plan of palliation was applied in 1978, 1991-92, 2012, 2013 and 2015, but didn't work to cure the original disease. The crisis can only be resolved by establishing an Independent Arakan. All other steps will only help continue the crisis from one phase to another –as happening over last several decades.

পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে

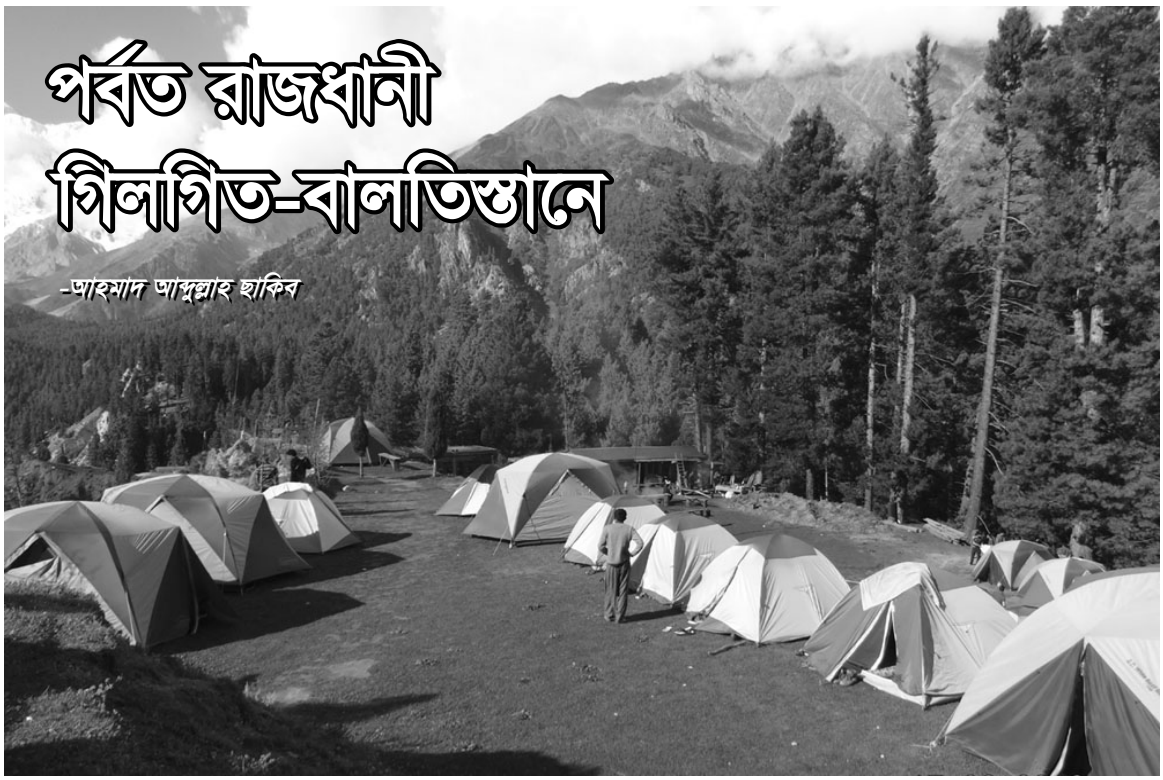

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(২য় কিস্তি)

পরদিন ভোরে ফজরের ছালাত আদায়ের পর তাবুর বাইরে খোলা আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের পেছন থেকে আসা অদৃশ্য সূর্যের আলোকচ্ছটা বিপরীতদিকের পাহাড়গুলোর শীর্ষদেশ ঝলমলে রঙিন করে রেখেছে। উত্তরমুখে ঘন মেঘে ঢাকা নাঙা পর্বত তখনও আড়ামোড়া ভাঙার অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে মেঘ কাটতে শুরু করল। উপস্থিত হ'ল সেই কাংখিত মুহূর্তটি। ধবধবে শুভ্র নাঙা পর্বত যেন চোখ ঝলসে দিয়ে সহসা অন্তর্জগত আর বহির্জগতের বদ্ধ দুয়ারগুলো সব খুলে একাকার করে ফেলল। গত রাতের তুষারপাতে নিখুঁত শুভ্রতায় সূর্যালোক পড়ে ঔজ্জ্বল্য যেন ঠিকরে পড়ছিল লক্ষ পাওয়ারের জ্যোতি নিয়ে। মোরগঝুটির মত ফুলেল অর্ধ চন্দাকারে কী ভীষণ তার আকর্ষণ! অনেকক্ষণ ধরে নিভৃতে বসে মহান প্রভুর এই অপরূপ সৃষ্টির সৌন্দর্যসুধা গলধঃকরণ করতে থাকলাম। বেশ বেলা হওয়ার পর নাস্তার আয়োজন শেষে আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে গেলাম। আমাদের একটি দল বেস ক্যাম্পে রাত্রি যাপনের পরিকল্পনায় সকাল সকালই রওয়ানা দিয়েছিল ইলেক্ট্রোনিক্স ফ্যাকাল্টির ডীন ড. আক্বদাস নাভীদ মালিক এবং ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাঈদ বাদশাহ স্যারের নেতৃত্বে। সাজ-সারঞ্জাম কাঁধে নিয়ে চলার মত অবস্থায় ছিলাম না আমি। ফলে সে দলে যোগ দেয়া গেল না। আমাদের দলটি যখন বের হল তখন প্রায় দ্বিপ্রহর ছুঁইছুঁই। সবুজ চাদর মোড়া ফেয়ারী মিডোস পোলো গ্রাউন্ডের বিশাল মাঠের এক প্রান্ত ধরে অগ্রসর হলাম। জনবসতি বিরলপ্রায়। তবুও পাহাড়ের ঢালে চরতে দেখা যায় গরু আর ভেড়ার পল। দেবদারু, পাইন গাছের সারি, এবড়ো থেবড়ো পাথরের ফাঁক দিয়ে, কখনওবা গুপ্ত ঝর্ণার ঝিরি পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। কখনও প্রকাণ্ড পাথরগুলোতে বসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেই।

প্রায় আড়াই ঘন্টার চলার পর বেস ক্যাম্পপূর্ব সর্বশেষ স্টেশন বেয়াল ক্যাম্প পৌঁছলাম। দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা। দলের নেতৃত্বে ছিলেন বেসিক এ্যান্ড এ্যাপ্লাইড সাইন্স ফ্যাকাল্টির ডীন ড. আরশাদ যিয়া স্যার। শারীরিক ফিটনেস চমৎকার। একটানা তিনি আমাদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। পুরো টীমে কেবল তিনিই আমার পূর্বপরিচিত। দু'বছর পূর্বে স্যারের সাথে ইসলামাবাদের আল-হুদা ইন্সটিটিউট মসজিদে এতেকাফে ছিলাম। ফলে তাঁর সাথে গল্পে গল্পে ক্লান্তিকর যাত্রাটা উপভোগ্য হয়ে উঠল। এছাড়াও সহযাত্রীরা একমাত্র বিদেশী হিসাবে আমাকে বিশেষ যত্ন-আত্তির মধ্যে রাখলেন। বিকেল ৪টা নাগাদ আমরা বেসক্যাম্পের পথে সর্বশেষ পাহাড়ে এসে দাঁড়ালাম। উত্তর দিকটায় সমগ্র আকাশ জুড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যাকৃতির শ্বেত-শুভ্র বরফে ঢাকা নাঙা পর্বত। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ১৬০০০ ফুট দীর্ঘ স্রেফ চোখ ধাঁধানো সাদা পোষাকে আবৃত। আমরা রুদ্ধশ্বাস বিহ্বলতা

Contents

নিয়ে মহান প্রভুর এই প্রকাণ্ড সৃষ্টির বিশালতার সামনে দাড়িয়ে আপন অস্তিত্ব যেন হারিয়ে ফেলি। কত শত আনন্দ-বেদনার কাব্য আর এ্যাডভেঞ্চারের পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে আছে এর প্রতিটি খাঁজে খাঁজে! সেই ১৮৯৫ সালে এক ইউরোপীয় পর্বতারোহী চেষ্টা চালিয়েছিলেন সর্বপ্রথম বিশ্বের নবম সর্বোচ্চ চুড়াটি (৮১২৬ মিটার/২৬৬৬০ ফুট) ছুঁয়ে দেখবার। পারেননি। চেষ্টা চলেছে আরও অর্ধশত বছর। প্রাণ হারিয়েছে ৩১ জন। পর্বতের নামও হয়ে যায় 'কিলার মাউন্টেইন' বা 'খুনে পর্বত'। অবশেষে ১৯৫৩ সালে সফল হন একজন অষ্ট্রীয় পর্বতারোহী ২৮ বছর বয়সী হার্মান বুহল। চুড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে একদম একা পড়েন তিনি। সহযাত্রীরা ধকল সইতে না পেরে একে একে সবাই ফিরে গেছে। দুঃসাহসী বুহল হার মানতে চাননি না। বহু কষ্টে সৃষ্টে যখন তিনি চুড়া ছুঁলেন, তখন সন্ধ্যা ৭টা। ফলে ফিরতি পথে রাতের অন্ধকার বাঁধা হয়ে দাড়ায়। একটি সরু গিরি ফাটলে আটকে এক হাতে ছোট্ট পানির হাতল ধরে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকেন জীবন বাঁচাতে। অক্সিজেন সিলিন্ডার বিহীন, তুষারে প্রায় জমে যাওয়া শরীর নিয়ে পরদিন সকালে আবার এক'পা দু'পা করে যাত্রা শুরু করেন। অবশেষে ৪০ ঘন্টা পর সহযাত্রীদের কাছে ফিরে আসেন। ৩২ বছর বয়সে তিনি কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীরই অপর একটি চুড়া আরোহণ করতে গিয়ে তুষারধ্বসের শিকার হয়ে চিরতরে হারিয়ে যান।

রাইকোট হিমবাহ

নাঙা পর্বতের নিম্নদেশ দিয়ে নেমে এসেছে খরস্রোতা নদীর মত চওড়া রাইকোট হিমবাহ। ছাইরঙা ধুলো-বালিতে ঢেকে গেছে হিমবাহের উপরিভাগ। মাঝে মাঝে পট পট শব্দ তুলে হিমবাহের চাঁইগুলো ভেঙে পড়ছে। হিমবাহের নীচ দিয়ে বরফগলা পানির স্রোত বিপরীত দিকে বহু দূরে সিন্ধু নদের সাথে মিশেছে। উপর থেকে দিগন্তপ্রান্তে নীল ধোঁয়াশায় সিন্ধু অববাহিকার আবছা দৃশ্যপট ভেসে ওঠে। আমরা বেলা শেষের নরম আলোয় নাঙা পর্বতের নর্থ ফেসের সুবিশাল শৈলচূড়া আর গাত্রদেশের দিক-বেদিক খুটিয়ে খুটিয়ে দেখি। আরশাদ যিয়া স্যার আমাকে সূরা আর-রহমান থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শোনাতে বললেন। আমি প্রথম ১৩টি আয়াত শোনালাম। সহযাত্রীরা গোল হয়ে বসে মনোযোগ দিয়ে শোনে। আবেগাপ্লুত হয়। পর্বতের কোলে বসে সে সময়ের অনুভূতি বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

সন্ধ্যার আগমনীবার্তা দেখে বেসক্যাম্প পর্যন্ত না গিয়ে আমরা ফেরার সিদ্ধান্ত নেই। বেয়াল ক্যাম্প এসে ঝর্ণার পানিতে ওযূ করে সংলগ্ন কাঠের মসজিদে যোহর ও আছরের ছালাত আদায় করা হ'ল। পথে বিস্কুটের প্যাকেট, পানির বোতল ইত্যাদি যা কিছু ব্যবহার করেছিলাম, তা পথে নিক্ষেপ না করে সাথে নিয়েছিলাম। তা দেখে সহযাত্রীরাও একইভাবে সাথে নিয়ে নিল। ফেয়ারী মিডোস ক্যাম্পে পৌঁছে সেগুলো আমরা ডাস্টবিনে ফেললাম। এক এভারেস্ট অভিযাত্রীর বর্ণনায় পড়েছিলাম তাদের টীম কিভাবে পাহাড়ে পরিবেশ দুষণ রোধে কাজ করেছিলেন। সেই শিক্ষাটা এখানে এসে কাজে লাগল। আলহামদুলিল্লাহ পাকিস্তানে সব সফরে এ কাজটি সচেতনভাবে করার চেষ্টা করেছি এবং অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছি।

যখন ফেরত এলাম তখন রাত হয়ে গেছে। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। খাবার তৈরীই ছিল। রুটি আর চিকেন কোর্মা। একে একে সবগুলো দল ফিরে এল। খাবার শেষে উন্মুক্ত চত্বরে আগুন জ্বালিয়ে শুরু হ'ল ক্যাম্পফায়ার। বরফ শীতল চাঁদনী রাতে আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসল সবাই। কুরআন তেলাওয়াতের পর শুরু হ'ল শায়েরী উৎসব। পাকিস্তানীদের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এরা কাব্যপ্রিয় জাতি। কবিতার প্রতি এদেশের ছেলে-বুড়ো সবাই অস্বাভাবিক রকম অনুরক্ত। ইকবাল, গালিব, আলতাফ হোসাইন হালী প্রমুখ বিখ্যাত উর্দূ কবির কবিতা ও গযল তাদের মুখে মুখে। কেউ বক্তব্যে কাব্যাংশ উল্লেখ করা মাত্র তা শ্রোতাদের মাঝে যেভাবে ঝংকার তোলে, তা থেকেই বোঝা যায় এদের কাব্যপ্রিয়তা কোন স্তরের। যে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে শায়েরী প্রতিযোগিতা প্রায় অপরিহার্য। এর নিয়ম হ'ল কেউ একটি কবিতার লাইন বলবে, তার জবাব দেবে অন্য কেউ অপর একটি কবিতার লাইন দিয়ে। জবাবটা উপযুক্ত হলে মুকার্রার, মুকার্রার অর্থাৎ 'পুনরায় বল' বলে উৎসাহ দেয়া হয়। খুবই উপভোগ্য হ'ল উৎসবটি। এরপর স্যাররা নানা উপদেশ ও উৎসাহমূলক সব গল্প বললেন। দেশ-বিদেশে নিজেদের নানান অভিজ্ঞতার বয়ান দিলেন। চমৎকার একটি পর্ব ছিল এটি। সে রাতটিও কাটল তাবুতে রাত্রিযাপনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

পরদিন সকালে নাস্তার পর সমভূমিতে ফিরে যাওয়ার আয়োজন। ৩ ঘন্টা হাইকিং-এর পর টাট্টু, সেখান থেকে রাইকোট ব্রীজে পৌঁছে ১১০ জনের দলটি একত্রিত হ'তে বিকেল হয়ে যায়। সেখান থেকে রাইকোট ব্রীজ অতিক্রম করে আমরা গিলগিতের পথে রওনা হই। জাগলোট বাযারে এসে মাগরিবের ছালাত আদায় করা হ'ল। সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করে সুমসৃণ আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে রাত ৮টার দিকে আমরা হুনজা ভ্যালিতে পৌঁছি। বিভিন্ন হোটেলে ভাগ গেল দলটি। আমাদের ভাগে পড়ল হোটেল হায়দার ইন। এই মধ্য আগস্টেও আবহাওয়া যথেষ্ট শীতল। লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

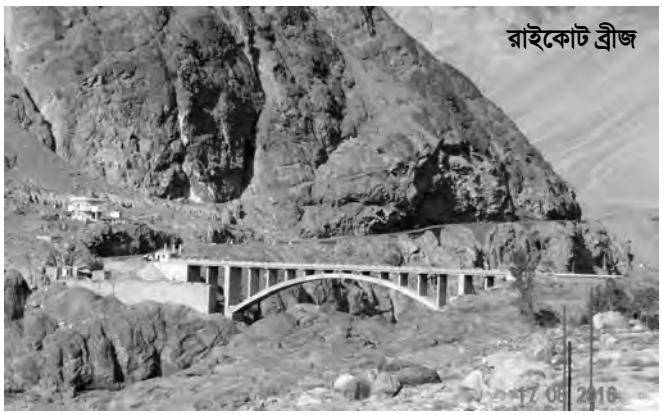
রাইকোট ব্রীজ

পরদিন সকালে ফজর পড়ে বাইরে বের হলাম। রাস্তার অপর পার্শ্ব থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে উপত্যাকা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটি আপার করীমাবাদ। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ইসমাঈলী বা আগা খানী। অনেক নীচে হুনজা নদী এবং অপরপার্শ্বের গ্রাম গানিশ দেখা যায়, যেখানে ৬৫ শতাংশ অধিবাসী বারো ইমামে বিশ্বাসী শী'আ। উল্লেখ্য যে, হুনজা ভ্যালীর অধিকাংশই শী'আ সম্প্রদায়ের।

ঐতিহাসিক তথ্যমতে, ১০০০ বছর পূর্বে প্রথম মুসলিম হিসাবে এ অঞ্চলে যিনি আসেন তিনি ছিলেন ইসমাঈলী শী'আ। তিনি এখানে বিবাহ করে স্থায়ী হয়ে যান এবং তার বংশধরদের মাধ্যমেই ইসমাঈলী আক্বীদার বিস্তৃতি ঘটে। সাধারণভাবে এরা খুব শান্তিপ্রিয় জাতি। একান্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে সাধারণ জীবন যাপন তাদের। ফলে রোগ-বালাই থেকে তারা অনেকটাই মুক্ত। বলা হয়ে থাকে যে, বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণের কারণে হুনজা সম্প্রদায় পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী সম্প্রদায়।

রাস্তা যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ ফলের ক্ষেত। আপেল, আঙ্গুর, খোবানী, চেরী প্রভৃতি ফল থোকায় থোকায় ঝুলছে। নীচে নেমে এক বাগানে তারার মত আপেলে ছেয়ে থাকা একটি বড় গাছ থেকে আপেল পেড়ে খেলাম। জীবনের প্রথম। অদ্ভুত তৃপ্তিতে মনটা ভরে গেল। আগেই শুনেছিলাম যে, এখানে পর্যটকদের জন্য ফলমুল ফ্রী। যে যত খুশী পেড়ে খেতে পারে। সুতরাং মনের আনন্দে নানা প্রজাতির আপেল, খোবানী আর আঙ্গুর পেড়ে হোটেল রুমে নিয়ে আসলাম সাথীদের জন্য। ওর ঘুম ভেঙ্গে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে গেল।

সূর্য ঝকমকিয়ে উঠলে আমি আবারও বের হই। শহরের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে বরফমোড়া সুউচ্চ পাহাড়ের রাজ্য। এর মধ্যে ৪টি পর্বতশৃঙ্গ ৭ হাযারী (মিটার)। আরও ৩টি রয়েছে ৬ হাযারী (মিটার)। এগুলো হ'ল অনিন্দ্য সুন্দর রাকাপোশী (৭৭৮৮ মি.), উল্টার সার (৭৩৮৮ মি.), ডুয়ানসির (৭৩২৯ মি.), ঘেন্টাসার (৭০২৯ মি.), হুনজা পীক (৬২৭০ মি.), দারমিয়ানী পীক (৬০৯০ মি.) এবং লেডি ফিঙ্গার পীক (৬০০০ মি.)। এর মধ্যে রাকাপোশী এবং লেডি ফিঙ্গার পিকটি দেখার মত। সবগুলো পীকই বিজীত হয়েছে ইউরোপীয় পর্বতারোহীদের হাতে। শহরের এক প্রান্তে প্রাচীন শাসকদের বাসস্থান বালতিত ফোর্ট-এর ঈগল'স নেস্ট পয়েন্ট থেকে ৭টি পীকই চমৎকারভাবে নযরে আসে। লালটে ফর্সা কেতাদুরস্ত বৃদ্ধ হোটেল মালিক আমাদেরকে পর্বতশৃঙ্গগুলো চিনিয়ে দিলেন।

পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে বিদেশী পর্যটক দেখা যায় কালে-ভদ্রে। কেবল আফগানী এবং চাইনিজই দেখা যায় সাধারণতঃ। তবে হুনজায় অনেক জাপানী, কোরিয়ান এবং ইউরোপীয় পর্যটক দেখা গেল। একজন ইউরোপীয় পর্যটককে দেখলাম মটরসাইকেল নিয়ে এসেছেন। জানা গেল, ইউরোপ থেকে পুরো সফরে তিনি এই বাইক চড়ে এসেছেন পাকিস্তান পর্যন্ত। এখান থেকে আবার সম্ভবতঃ চীনে যাবেন।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য খানজেরাব পাস। যেটি পাকিস্তান চীনের মাঝে বানিজ্যিক যোগাযোগের একমাত্র স্থলপথ। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু আন্তর্জাতিক বর্ডার ক্রসিং এটি। ওপারে চীনের ঝিনজিয়াং প্রদেশ, যেখানে তুর্কিস্থানী চায়না বা উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করে। সকালের নাস্তা দশটার মধ্যে আমরা রওনা হলাম। যেতে হবে আরও প্রায় ১৮০ কিলোমিটার। *(ক্রমশ)*

ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউনের ইসলাম গ্রহণ

[সচেতন পাঠক একটু চিন্তা করলেই আমাদের সাথে একমত হবেন যে, আমাদের চারপাশে এমন অনেক অতি সচেতন পিতা-মাতা আছেন যারা ২০-২২ বছর বয়সকে ছিয়াম পালন, ছালাত আদায়, হিজাব মেনে চলা তথা ইসলাম চর্চার জন্য উপযুক্ত মনে করেন না এবং তাদের নাবালক দুধের সন্তানদের (!) এসব ফরয ইবাদত পালন করা থেকে বিরত রাখেন। অথচ তারা জানেন না যে, বিশ্বের নানা প্রান্তে এমন কতক মানুষ আছেন যারা এই কচি বয়সেই তাদের আপন কর্মগুণে বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি লাভ করেছেন। অত্র নিবন্ধে এমনই একজন মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যিনি মাত্র ২০ বছর বয়সে খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯৯৭ সালে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমেরিকার বিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ এই শিক্ষক ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউন বর্তমানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত অবদান রেখে চলেছেন।]

জীবন ও কর্ম : ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউন একজন আমেরিকান ইসলামী শিক্ষাবিদ, যিনি বর্তমানে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা এবং মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। পিতা জোনাথন সি. ব্রাউন এবং মাতা নৃ-তত্ত্ববিদ এ্যালেন ক্লিফটন প্যাটারসন দম্পতির পরিবারে নবাগত সদস্য হিসাবে জোনাথন এ.সি. ব্রাউন ১৯৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের একুশতম বসন্তে পদার্পণ করার অব্যবহিত পরেই তিনি ১৯৯৭ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। যদিও বাল্যকালে তিনি খ্রিষ্টীয় এ্যাংলিকান চার্চের অনুসারী হিসাবে লালিত-পালিত হন। ওয়াশিংটন ডিসির জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোনাথন ব্রাউন ২০০০ সালে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ সেন্টার ফর এ্যারাবিক স্টাডি এবরোড-এর অধীনে ১ বছর যাবৎ আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক থট-এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ড. ব্রাউন ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিয়াটলে অবস্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও সভ্যতা বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ২০১০ সাল থেকে অদ্যবধি তিনি জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা এবং মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্পর্ক বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। অধিকন্তু তিনি আমেরিকার কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন্স-এরও একজন খণ্ডকালীন সদস্য।

ইসলামী সাহিত্যে অবদান : ড. ব্রাউন হাদীছ, ইসলামী আইন, ছূফীবাদ, আরবী অভিধান, প্রাক ইসলামী কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে বেশকিছু মূল্যবান বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন। বর্তমানে তিনি ইসলামী সভ্যতার ঐতিহাসিক সমালোচনা ও জালিয়াতির ইতিহাস এবং ইসলামী চিন্তাধারায় পরবর্তী সুন্নী এবং সালাফীদের মধ্যে আধুনিক যুগের দ্বন্দ্ব বিষয়ে গবেষণা করছেন। গবেষণার প্রয়োজনে তিনি মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক, মরক্কো, সঊদী আরব, ইয়েমেন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

রচিত গ্রন্থসমূহ :

১. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১ ইং)।

২. হাদীছ : মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আদর্শের বাস্তবতা (২০০৯ ইং)।

৩. বুখারী ও মুসলিম শরীফের সংকলন: সুন্নী হাদীছ সংকলন পদ্ধতি ও তার ব্যবহারিক নীতিমালা (২০০৭ ইং)।

এসব গ্রন্থ ছাড়াও আরও কিছু বই এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়ের উপর বিশ্বের কয়েকটি জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত জার্নালে ড. ব্রাউনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যা আন্তর্জাতিক জ্ঞানী মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইসলাম গ্রহণের কাহিনী :

প্রশ্ন : *আমরা কি আপনার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি?*

ড. ব্রাউন : একজন এ্যাংলিকান তথা আমেরিকায় অবস্থিত ইংলিশ চার্চ ভুক্ত খ্রিষ্টান হিসাবে আমি বড় হয়েছি। কিন্তু আমাদের পরিবার খুব একটা ধার্মিক ছিল না। তাই ঠিক খ্রিষ্টান হিসাবে আমি বেড়ে উঠিনি। যদিও আমি সবসময় সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতাম। জর্জটাউন কলেজের ১ম বর্ষে পড়ার সময় আমি ইসলামের উপর একটি সাবজেক্ট নেই। ক্লাসটি নিতেন একজন মুসলিম শিক্ষিকা। তাঁর আলোচনা আমার কাছে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর লাগত। আমি অনুধাবন করলাম যে, সারা জীবন ধরে আমি যা বিশ্বাস করে এসেছি সে বিষয়গুলিই তিনি আলোচনা করেন। যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি, বিচারবুদ্ধির ধারণা, যুক্তি এবং ধর্মের সামঞ্জস্যতামূলক অবস্থানের ধারণা, ধর্মের উচিত মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করা, জীবনকে কঠিন করে তোলা বা ভোগান্তির মধ্যে ঠেলে দেয়া নয় ইত্যাদি ধারণা। যখন সেমিস্টার সমাপ্ত হলো তখন বাস্তবিকই আমি নিজেকে একজন মুসলিমের মত অনুভব করতে লাগলাম। সেই গ্রীষ্মে

অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে ইসলামের উপর লিখিত প্রচুর বই পড়লাম এবং সারা ইউরোপ ও মরক্কো সফর করলাম। অতঃপর সফর থেকে ফিরে কলেজে ঢোকার পরপরই ২য় বর্ষের শুরুতেই আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে মুসলিম ঘোষণা করলাম।

প্রশ্ন : *এর পূর্বে কোন মুসলিমের সাথে কি আপনার যোগাযোগ ছিল?*

ড. ব্রাউন : না, আমার মনে পড়ে না। ইসলাম শিক্ষা ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কোন মুসলিমের সাথে আমার পরিচয় ছিল না।

প্রশ্ন : *মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আপনার লেখা বইটার কথা আমরা সবাই জানি। সম্প্রতি জানলাম যে, আপনি নাকি নতুন আর একটা বই লিখছেন?*

ড. ব্রাউন : হ্যাঁ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের একটি ধারাবাহিক প্রকাশনা কার্যক্রম আছে সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই শিরোনামে। একই শিরোনামে তারা অনেক বিষয়ের উপর বই প্রকাশ করেছে। যেমন: ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই ধারাবাহিক প্রকাশনার অংশ হিসাবে তারা আমার বইটা প্রকাশ করবে। বইটি আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরই লিখেছি। বইটি তারা এককভাবেও প্রকাশ করবে এবং এই সিরিজের একটি অংশ হিসাবেও প্রকাশ করবে। তবে একটু দেরী হচ্ছে কারণ প্রকাশের পূর্বে তারা আমার পাণ্ডুলিপি পাকিস্তানে পাঠিয়েছে এই মর্মে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, বইতে মুসলিমদের জন্য অপমানজনক কিছু আছে কি না তা যাচাই করার জন্য। আমি তাদের বলতে চেয়েছিলাম, দেখুন আমি নিজে একজন মুসলিম। বইটির মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই মুসলমানদের রচিত। এতে মুসলিমদের জন্য অপমানজনক কিছু নেই। বইটি লেখার পূর্বে বেশ কয়েকজন পশ্চিমা ঐতিহাসিকের শরণাপন্ন হয়েছিলাম শুধু এটা জানতে যে, তারা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কিভাবে মূল্যায়ন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় আমি পেয়েছি সীরাহ এবং হাদীছ গ্রন্থসমূহে।

প্রশ্ন : *আপনাকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর* ***কোন বৈশিষ্ট্যটি*** *সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে?*

ড. ব্রাউন : সম্ভবত সকল পরিস্থিতিতেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমেরিকাতে ধর্মের মহাপুরুষদের আমরা শুধু একই রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরূপে পেয়ে থাকি। উদাহরণস্বরূপ যীশু সবসময় দয়ালু এবং ক্ষমাশীল। কিন্তু আপনি তো সব সময় ক্ষমাশীল হতে পারেন না বা পারা উচিৎও না। কখনও হয়ত আপনাকে কোমল ও মধুর আচরণ করতে হবে, কখনও দ্বিধাহীন ও কঠোর হতে হবে, কখনও বা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে আবার হয়ত অন্য সময় আপনাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা নয় যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আপনার আচরণ একাধারে শুধু একটি নীতিই অনুসরণ করে যাবে; বরং আপনাকে পরিস্থিতি বোঝার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং সে মোতাবেক সর্বোত্তম উপায়ে কাজ করতে হবে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই কাজটিই খুব দক্ষতার সাথে করতে জানতেন এবং আমার মতে এটিই তার চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রশ্ন : *আজ মুসলিমরা কি তাঁর শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারছে?*

ড. ব্রাউন : আমি মনে করি মুসলিমদের এই ব্যাপারটি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মহানবী (ছাঃ) কতটা আদর্শবাদী এবং সক্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে আদর্শ জীবন-যাপন করতেন এবং সাথে সাথে এটাও জানতেন কিভাবে নিজের আদর্শ প্রচার করতে হয় এবং কিভাবে কথার মাধ্যমে মানুষের অন্তর জয় করতে হয়। তিনি আরও জানতেন কিভাবে কথা বললে মানুষকে নিজের অনুগামীতে পরিণত করা যায়। তিনি সবসময় খুব কঠোরতা বা খুব কড়া ও নির্মম নীতিপরায়ণতা দেখাতেন না। তিনি জানতেন আল্লাহর বাণী কিভাবে উপস্থাপন করলে তা প্রত্যেক মানুষের জন্য অনুধাবনযোগ্য হতে পারে।

তাই তিনি আল্লাহর একই বাণীকে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন না ঘটিয়ে ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতেন অর্থাৎ বিষয়বস্তু একই, তবে উপস্থাপনভঙ্গি আলাদা। এটা খুব কার্যকর পদ্ধতি। আমার মনে হয় মুসলিমরা যখনই নিজেকে ধার্মিক বলে ভাবতে শুরু করে তখন তারা কোন কোন বিষয় হারাম তা ঘোষণা করতে মনোযোগী হয়। তবে সত্যিই যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হয়, তবে সবসময় আগে চিন্তা করা উচিৎ কোন কোন জিনিস হালাল বা যথার্থ। দ্বীনকে অনুসরণের জন্য এটা সত্যিই খুব কার্যকর পদ্ধতি। একজন পরিপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হতে গেলে এ নীতির বিকল্প নেই।

প্রশ্ন : *ইউরোপ ও আমেরিকায় আজ মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিছু ব্যক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু, এটা কেন?*

ড. ব্রাউন : প্রথমত: অজ্ঞতা। সাধারণ মানুষ ইসলাম অথবা নবী (ছাঃ) সম্পর্কে আসলে কিছুই জানে না। তারা কেবল শুনে থাকে যে, মুসলিমরা সন্ত্রাসী এবং ইসলাম একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম। সুতরাং তাদের ধারণা মহানবী (ছাঃ)-কে অবশ্যই সন্ত্রাসের উৎস এবং এর প্রতীক হতে হবে। এটাই হল সবচেয়ে বড় কারণ। যা অনেকটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কেন মুসলিম বিশ্বের সাথে পশ্চিমা দেশগুলোর এত সংঘাত? এর কারণ হল পশ্চিমা দেশগুলো অন্যায়ভাবে মুসলিম দেশগুলো আক্রমণ করছে এবং দখল করে রাখছে। যার জের ধরে তৈরী হচ্ছে রাজনৈতিক সমস্যা।

আর একে কেন্দ্র করে পশ্চিমারা মুসলমানদের সন্ত্রাসীরূপে চিত্রিত করছে। কেননা মুসলিমরা তাদের যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এই সংঘাত নতুন নয়; এর এক লম্বা ইতিহাস রয়েছে।

Contents

তবে বর্তমান সময়ে মহানবী (ছাঃ)-কে যে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা সহকারে চিত্রিত করা হচ্ছে, তার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে এটা একটা রাজনৈতিক সংঘাতের ফলশ্রুতি। আর সেই কারণে যদি রাস্তার কোন সাধারণ লোককে যদি ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলতে বলেন তবে দেখবেন তার মনে আসা শব্দগুলো হল সন্ত্রাসবাদ, নবী মুহাম্মাদ, চরমপন্থা, তলোয়ার, সহিংসতা ইত্যাদি। এই মিথ্যা কল্পনার পুনরাবৃত্তি চলে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

প্রশ্ন : *মুসলিমদের এ ব্যাপারে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

ড. ব্রাউন : মুসলিমদের উচিত হবে তাদেরকে সঠিক জ্ঞান দানের জন্য যথাসাধ্য পদক্ষেপ নেয়া। কেননা সাধারণ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। বেশীরভাগ মানুষকে যদি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী শোনানো হয় যে, মক্কায় কোন সংঘাত ছাড়াই কিভাবে তিনি ১৩ বছর কাটিয়ে দিলেন, যদিও মক্কার মুশরিকরা তার প্রতি অত্যাচার করেছিল, তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। আমি মনে করি, প্রতিদিনই কাগজে লিখে হোক আর ইন্টারনেটে লিখে হোক মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

প্রশ্ন : *ইউরোপে দিনের পর দিন ইসলামের ব্যাপারে প্রতিকূলতা এবং মিডিয়ার অপপ্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে কি অবস্থা?*

ড. ব্রাউন : যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা খুব কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এখানে সাংবিধানিকভাবেই ধর্মচর্চার অধিকার সুরক্ষিত। এখানে ক্লাস বা কাজ ছেড়ে দিয়ে খুব সহজেই ছালাত আদায় করতে যাওয়া যায়। এই অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। হিজাব পরার কারণে কোন প্রতিষ্ঠান যদি কোন মহিলার সমালোচনা করে তবে তিনি আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন অনায়াসেই। অবশ্য সন্ত্রাসবাদ নামক জুজুর ভয়ে অনেক সময় সরকার কোন কারণ ছাড়াই মুসলিমদের হয়রানি করে থাকে। এই ধারণা থেকে যে একজন প্যাক্টিসিং মুসলিম হল জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাদের ধারণা এ সকল মুসলিমরা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির সাথে একমত নয়। অথচ মজার ব্যাপার হল, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার থেকে অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সাথে একমত নন। কিন্তু একই অধিকার একজন মুসলিম চর্চা করলে তিনি হয়ে যান সম্ভাব্য চরমপন্থী ও মৌলবাদী (!)। ৯/১১-এর পর সেখানে একটা আইন পাস করা হয় যা প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট নামে পরিচিত। এই আইনের বলে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ঢালাওভাবে যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। বিনা অনুমতিতে ফোনকল রেকর্ড, যে কাউকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করার অধিকার দেয়া হয়েছে এ আইনে। আর কিউবার কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে কারাগারে মুসলিম নির্যাতনের বর্বরতা তো আজ বিশ্ব মানবতাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন : *সম্প্রতি জানা গেছে যে, মুসলিম শিক্ষার্থীদের সকল তথ্য নাকি সিআইএর কাছে সংরক্ষিত থাকে?*

ড. ব্রাউন : এই ধরনের ঘটনা প্রচুর ঘটছে যা আমেরিকার সর্বত্র সমালোচিত হচ্ছে। সরকার সংবিধান পরিপন্থী কাজ করছে এই অভিযোগে অনেক অমুসলিম আমেরিকানও এই নীতির বিরোধিতা করছে। সরকার কখনোই আপনার ফোনে আড়ি পাততে পারে না, যতক্ষণ আদালত অনুমতি না দেয়।

ছাত্রদের উপর এত নযরদারিও করতে পারে না। এমনকি যদি কেউ লাইব্রেরীতে গিয়ে কোন বই ইস্যু করে তবে সরকার সেটাও খতিয়ে দেখবে যে, সে কি ধরনের বই পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র তার মুসলিম নাগরিকদের অন্য দেশেও পাঠাচ্ছে নির্যাতন করার জন্য। এটা একটা বিরাট বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিমরা যেমন এই আইনের বিরোধী, তেমনি অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই এই অন্যায়ের ঘোর বিরোধী।

প্রশ্ন : *মুসলিম শিক্ষাবিদ হিসাবে আপনি কি কখনো এমন বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন?*

ড. ব্রাউন : না, এমন অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি। তবে আমি যথার্থ উদাহরণ নই। কারণ আমার নাম জোনাথন ব্রাউন। আমার নামে বোঝা যায় না যে আমি কোন মুসলিম দেশের মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে আমার নাম বা চেহারার কারণে কোন ঝামেলার সম্মুখীন হইনি এখনও। একজন মুসলিম শিক্ষাবিদ হিসাবেও কোন সমস্যা পোহাতে হয় নি। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সাধারণ জনগণ মুসলিমদের অভিব্যক্তি জানতে অত্যন্ত আগ্রহী।

প্রশ্ন : *মুসলিম দেশ তুরস্ককে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?*

ড. ব্রাউন : দেশটি আমার পসন্দের তালিকায় শীর্ষে আছে। আমি জানি এখানে মুসলিমরা খুব কঠিন অবস্থায় রয়েছে। তবুও আমি এদেশকে ভালবাসি। কারণ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে যখনই খুশী মসজিদে ছালাত আদায় করা যায়। আর এখানকার খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু। মাঝে মাঝে আক্ষেপ হয়, আহ! তুর্কী ভাষাটা যদি রপ্ত করতে পারতাম! আমি আসলে আরো অনেক কিছু জানতে চাই। তবে ইসলাম চর্চার জন্য তুরস্কের পরিবেশ খুব জটিল। তুর্কীদের প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু এটা সত্যিই খুব জটিলতাপূর্ণ একটা দেশ।

প্রশ্ন : *মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের এত অভাব কেন?*

ড. ব্রাউন : সত্যিই, মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের আজ বড়ই অভাব। এর অন্যতম কারণ হলো মানুষ কেবলই ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। ফলে আমরা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারছি না। মুসলমানদের অনেকেই মনে করে যদি কারো সাথে কোন একটি বিষয়ে দ্বিমত হয় তবে তার সাথে আর কাজ করা যাবে না। কিন্তু এটা খুব তুচ্ছ ব্যাপার। কেননা আপনি কখনোই সবার সাথে শতভাগ একমত হতে

পারবেন না। তাই ভিন্নমতের চেয়ে সর্বদা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ খুঁজতে হবে। এটাই কল্যাণকর।

প্রশ্ন : *আপনি কি মনে করেন, এমন এক বা দুইটি রাজনৈতিক শক্তি থাকা দরকার যারা মুসলিমদের নেতৃত্ব দিবে? যেমন ধরুন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কি ওআইসির অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে?*

ড. ব্রাউন : এটা একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইস্যুগুলোতে যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পরস্পর সমঝোতায় আসতে পারে তবে অচিরেই তারা সংঘবদ্ধভাবে অন্যান্য দেশগুলোর সাথে দর কষাকষি করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। ধরুন ফ্রান্সের মত কোন দেশ যদি মুসলিম নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে, তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একযোগে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে এবং প্রয়োজনে সে দেশকে বর্জন করতে হবে। কেননা কেউ যদি তার ধর্মীয় পোশাক পরিধান করতে চায় তবে এটা তার একান্ত মৌলিক অধিকার।

আমি নিশ্চিত যে, আমার মত কোন মার্কিন নাগরিকই স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চায় বাধা প্রদানে একমত হবেন না। এটা একটা দিক। আরেকটা দিক হল মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকে রাজনৈতিক প্রভাব রাখার মত শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যখনই কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোন মুসলিম দেশ আক্রমণ করতে চাইবে তখন কোন মুসলিম দেশই তা সমর্থন করবে না এবং আক্রমণকারীদেরকে নিজস্ব আকাশসীমা এবং স্থলভাগ ব্যবহার করার অনুমতি দিবে না।

যাইহোক মুসলমানদের এই ঐক্যজোট স্বয়ং আমেরিকার জন্যও মঙ্গল বয়ে আনত। কেননা বেশিরভাগ আমেরিকান এখন বুঝতে পেরেছে যে, ইরাক আক্রমণ ছিল ইতিহাসের একটি অন্যতম ভুল সিদ্ধান্ত। তাদের মতে, যদি মুসলিম যুক্তরাষ্ট্রকে এ আগ্রাসন চালাতে বাধা প্রদান করত তবে হয়তো লাখ লাখ ডলার আর নিরীহ মানুষের জীবনের অপচয় রোধ করা সম্ভব হতো।

প্রশ্ন : *পরিশেষে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে আপনি কি কোন উপদেশ দিবেন?*

ড. ব্রাউন : কেউ যদি তোমাকে নছীহত প্রদান করে এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় তবে সেটা হবে তোমার জন্য পার্থিব জীবনের সেরা উপহার। আল্লাহু আকবার!

তথ্যসূত্র: বিডিইসলাম।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত বই

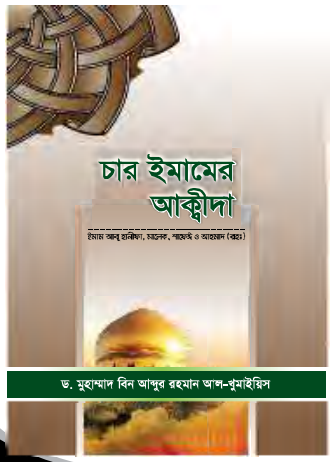

চার ইমামের আক্বীদা

ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

Contents

জীবনের বাঁকে বাঁকে

দাদীর ভালোবাসা

-সাদাত হোসাইন, ঢাকা।

-তোদের বংশ হইছে আকাট মূর্খ! এই বংশের পোলার হইব পড়ালেহা। হইব না। এই আমি কইয়া রাখলাম। তোরা করবি হালচাষ। গোয়ালভর্তি গোবর সাফ করবি।

ফোর ফাইভে পড়া আমার তখন পড়ালেখায় তীব্র অনীহা। আমাকে লক্ষ্য করে তাই আম্মার এমন বাণী বর্ষণ ছিল নিত্যকার ঘটনা। আমার কারণে আমার চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার! রেহাই নেই। এই বংশের ওপর আম্মার তীব্র ক্ষোভ। বিয়ের সময় ঘটকের ডাহা সব মিথ্যা কথায় আমার নানা-নানী বিভ্রান্ত হয়েছিলেন বলেই এমন গোয়ার-গোবিন্দ, বকলম, মূর্খ বংশে আম্মাকে আসতে হয়েছে বলে আম্মার আফসোসের সীমা নেই। ঘটনা যেহেতু ঘটেই গেছে, এখন কি আর করা! ছেলে দুইটাকে পড়াশোনা করিয়ে এই বংশের ধুলা-বালি, কাদা-জল মুক্ত করতে পারলেই শান্তি! কিন্তু আম্মার সেই প্রচেষ্টা প্রায়শই সীমহীন শংকার মুখে পড়ে। পড়াশোনা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। বরং খাঁখাঁ রোদের দুপুর বেলায় যখন চাষিরা ক্ষেতের আলে বসে কাজের অবসরে কাঁচা লংকা দিয়ে গপগপ করে ভাত খায়, আমার কাছে এ ঢের লোভনীয়!

আম্মার অবশ্য চেষ্টার অন্ত নেই। বাবা-সোনা-মানিক বলে বোঝানো থেকে শুরু করে চটের বস্তার সাথে চকচকে ধারালো দা-বটি নিয়ে কল্লা কেটে সেই বস্তায় ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার হুমকী পর্যন্ত! কোন চেষ্টাই আম্মা কখনো বাদ রাখেন নি। কিন্তু বিশেষ এক প্রাণীর লেজ যেমন কখনো সোজা হয় না, তেমনি এই বংশের পোলাপানের পড়ালেখার স্বপ্ন দেখাও বৃথা! আম্মার চেষ্টা, আফসোস এবং বকাঝকা তাই চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকে!

সেদিন ভোরে ঘুমঘুম চোখে বাড়ি থেকে বের হয়েছি মক্তবে যাব। কিন্তু গেছি ফকিরদের জঙ্গলে। সেখানে আরও কয়েকজনের সাথে বিশাল মার্বেল খেলার ম্যাচ। আমাদের সকলের বগলের তলে আমপারা আর রেহাল। মাথায় টুপি। আমরা মার্বেল খেলার উত্তেজনায় নিমগ্ন। দিন-দুনিয়ার কোন খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কারো শক্ত হাতের বজ্র আঁটুনি আর পিঠের উপর কাঁচা ডালের শপাং শব্দে ফিরে তাকাই!

আম্মা! সাক্ষাৎ যমদূত হলেও বোধহয় এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল!

ঘরের দরোজা আটকে মনের সুখে পিটিয়ে, দুনিয়ার যত গালমন্দ করে, চিৎকার করে আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করেও যখন আমার কাছ থেকে কোন ধরনের বিদ্যাসাগর হওয়া সংক্রান্ত আশ্বাস পেলেন না, তখন সেই দা-বটি আর বস্তা থেরাপি শুরু। আজ আমার কল্লা কেটে বস্তায় ভরে যদি নদীতে না ভাসাচ্ছেন, তাহলে তিনি সর্দার বংশের মেয়েই না।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শুন্য গোয়াল ঢের ভালো!

আমার কান তখন শেয়ালের মত উৎকর্ণ! বু কই? বু! এখনো আসেনা কেন! ত্রাতা! আমরা আমাদের দাদীকে বু বলে ডাকি। আমার হাতভর্তি তখন বড় বড় ঘামাচি। সেই ঘামাচি মনের সুখে গায়ের জোরে চুলকালে ঘামাচির মাথা ফেটে টলটলে রক্তফোঁটা বের হয়। বু কোথাও ঘুরতে গিয়েছিলেন। কেবলমাত্র বাড়িতে ঢুকেছেন। তার গায়ের গন্ধ শুকে আমি বলে দিতে পারি। আমি সমানে আমার হাতের ঘামাচিগুলো চুলকাতে লাগলাম। আম্মা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন, ঘটনা কি? কি করে এ? করে কি?

আমার হাতের কনুই থেকে কব্জি অবধি তখন ফোঁটা ফোঁটা রক্তে সয়লাব। আচমকা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করলাম আমি, ও বু... বু রে... ও বু... আম্মায় আমারে মাইরা বটি দিয়া হাত কাইটটা ফালাইছে। ও বু... রক্ত বুউউউ... খালি রক্ত! ও বু! রক্ত...'

ঘরের দরজায় দড়াম দড়াম লাথি! আম্মার অবাক চোখ জড়সড়। দরোজা খুলতেই বু শক্ত হাতে আম্মার চুলের মুঠি ধরে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার, দাসীর ঘরের দাসী, তোর এত্তবড় সাহস! তুই আমার নাতীর গায় হাত দেস! তোর এত্তবড় সাহস। তোর হাত যদি আমি আইজ না কাটছিতো... তুই আমার নাতির গায় হাত দিছস, আমার নাতির গায়... !!

আমি দৌড়ে গিয়ে বুর আঁচলের তলায় লুকাই। কান্নার ভান করতে করতে সুযোগ বুঝে আম্মার ভীতসন্ত্রস্ত, হতভম্ব চোখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই ভেংচি কেটে দেই, 'বুঝছ মজা! আর মারবা!!'

বু আমাকে তার ঈষৎ কুঁজো শরীরে আদরে মমতায় থই থই কোলটাতে তুলে নেয়। তারপর তার চিড়া মোয়ার টিনের কৌটা খুলে খেতে দেন। তারপর আমাকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বের হন। আমার মা তখন ঘরের দাওয়ায় আঁচলে মুখ লুকিয়ে আক্ষেপে, হতাশায় তার যক্ষের ধন, স্বপ্নের চাবিকাঠি পুত্রধনের তার দাদীর লাই পেয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখে নীরবে চোখের জল ফেলেন।

এই বংশে বিয়ে করে তার জীবনটা তেজপাতা হয়ে গেলো।

বু তার বৃদ্ধ-কোঁচকানো হাতে আমার তুলতুলে কচি হাতখানা শক্ত করে ধরে উঠানের কোনা দিয়ে রাস্তায় নামেন, আর আম্মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, এহ আইছে! লন্ডন পাস পণ্ডিতের ঝী পণ্ডিত! তোর লন্ডন পাশের খেতা পুড়ি। আমার নাতীর শইলে আর একটা হাত দিলে হাত কুচিকুচি কইরা কাইটটা হাঁস-মুরগীরে খাওয়ামু। তোর এত্ত বড় সাহস! তুই আমার নাতীর শইলে হাত দ্যাস। আমার নাতীর শইলে হাত দিলে সেই ব্যাথা আমার শইলে লাগে! তুই বুঝস দাসীর ঘরের দাসী! আমার নাতীর পড়ালেখার দরকার নাই। আমার নাতীরে চাইরখান গরু কিন্না দিমু, সে হালচাষ কইরা খাইব! তোর কি? আমার নাতীরে মাইরা জজ বেরিস্টার বানাবি? তোর জজ ব্যারিস্টার আমি পাও দিয়াও পুছি না। থুঃ থুঃ মারি... থুঃ থুঃ...

আমি বুর অপার মমতা মাখা পানের গন্ধ ভরা আঁচলের ভেতর আরও খানিকটা ঢুকে যাই। বু তার দাঁতবিহীন ফোকলা মুখে হাসেন। তার মুখভর্তি পান। পানের রসে টুকটুকে লাল ঠোঁট। আমি বুর গলা জড়িয়ে ধরে খুব সাবধানে, বুর চোখ এড়িয়ে, বিজয়ীর ভঙ্গীতে আম্মার দিকে তাকিয়ে আরেকবার ভেংচি কাটি।

বু আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পৃথিবীর সব স্নেহ, সব আদর, সব মমতা, সব ভালোবাসা মেখে চুমু খান। সেই চুমু তার রক্তের, তার আত্মার।

আমি বুর গায়ের গন্ধে ঘুমিয়ে পড়ি। বু ঘুমন্ত আমাকে কোলে নিয়ে পাড়ার আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে হাঁটতে থাকেন। আর সেই ঘুমন্ত আমার সাথেই কথা বলতে থাকেন, হোন ভাই, মায়ের লগে বেদ্দপি করতে অয়না, মায়ের কথা শোনতে অয়। মায় কি আর খারাপ কিছু কয়?

সেই কথা শোনার সময় কই আমার? আমি তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মমতা আর ভালোবাসার গন্ধে মাখামাখি হয়ে স্বপ্নের দেশে।

Contents

কবিতা

সময় থাকতে

নুরমা খাতুন
গড়ের কাঁন্দা, বাঁকাল,সাতক্ষীরা।

শিরক, বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে
তওবা কর তুমি নওজোয়ান,
সব পীরকে ভুলে গিয়ে
হও মহাপ্রভুর দিকে আগুয়ান।
জ্ঞান থাকতে হারায়ে হুশ
যেওনা পীরের মাযারে
নিওনা পীরের তাবীয-কবয
পরিও না আপন শরীরে।
আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ছেড়ে
করো না আর কারো আনুগত্য
ফল পাবেনা কিছুই তাতে
শয়তানের দলে হয়ে যুক্ত।
ছেড়ে দিয়ে পীর পূজা আর কবর পূজা
করিওনা আর থাম্বা পূজা,
জান্নাত পাবার আশা কর
জান্নাত কি আর এত সোজা?
সঠিক পথের পথিক হয়ে,
দিবে কী বুঝ আল্লাহ্‌র কাছে?
সময় থাকতে খুঁজলে সরল পথ
দুনিয়াতে হবে মুমিন, পরকালে পাবে জান্নাত।

টাকা

-মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হায়াৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

টুকরো কাগজ রঙিন সাজে
আখ্যা পেল টাকা,
ধরার বুকে তার আলোকে
ঘুরছে জীবন-চাকা।
ছুটছে মানব তার পিছুতে
করতে পূরণ অভাব,
কত লোকের দিবা কালে
ভ্রষ্ট হচ্ছে স্বভাব।
লোভের তাড়ন বাড়ায় দহন
কারো দেহ-মনে,
রবকে ভুলে তাইতো চলে
হারাম রূযীর পানে।
ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব বাধে
টাকা বাড়ায় ঝাল,
মাতামাতির পরিণতি
যমীন করে লাল।
বউ-শাশুড়ি তর্ক ধরে
শ্বশুর পাকায় তাল
স্বামীর মনে খটকা লাগায়
করতে সংসার-বেহাল।
নেশার চোটে খুনি হতে
মাতাল নাহি ডরে,
দিন-দুপুরে পকেটমারে
পকেট খালাস করে।
টাকার নেশা বাধায় পেশা
চলে কসবি-বৃত্তি,
নারীর সতীত্ব টাকার খোরাক
এইতো বিশ্ব কীর্তি।
যোগ্য জনে আসন না পায়
আযোগ্যের হয় ঠাই,
নির্দোষী জন জেলের স্বজন
দোষীর সাজা নাই।
'মানি ইজ দা সেকেন্ড গড'
বলে কতক জনে,
শিরক বাক্য উচ্চারিতে
ডর জাগেনা মনে।
হায়রে টাকা! যায়না রাখা
হাতের ময়লা বনে,
হাত বদলের রঙ্গ খেলায়
ঘোরে জনে জনে।
হয়না কভু কবর সাথী
তবু টাকার ছলে
আটকা পড়ে মানব জাতি
মোহের বেড়াজালে।

অন্ধকার কবর

-আবু রায়হান
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

অন্ধকার কবর যেদিন
বিদায়ের ডাক দিবে
সেদিন তুমি শুন্য হাতে
চির বিদায় নিবে।
যারা তোমার এই ধরাতে
ছিল বেশী আপন
তারাই সেদিন নিজ হাতে
করবে তোমায় দাফন।
দু'দিনের এ দুনিয়াতে যারা
অন্যায় গেছে করে
বুঝবে সেদিন যেদিন যাবে
গহীন অন্ধকার কবরে।
কেউ হবে না সে দুর্দিনে
তোমার সফর সঙ্গী
দেখবে সেদিন সবাই বসে
তোমার মরণ ভঙ্গী।
সময় থাকতে এখনও তুমি
কর দ্বীনী শিক্ষা
তোমার জন্য অন্ধকার কবর
করছে অপেক্ষা।

সংগঠন সংবাদ

যুবসমাবেশ

(১) গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৬ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ টি এন্ড টি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা নূরুল ইসলাম প্রধান ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোয হোসাইন।

(২) যোগীপাড়া, নাটোর ১০ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বাগাতীপাড়া থানাধীন যোগীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে কম্বল ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

(৩) হাকিমপাড়া, থ্যাংখালী, উখিয়া, কক্সবাজার ৩রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় কক্সবাজার যেলার উখিয়া উপযেলাধীন হাকিমপাড়া গ্রামের ৭নং ক্যাম্পে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কর্তৃক ৫৬০ পিস টু-পার্ট কম্বল বিতরণ করা হয়।

কম্বল বিতরণকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সেক্রেটারী মুস্তাকীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম, সহ-সভাপতি আমীনুল ইসলাম, কক্সবাজার যেলা বারের সিনিয়র আইনজীবী ও কক্সবাজার যেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল আ'লা, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদ, প্রবাসী আব্দুল হাই (বগুড়া) প্রমুখ।

(৪) সুধী সমাবেশ : এদিন কক্সবাজার শহরের পাহাড়তলীতে নব নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অতঃপর বাদ জুম'আ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাজমুল হক এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ত্রাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে আগত শেখ সান্দ্রী শা'বান, আহমাদ সুশান্ত, দাদান জুনায়দী ও হেরমান প্রমুখ। সুধী সমাবেশ শেষে তাদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' ও 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ইংরেজী সংস্করণ হাদিয়া দেওয়া হয়।

(৫) লেদা, টেকনাফ কক্সবাজার ৬ নভেম্বর সোমবার :

অদ্য সকাল ১১-টায় টেকনাফ থানাধীন লেদা ক্যাম্পে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে ১ হাযার প্যাকেট মসলা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্যাকেটে ছিল ২ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন, ৫০০ গ্রাম সরিষার তেল ও ১ কেজি শুকনো মরিচ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর উপরোক্ত কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শাহ নেওয়ায মাহমূদ তানীদ প্রমুখ।

রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

(৬) সাতমাথা, বগুড়া ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় বগুড়া শহরের সাতমাথায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপরে বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে উক্ত মানববন্ধনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। মানববন্ধনে যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বহু শুভাকাংখী মানুষ যোগদান করেন ও রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য এবং মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

(৭) বনগাঁও, হরিপুর ঠাকুরগাঁও ২৪শে নভম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১টায় বনগাঁও ইসলামিক একাডেমীতে 'বাংলাদশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রাজিবুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি যিয়াউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মনওয়ারুল করীম প্রমুখ।

(৮) মহিষখোচা আদীতমারী, লালমনিরহাট ১৬ ও ১৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমনিরহাট যেলার সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলাম সভাপতিত্বে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন জাহিদ হোসেন, প্রধান উপদেষ্টা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-ময়মনসিংহ সাংগঠনিক যেলা, আযহার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ সাংগঠনিক যেলা, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মান্নান ও যেলার বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত কত শতাব্দীর ব্যবধান? উত্তর : দশ শতাব্দী।
২. মানবজাতির দ্বিতীয় নবী কে?
উত্তর : হযরত নূহ (আঃ)।
৩. দুনিয়াতে প্রথম রাসূল কে? উত্তর : হযরত নূহ (আঃ)।
৪. নূহ (আঃ)-এর এর কয়টি পুত্র ও তাদের নাম কি?
উত্তর : সাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম বা কেন'আন।
৫. নূহ (আঃ)-এর কোন পুত্র ঈমান আনেনি?
উত্তর : ইয়াম বা কেন'আন।
৬. নূহ (আঃ) পিতা (আদম (আঃ)-এর কততম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন? উত্তর : দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন।
৭. নূহ (আঃ) কতদিন জীবিত ছিলেন?
উত্তর : ৯৫০ বছর (সূরা আনকাবুত ১৪)।
৮. তিনি মহা প্লাবনের পর কতদিন বেঁচে ছিলেন?
উত্তর : ৬০ বছর।
৯. আবুল আরব বা আরব জাতির পিতা বলা হয় কাকে?
উত্তর : নূহের বড় পুত্র সামকে।
১০. পৃথিবীর প্রথম মূর্তি কোনটি? উত্তর : 'ওয়াদ।
১১. নূহ কোথায় বসবাস করতেন? উত্তর : ইরাকের মূছলে।
১২. নূহ (আঃ) সম্পর্কে কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ৮১টি।
১৩. নূহ (আঃ) সম্পর্কে কতটি সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ২৮টি।
১৪. পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক কি?
উত্তর : নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তিপূজা।
১৫. ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাসর কে ছিল?
উত্তর : আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের পাঁচজন ব্যক্তি, যারা নেককার ও সৎকর্মশীল বান্দা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এইসব নেককার লোকের মৃত্যুর পর শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তাদের পরবর্তীগণ মূর্তি বানিয়ে সরাসরি উপাস্য হিসাবে পূজা শুরু করে দেয়।
১৬. কিভাবে ও কোথায় ঐ মূর্তিগুলি ছিল?
উত্তর : 'ওয়াদ' ছিল বনু কালবের জন্য দূমাতুল জান্দালে, সুওয়া' ছিল বনু হোযায়েলের জন্য, ইয়াগূছ ছিল বনু গুত্বায়েফ-এর জন্য জুরুফ নামক স্থানে, ইয়া'উক্ব ছিল বনু হামদানের জন্য এবং নাসর ছিল হিমইয়ার গোত্রের বনু যি-কালা এর জন্য'।
১৭. নূহ (আঃ)-এর নৌকার আরোহী কারা ছিল?
উত্তর : জোড় বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর এক এক জোড় করে *(হূদ ১১/৪০; মুমিনূন ২৩/২৭)*।
১৮. নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁর বিরুদ্ধে কয়টি আপত্তি তুলেছিল?
উত্তর : ৫টি; (১) আপনি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। নবী হ'লে তো ফেরেশতা হতেন। (২) আপনার অনুসারী হ'ল আমাদের মধ্যকার হীন ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা। (৩) কওমের উপরে আপনাদের কোন প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় না (হূদ ১১/২৭)। (৪) আপনার দাওয়াত আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি বিরোধী। (৫) আপনি আসলে নেতৃত্বের অভিলাষী *(মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)*।
১৯. নূহ (আঃ) চূড়ান্তভাবে কি বদ দো'আ করেছিলেন?
উত্তর : হে প্রভু! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না'। যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহ'লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত *(নূহ ৭১/২৬-২৭)*।
২০. নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয় কিভাবে?
উত্তর : নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ও নির্মাণ কৌশল জিবরীল (আঃ) নূহ (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে সরাসরি অহির মাধ্যমে নূহ (আঃ)-এর হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়।
২১. তান্নুর ও তুফান কী?
উত্তর : 'তান্নুর' বলা হয় মূলত উনুন বা চুলাকে। এটি অনারব শব্দ, যাকে আরবী করা হয়েছে। 'তুফান' অর্থ যেকোন বস্তুর অত্যাধিক্য।
২২. নৌকার আরোহী ব্যক্তির সংখ্যা কত ছিল?
উত্তর : অতীব নগণ্য (হূদ ১১/৪০)। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন করে পুরুষ ও নারী মোট আশি জন। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মূছেল নগরীর যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' বা আশি নামে খ্যাত হয়ে যায় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর; হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।
২৩. নূহের নৌকাটি কোথায় নোঙর করেছিল?
উত্তর : 'জুদী' পাহাড়ে।
২৪. কোন কোন নবীর স্ত্রী জাহান্নামী?
উত্তর : নূহ ও লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রীদ্বয় *(তাহরীম ৬০/১০)*।
২৫. নূহ (আঃ)-এর পুত্র কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল?
উত্তর : 'ইয়াম' পাহাড়ে।
২৬. নূহের নৌকা কিভাবে চলছিল?
উত্তর : বিধ্বংসীরূপী প্লাবন এবং পাহাড়ের মত ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে নৌকা চলছিল *(হূদ ১১/৪০)*।
২৭. নূহের তুফানের সূচনা কোথা শুরু হয়েছিল?
উত্তর : ইরাকের মূছেল নগরীতে অবস্থিত নূহ (আঃ)-এর পারিবারিক চুলা থেকে পানি উথলে বের হওয়ার আলামতের মাধ্যমেই নূহের তুফানের সূচনা হয়েছিল। এটি প্লাবনের প্রাথমিক আলামত মাত্র।
২৮. কোন সূরায় ঐতিহাসিক তুফানের আলোচনা এসেছে?
উত্তর : সূরা হুদের বারোটি আয়াতে।
২৯. 'আরারাত' কি? উত্তর : একটি পর্বতের নাম।
৩০. নূহ (আঃ)-এর তুফানের সাথে সাম্প্রতিককালে ইন্দোনেশিয়ায় ঘটে যাওয়া কোন তুফানের কথা মনে পড়ে?
উত্তর : ২০০৪ সালে ২৬ শে ডিসেম্বরের 'সুনামির' কথা।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি বৈঠক কখন ও কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১লা নভেম্বর ২০১৭ ঢাকা (বাংলাদেশ)।
২. রোহিঙ্গাদের অবস্থা সরযমীনে দেখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) কোন প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসেন?
উত্তর : ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধান ফেডেরিকা মঘারিনি।
৩. কে ও কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা ৩দিনের সফরে বাংলাদেশ আসেন?
উত্তর : খ্রিষ্ট্রান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় নেতা পোপ ফ্রান্সিস।
৪. ২৭ অক্টোবর ২০১৭ পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর হিসেবে যাত্রা শুরু করে কোন স্থলবন্দর?
উত্তর : তামাবিল (সিলেট)।
৫. বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় স্থাপিত হবে?
উত্তর : নশিপুর (দিনাজপুর)।
৬. রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (RMP)-এর বর্তমান থানার সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১২টি।
৭. বর্তমানে দেশের উপযেলা কতটি?
উত্তর : ৪৯২টি।
৮. বর্তমানে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ৫ম।
৯. বাংলাদেশ বিশ্ব পরমাণু ক্লাবের কততম সদস্য?
উত্তর : ৩২তম।
১০. দেশের সর্ববৃহৎ বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হবে কোথায়?
উত্তর: পটুয়াখালীর পায়রায়।
১১. খুলনা-কোলকাতা রুটে চলাচলকারী ট্রেনের নাম কি?
উত্তর : বন্ধন এক্সপ্রেস।
১২. বাংলাদেশের একমাত্র কোন উপযেলায় ৪টি থানা রয়েছে?
উত্তর : চরফ্যাশন উপযেলায়।
১৩. (NASA)-এর বর্ষসেরা উদ্ভাবক কে?
উত্তর : মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশী)।
১৪. কত সাল নাগাদ পরমানু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে?
উত্তর : প্রথম ইউনিট ২০২৩ সালে ও দ্বিতীয় ইউনিট ২০২৪ সালে ।
১৫. এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রিখটার স্কেল ৭.৮ ভূমিকম্প হয়েছে কোন যেলায়?
উত্তর : পাবনায়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. উত্তর কোরিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন দেশ? উত্তর : সিঙ্গাপুর।
২. পাহাড়ের প্রভু নামে পরিচিত নেতার নাম কি?
উত্তর : ইরাকের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কুর্দিস্থানের নেতা মাসঊদ বারজানি।
৩. জিম্বাবুয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাগুয়া।
৪. স্বল্পোন্নত দেশগুলির মন্ত্রিপর্যায়ের সপ্তম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়।
৫. ICC (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত)-এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ১২৩টি।
৬. ২৫ অক্টোবর ২০১৭ কোন দেশ 'সোফিয়া' নামক রোবটকে নাগরিকত্ব দেয়?
উত্তর : সঊদী আরব।
৭. ২০১৬ সালের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্থ দেশ কোনটি?
উত্তর : হাইতি।
৮. ১৯৯৭-২০১৬ সালের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্থ দেশ কোনটি?
উত্তর : হন্ডুরাস।
৯. রেললাইন ছাড়া বিশ্বের প্রথম স্মার্ট ট্রেন চালু করেছে কোন দেশ?
উত্তর : চীন।
১০. বর্তমান বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক সুপার কম্পিউটার রয়েছে? উত্তর : চীন।
১১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতিতে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : ভারত।
১২. বর্তমানে মাছ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন
১৩. বিশ্বের শীর্ষ ধনী কে?
উত্তর : কেনাকাটা বিষয়ক অনলাইনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন-এর প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস।
১৪. বিশ্বে একমাত্র উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতালের নাম কি?
উত্তর : আরবিস।
১৫. RS-28 Sarmat বা শয়তান-২ কোন দেশের ক্ষেপণাস্ত্র? উত্তর : রাশিয়া।
১৬. ২৭ অক্টোবর ২০১৭ প্রথম দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদস্য পদ প্রত্যাহার করে কোন দেশ?
উত্তর : বুরুন্ডি।
১৭. সম্প্রতি কোন দেশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে জাতিসংঘের 'বৈশ্বিক অভিবাসন' চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ালো? উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৩৪ তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৮

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪

আক্বীদা
- মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে প্রচলিত জাল হাদীছের পর্যালোচনা ৬
  আহমাদুল্লাহ

তাবলীগ
- কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা (৭ম কিস্তি) ১০
  হাফেয আব্দুল মতীন
- ইসলামে জিহাদ সমতুল্য আমলসমূহ ১৩
  অনুবাদ : আব্দুল্লাহ মুজাহিদ

তারবিয়াত
- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় (৩য় কিস্তি) ১৮
  আব্দুর রহীম

তাজদীদে মিল্লাত
- পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায় (৪র্থ কিস্তি) ২১
  মফীযুল ইসলাম
- দাড়ি রাখার গুরুত্ব ২৫
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন** ২৮
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মনীষীদের লেখনী থেকে
- ফুতূহাত-ই-ফীরূজশাহী ৩০
  অনুবাদ : ড. আব্দুল করিম

ধর্ম ও সমাজ
- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী (২য় কিস্তি) ৩৫
  এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

ইংরেজী প্রবন্ধ
- The Rohingya Genocide: Why Independent Arakan So Crucial? ৪০
  Dr. Firoz Mahboob Kamal

ভ্রমণস্মৃতি
- পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে (২য় কিস্তি) ৪৫
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

পরশ পাথর
- ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউনের ইসলাম গ্রহণ ৪৮
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫২
- **কবিতা** ৫৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৪
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

ইতিবাচকতা

আমেরিকান শিক্ষাবিদ স্টিফেন কভেই (১৯৩২-২০১২) বলেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ১০% বিষয় থাকে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু বাকি ৯০% বিষয় হল কোন ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। এটি তার '৯০/১০ থিউরী' নামে পরিচিত। তিনি উদাহরণ দেন, যেমন আপনি সকালে নাশতার টেবিলে বসলেন। এ সময় আপনার সন্তানের হাতে লেগে কফির কাপটি আপনার জামায় উল্টে পড়ল। এ বিষয়টির উপর না আপনার কোন নিয়ন্ত্রণ বা হাত ছিল, আর না আপনার সন্তানের। এটি একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা। কিন্তু এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তা আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন। কীভাবে? যদি আপনি এ ঘটনায় কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখান, রাগান্বিত হন এবং আপনার সন্তানকে ধিক্কার দেন; তাহ'লে সন্তান কাঁদবে। আপনি হয়ত আপনার স্ত্রীকেও ধমক দেবেন কফির কাপটি টেবিলের কিনারে রাখার জন্য। হয়ত মৌখিক তর্ক হবে দু'জনের মাঝে। তারপর আপনি ঘরে গিয়ে দ্রুত জামাটি পাল্টিয়ে নতুন জামা পরে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হবেন। কিন্তু আপনার সন্তানটি তখনও কাঁদছে এবং স্কুলের বাস মিস করেছে। আপনি তাকে নিজের গাড়িতে করে স্কুলে নিয়ে গেলেন দ্রুতগতিতে। ফলে আপনাকে ট্রাফিক আইন লংঘনের দায়ে জরিমানা দিতে হ'ল। অতঃপর আপনি ২০ মিনিট দেরীতে অফিসে পৌঁছে দেখলেন তাড়াহুড়োর মধ্যে আপনার ব্রিফকেসটি বাড়ীতে রেখে এসেছেন। এভাবে আপনার সকালটা ভয়ংকরভাবে শুরু হ'ল। দিন শেষে যখন বাড়ি এলেন, তখনও আপনার সন্তান এবং স্ত্রী আপনার সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলবে না, আপনার সকালের রুক্ষ আচরণের কারণে।

এবার ভাবুন, কেন আপনার দিনটা মন্দভাবে গেল? কফির কারণে? আপনার সন্তানের কারণে? আপনার স্ত্রীর কারণে? ট্রাফিক পুলিশের কারণে? না এর কোনটাই না, বরং এর কারণ আপনি নিজেই। যদি সকালে মাত্র ৫ সেকেণ্ডের ঐ অনাকাংখিত আচরণটি না করতেন, তাহ'লে পুরো দিনটি আপনার এমন নিরানন্দ হওয়ার কথা ছিল না। এর বদলে যদি আপনি ঐ পরিস্থিতি সঠিকভাবে সামাল দিতে পারতেন সন্তানকে এরূপ কথা বলে যে, 'কোন সমস্যা নেই বাবা, তবে পরবর্তীতে তোমাকে আরও সতর্ক থাকতে হবে'। তাহলে পুরো চিত্রটি ভিন্ন রকম হ'ত। কোন জটিলতার অবকাশ থাকত না। একটি সঠিক প্রতিক্রিয়া এভাবে বহু জটিলতা থেকে আমাদেরকে রেহাই দেয়, আবার ভুল প্রতিক্রিয়া তৈরী করে নানান অশান্তি এবং বিশৃংখলা।

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত ঘটনার মত জীবনে আমাদেরকে ছোট-বড় বহু ধরণের সংকট অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু প্রায়ই সেসব ঘটনায় আমরা অনর্থক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বিষয়গুলো অসম্ভব জটিল করে তুলি। অথচ ইতিবাচক

Contents

দৃষ্টিতে তার মোকাবিলা করতে পারলে জীবনের স্বচ্ছ-সরল গতিধারায় তেমন কোন ছেদ পড়ত না। আপনার বাস বা ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ছাড়েনি? সময়টা অন্য কাজে লাগান। বই পড়ুন। কোন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হন। আপনার চাকুরী চলে গেছে? নতুন কোন চাকুরী খুঁজুন। কেন হতাশায়, বিরক্তিতে নিমজ্জিত হবেন? তাতে কী লাভ? সেই সময়টা বরং জীবনের নতুন কোন বৈচিত্রের জায়গা অনুসন্ধানে ব্যয় করুন। এভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে সহজেই আমরা জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারি। নিজেকে সযতনে দূরে রাখতে পারি অনর্থক ঝামেলা আর বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে। কোন বিষয়কে কঠিন করে তুলে নিজের উপর যুলুম চাপিয়ে দেবেন, নাকি তার সরল সমাধান খুঁজে নিজেকে প্রশান্ত রাখবেন, এ সিদ্ধান্তটা একান্তই আপনার নিজের।

> ‘মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর, তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে, ধৈর্য ধরে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়’ *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*।

বিশেষ করে যারা আমরা আখেরাতে বিশ্বাসী এবং পরকালীন সঞ্চয়ই জীবনের একমাত্র মিশন ও ভিশন হিসেবে নিয়েছি; তাদের জন্য দুনিয়াবী জটিলতা ও স্বার্থহানি কখনই এতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না যে, তা আমাদের স্বাভাবিক মানবিকতা ও নৈতিকতাবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আমরা এমন অনেক ধার্মিক মানুষকেও দেখি যারা জীবনের কোন সংকট মুহূর্তে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি; বরং অবিবেচক ও ধৈর্যহীনভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। যার খেসারত তাদেরকে সারাজীবন ধরে দিতে হয়েছে প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ততা, বিপন্নবোধ এবং অন্তর্জ্বালা নিয়ে। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে এক অপচিত জীবন নিয়ে তারা ধুঁকতে থাকে আমৃত্যু। অথচ সময়মত একটুখানি ধৈর্যধারণ হয়ত এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারত।

প্রিয় পাঠক, নেতিবাচক মানসিকতা, প্রতিক্রিয়া এবং কর্মকাণ্ড যেমন মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে, তেমনি বিপরীতক্রমে ইতিবাচকতার ফলাফল হয় অতীব মধুর। ইসলামে ছবর বা ধৈর্যের ব্যাপারে এ জন্যই এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা ধৈর্য মানুষকে সবসময় ইতিবাচক রাখে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়, সংকটের সময় সঠিক সমাধানের পথ বাতলে দেয়; সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে দৃঢ় রাখে। এমন গুণসম্পন্ন মানুষের হাতে সমাজ কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং পরার্থপরতা, সহমর্মিতা ও সহনশীলতাই হয় তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত চমৎকারভাবে না মানবজাতিকে ইতিবাচকতার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘ভাল এবং মন্দ এক নয়, (হে রাসূল!) আপনি (মন্দের) প্রতিরোধ করুন সর্বোৎকৃষ্ট দ্বারা, তাহলে দেখবেন যে ব্যক্তির সাথে আপনার শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এমন (মহৎ) চরিত্র কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহা সৌভাগ্যবান *(ফুছছিলাত ৩৪,৩৫)*। তিনি আরও বলেন, নিশ্চয়ই কঠিনের সাথে রয়েছে সহজতা *(ইনশিরাহ ৬)*। ইসলাম শেখায়, বিপদের প্রারম্ভকালেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা ব্যক্তি হ'ল প্রকৃত ধৈর্যশীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শুরুতে ধৈর্য ধারণই হ'ল প্রকৃত ধৈর্য *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭২৮)*।

বস্তুতঃ মানবজীবন হ'ল পরীক্ষার জীবন। ফলে যে কোন সময় অনাকাঙখিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন কে কর্মে ও আচরণে অধিক উত্তম। সুতরাং যদি এ সময়ে অধৈর্য না হয়ে আল্লাহর উপর প্রগাঢ় ভরসা রাখা যায় এবং বলা যায়, ‘হয়তবা আল্লাহ আমাদেরকে অধিকতর উত্তম বদলা দেবেন, নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী’ *(কলম ৩২)*, তাহলে বহু পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃংখলার হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি। আর একজন মুমিনের জন্য আল্লাহ-নির্ভরতাই তো পরমার্থ। আল্লাহ বলেন, ‘(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন! আল্লাহই তোমাদেরকে (ভয়-ভীতি) থেকে মুক্তি দেন এবং সকল দুঃখ-বিপদ থেকে’ *(আনআম ৬৪)*। তিনি আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ খুলে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেন, যা সে চিন্তাও করে নি। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট’ *(তালাক ২-৩)*। সুতরাং কথায়-কাজে, চলনে-বলনে যথাসাধ্য ইতিবাচকতা বজায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। জীবনকে নির্ঝঞ্ঝাট ও লক্ষ্যপূর্ণ রাখতে চাইলে এই শক্তিশালী মূলমন্ত্রটি কখনও হাতছাড়া করা যাবে না। জীবনের প্রতি পদে মনে রাখুন রাসূল (ছাঃ)-এর এই চিরন্তন উপদেশ, ‘মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর, তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে, ধৈর্য ধরে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়’ *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল ভাই-বোনকে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগীকে স্রেফ পরকালীন উপার্জনের নিমিত্ত মনে করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

Contents

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন

আল-কুরআনুল কারীম :

১– قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا– وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا– وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا–

(১) ‘তুমি বলে দাও (হে অবিশ্বাসীগণ!), তোমরা কুরআনে বিশ্বাস আনো বা না আনো (এটি নিশ্চিতভাবে সত্য)। যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে (আহলে কিতাবের সৎ আলেমগণ), যখন তাদের উপর এটি পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, মহাপবিত্র আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকরী হয়। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১০৭-১০৯)*।

২– أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا –

(২) ‘এরাই হ’ল তারা যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবীগণের মধ্যে। যারা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর। তারা ইবরাহীম ও ইস্রাঈল (ইয়াকূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা সুপথ প্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের বংশধর। যখন তাদের নিকট দয়াময়ের (আল্লাহ্র) আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হ’ত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ক্রন্দনরত অবস্থায়’ *(মারিয়াম ১৯/৫৮)*।

৩– وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى– وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى– وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا–

(৩) ‘আর নিশ্চয় তোমার রবের নিকটই হলো শেষ গন্তব্য। আর নিশ্চয় তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান। আর নিশ্চয় তিনিই মৃত্যু দেন এবং তিনিই জীবন দেন’ *(নাজম ৫৩/৪২-৪৪)*।

৪– فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ–وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ–

(৪) ‘অতএব (দুনিয়ায়) তারা কিছুদিন হেসে নিক। আর অধিক হারে কাঁদুক (জাহান্নামে) তাদের কৃতকর্মের বদলা স্বরূপ। আর ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যারা তোমার নিকট এজন্য আসে যে, তুমি তাদের (জিহাদে যাবার) জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবে। অথচ তুমি বলেছ যে, আমার নিকটে এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো। তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এই দুঃখে যে, তারা এমন কিছু পাচ্ছে না যা তারা ব্যয় করবে’ *(তওবা ৯/৮২, ৯২)*।

৫– وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ–

(৫) ‘আর যখন তারা শোনে যা রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তখন তুমি তাদের চক্ষুগুলিকে দেখবে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও’ *(মায়েদাহ ৫/৮৩)*।

হাদীছে নববী :

৬– عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ.قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ–

(৬) ওছমান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোন কবরের নিকটে দাঁড়াতেন, তখন কেঁদে ফেলতেন, যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ’ল যে, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদেন না, অথচ কবর দেখলে কাঁদেন। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে প্রথম মনযিল হচ্ছে ‘কবর’। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ’লে পরবর্তী মনযিলগুলি তার জন্য অধিকতর সহজ হয়ে যায়।

আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ'লে পরের মনযিলগুলি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'আমি এমন কোন দৃশ্য কখনই দেখিনি যে, কবর সেগুলির চেয়ে অধিক ভীতিকর নয়'।[১]

٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي أُخْرَى: (فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا. وَفِي أُخْرَى:فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا-

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন আল্লাহ্র (আযাবের) ভয়ে রোদনকারী জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত দোহনকৃত দুগ্ধ পালানে পুনরায় ঢুকিয়া না যায়। (অর্থাৎ, দোহনকুত দুধ পুনরায় পালানের মধ্যে ঢুকান যেমন অসম্ভব, আল্লাহর ভয়ে রোদনকারী জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব) আর আল্লাহর রাস্তায় লাগা ধুলা বালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন এক বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে না (অর্থাৎ মুজাহিদ জাহান্নামের প্রবেশ করবে না)। অপর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্র রাস্তায় ধুলা বালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রের মধ্যে কখনও একত্র হবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, (ঐ দু'টি জিনিস) কোন এক বান্দার অভ্যন্তরে কখনও একত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও ঈমান কোন এক বান্দার অন্তরের মধ্যে কখনও একত্র হতে পারে না'।[২]

٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ.

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি জাহান্নামের আগুন দু'টি চোখকে স্পর্শ করবে না। এক- যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে এবং দুই- আল্লাহ্র পথে যে চোখ পাহারা দিয়ে বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করে'।[৩]

٩- عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ-

(৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন একটি খুতবা দিলেন যেমনটি আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেছেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কমই এবং অধিক অধিক কাঁদতে। তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নিজ নিজ চেহারা আবৃত করে গুনগুন করে কাঁদতে শুরু করলেন'।[৪]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) অসুস্থাবস্থায় কাঁদলেন। তাঁকে তাঁর কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এই দুনিয়ার জন্য ক্রন্দন করছিনা। বরং আমি আমার মৃত্যু পরবর্তী সফরের যৎসামান্য 'পাথেয়'-এর ভয়ে কাঁদছি। নিশ্চয়ই আমি জান্নাত বা জাহান্নামের কঠিন পথ (অতিক্রমের দুঃশ্চিন্তায়) সন্ধ্যা করি। আমি জানি না, আমাকে এতদুভয়ের (জান্নাত বা জাহান্নামের) কোথায় নেওয়া হবে?[৫]

২. হাফছ বিন উমর (রাঃ) বলেন, হাসান (রাঃ) কাঁদলেন। বলা হলো আপনাকে কিসে কাঁদালো। তিনি বললেন, আগামী কালকেই আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাতে কোন পরোয়া করা হবে না- এই ভয়ে আমি ক্রন্দন করছি'।[৬]

৩. ক্বাসেম বিন আব্দুর রহমান বলেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-কে বললেন, হে আব্দুর রহমানের পিতা! আমাকে অছীয়ত করুন। তিনি বললেন, বাড়িতে অবস্থান কর, তোমার পাপকে স্বরণ করে ক্রন্দন কর ও তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ'।[৭]

৪. হাসান (রাঃ) সূরা নাজমের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়লেন। 'তোমরা কি এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ? আর হাসছ এবং কাঁদছ না?' *(৫৩/৫৯-৬০)*। সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে যে কাঁদে। তোমরা তোমাদের অন্তরসমূহকে কাঁদাও, নিজেদের আমলের ব্যাপারে কাঁদ। অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করবে। কেননা না কাঁদা ব্যক্তি নির্দয় অন্তরের মানুষ'।[৮]

সারবস্তু :

১. ক্রন্দন আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর মা'রেফাতের দলীল।
২. ক্রন্দন আল্লাহভীতিতে বিনম্র আত্মার বৈশিষ্ট্য।
৩. বান্দার সচেতনতা ও আল্লাহর পথে সুদৃঢ় থাকার প্রমাণ।
৪. এটি ঈমানের পরিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিতবাহী।
৫. আল্লাহভীতির ক্রন্দন আবেদ ও মা'বূদের মাঝে তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের সংযোগ সড়ক।

---

১. তিরমিযী হা/২৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; মিশকাত হা/১৩২।
২. তিরমিযী হা/১৬৯৯; নাসাঈ হা/৩১০৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৭৮; মিশকাত হা/৩৮২৮।
৩. তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯।
৪. বুখারী হা/৪৬২১; মিশকাত হা/১৪৮৩।
৫. শারহুস সুন্নাহ ১৪/৩৭৩ পৃঃ।
৬ .ইবনু রজব, আত-তাখবীফু মিনান্নার ২৩ পৃঃ।
৭ .ইবনু মুবারক, আয-যুহদ ৪২ পৃঃ।
৮ .ঐ, ৪১ পৃঃ।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে প্রচলিত জাল হাদীছের পর্যালোচনা

-আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা : জ্ঞান এবং অজ্ঞতা পরস্পরবিরোধী দু'টি শব্দ। জ্ঞান মানুষকে সত্য ও আলোর পথ দেখায়। আর অজ্ঞতা মানুষকে বিভ্রান্ত ও ধ্বংস করে। সব অজ্ঞতা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু স্বয়ং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে যখন মুসলিম জাতির একটি বিরাট অংশ চরম অজ্ঞতা প্রসূত আক্বীদা পোষণ করে তখন কষ্ট চেপে রাখা বড় কঠিন হয়ে যায়। নিম্নে আমরা রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে প্রচারিত মিথ্যা কিছু হাদীছ পর্যালোচনা করতে চাই, যেন সমাজে গেঁড়ে বসে থাকা অজ্ঞতার প্রহেলিকা কিছুটা হলেও অপসারণ করা সম্ভব হয়। আল্লাহুল মুসতাআন।

হাদীছ-১ : আল্লাহ আদম (আঃ)-কে বললেন, ولولا محمد ما خلقتُك 'মুহাম্মাদ যদি না হ'ত তবে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'।[১]

পর্যালোচনা : এটা একটি বানোয়াট হাদীছ।

হাদীছ-২ : لولاك لما خلقت الأفلاك 'আপনাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য না হ'লে আমি বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না'।

পর্যালোচনা : হাদীছটি বানোয়াট। এই বিষয়ে ইমামদের পর্যালোচনামূলক উক্তিগুলি তুলে ধরা হ'ল-

(১) ইমাম ছাগানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল।[২]

(২) ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেছেন, مَوْضُوع بِلَا شكّ (এটা) নিঃসন্দেহে বানোয়াট।[৩]

(৩) শায়খ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) বলেছেন, والأحاديث التي وضعها المطرون الغلاة كحديث: "لولاك ما خلقت الأفلاك 'চরমপন্থীরা যে সকল হাদীছ বানিয়েছে তন্মধ্যে একটি হ'ল- 'যদি আপনি না হ'তেন তবে বিশ্বমণ্ডল কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।[৪]

(৪) একটি বিশ্ববিখ্যাত আক্বীদার গ্রন্থে লেখা হয়েছে, لولاك..لما خلقت الأفلاك وهو غلو فاحش يجب التوبة منه 'আপনাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য না হ'লে আমি বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না'-(এই ধরণের কথা বলা) মারাত্মক বাড়াবাড়ি। এ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব'।[৫]

(৫) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ হাদীছটিকে মাওযূ' তথা বানোয়াট বলেছেন। যেমনটা ইমাম ছাগানী 'আল-আহাদীছুল মাওযূ'আহ' গ্রন্থে (পৃঃ ৭) বলেছেন। তবে শায়খ (মোল্লা আলী) আল-ক্বারীর উক্তি (৬৭, ৬৮)- 'কিন্তু এর অর্থটি ছহীহ', এটা দায়লামী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে মারফূ' হিসাবে (নিম্নোক্ত ভাষায়) বর্ণনা করেছেন- 'আমার কাছে জিবরীল আসলেন। এরপর বললেন, يا محمد لولاك لما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت النار 'হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি না হ'তেন তাহ'লে জান্নাত সৃষ্টি করতাম না এবং আপনি যদি না হ'তেন তবে জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না। ইবনে আসাকিরের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, لولاك ما خلقت الدنيا 'আপনি যদি না হ'তেন তাহ'লে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না'।

আমি (আলবানী) বলছি : দায়লামীতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা বিশুদ্ধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত (হাদীছটির অর্থ সঠিক) এ মর্মে দৃঢ়চিত্ত হওয়া যাবে না। আর আমি কাউকে দেখছি না যিনি এ মর্মে বর্ণনা করেছেন। যদিও আমি এর সনদটি সম্পর্কে অবহিত হইনি, তবুও হাদীছটি যে দুর্বল এ মর্মে কোন দ্বিধা বোধ করছি না।

---

১. ড. ত্বাহেরুল ক্বাদিরী, মীলাদুন্নবী (ছাঃ) পৃঃ ১৭১। এটা একটা দীর্ঘ হাদীছ। যেখানে বলা হয়েছে- হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আদম ভুল করে বসলেন তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন যে, হে আমার রব! আমি আপনার কাছে মুহাম্মাদের অসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে কিভাবে চিনলে? অথচ তাকে আমি (এখনো) সৃষ্টি করিনি? আদম বললেন, আমি এভাবে চিনলাম যে, যখন আপনি আমাকে আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করলেন ও আপনার পক্ষ হ'তে আমার ভিতরে রূহ ফুঁকে দিলেন; (তখন) আমি মাথা উঠিয়ে আরশের পায়াগুলির উপর এই লেখাটি দেখলাম যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। তখন আমি অবগত হলাম যে, আপনি আপনার নামের সাথে এমন একজন ব্যক্তির নামকে সংযুক্ত রেখেছেন যিনি আপনার নিকটে সমগ্র মাখলূকের চাইতে অধিক পসন্দনীয়। আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। প্রকৃতপক্ষেই মুহাম্মাদ আমার কাছে সমস্ত সৃষ্টি হ'তে উত্তম। আর যখন তুমি তার অসীলাতে আমার কাছে আবেদন করলে তখন আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। আর মুহাম্মাদ যদি না হ'ত তবে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না' (ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৬৫০২ ইত্যাদি)। এটা বানোয়াট হাদীছ।

২. আল-মাওযূ'আত হা/৭৮, আরবী পাঠ- لَوْلاكَ لَمَا خَلَقْتُ وَمِنْهَا قَوْلُهم: الأَفْلاكَ

৩. তালখীছু কিতাবিল মাওযূ'আত হা/১৯৫।

৪. ক্বাওয়ায়িদুত তাহদীছ পৃঃ ১৫৫।

৫. ফিরাকুন মু'আছিরাহ পৃঃ ৩৫৬।

আর দায়লামী কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত হওয়াটাই হাদীছটির দুর্বলতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আমি এর যঈফ, বরং অত্যন্ত যঈফ হওয়ার পক্ষে জোর দিলাম যখন (দায়লামীর) 'মুসনাদ' গ্রন্থে (১/৪১/২) হাদীছটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হ'লাম। (হাদীছটি) উবায়দুল্লাহ বিন মূসা আল-কুরাশীর সনদে বর্ণিত...। আমার দৃষ্টিতে এটির সমস্যা হ'ল সনদের রাবী 'আব্দুছ ছামাদ'। উক্বায়লী বলেছেন, حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به 'তার হাদীছ সংরক্ষিত নয় এবং তার মাধ্যম ব্যতীত (হাদীছটি অন্য কোন মাধ্যমে বা সনদে) জানা যায় না'... আর ইবনে আসাকিরের বর্ণনাটি ইবনুল জাওযীও তার 'আল-মাওযূআত' গ্রন্থে (১/২৮৮-২৮৯) একটি দীর্ঘ হাদীছের মধ্যে 'সালমান' হতে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, إنه موضوع নিশ্চয়ই এটা (হাদীছটি) বানোয়াট। সুয়ূত্বী 'আল-আলী আল-মাছনূআহ' গ্রন্থে (১/২৭২) তা (ইবনুল জাওযীর বক্তব্য) সমর্থন করেছেন। অতঃপর আমি আনাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ পেয়েছি। অচিরেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ'।[৬]

(৬) শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, কতিপয় লোক এটা বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لولاك لما خلقت الأفلاك 'হে নবী! যদি আপনি না হতেন তবে আমি আকাশ (ও যমীন) সৃষ্টি করতাম না'।-এই কথাটির কোন প্রমাণই হাদীছের কোন গ্রন্থে সনদের সাথে বিদ্যমান নেই। এই সনদবিহীন বাক্যটিকে শায়খ হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী (৬৫০ হিঃ) 'موضوع' অর্থাৎ মনগড়া বলেছেন'।[৭]

জ্ঞাতব্য : আজলূনী ও মোল্লা আলী ক্বারী 'হাসান আছ-ছাগানী' হ'তে এই বাক্যটির موضوع (বানোয়াট) হওয়া বর্ণনা করার পর লিখেছেন, 'معناه صحيح' অর্থাৎ এই (বানোয়াট বর্ণনাটির) অর্থটি বিশুদ্ধ বা ছহীহ। বিষয় হ'ল যে, যখন এই রেওয়ায়াতটি বাতিল, মনগড়া এবং আল্লাহ ও রাসূলের উপর মিথ্যাচার, তখন কোন দলীলের ভিত্তিতে এর অর্থ বা মর্মকে ছহীহ বলা হয়েছে?

মোল্লা আলী ক্বারী লিখেছেন যে, দায়লামী ইবনে আব্বাস হ'তে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, أتاني جبريل فقال: يا محمد لولاك ما خلقت الجنة، ولولاك لما خلقت النار 'জিবরীল আমার নিকটে আসলেন ও বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি না হ'তেন তাহ'লে জান্নাত সৃষ্টি হত না। আপনি যদি না হ'তেন তবে জাহান্নাম সৃষ্টি হত না'।[৮]

এই রেওয়ায়াতটি 'কানযুল উম্মাল'[৯] ও 'কাশফুল খফা'[১০] গ্রন্থে দায়লামীর উদ্ধৃতিতে 'ইবনে আব্বাস (ইবনে ওমর) হতে' সনদে বর্ণিত আছে। দায়লামীর (মৃঃ ৫০৯ হিঃ) 'ফিরদাউসুল আখবার' গ্রন্থে এই রেওয়ায়াতটি সনদবিহীন ও উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে উল্লেখ আছে।[১১]

সুতরাং এই রেওয়ায়াতটিও সনদবিহীন ও উদ্ধৃতিবিহীন হওয়ার কারণে বানোয়াট ও প্রত্যাখ্যাত।

মুহাদ্দিছ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হারূন বিন ইয়াযীদ আল-খাল্লাল (মৃঃ ৩১১ হিঃ) কোন সনদ ও উদ্ধৃতি ব্যতিরেকেই বর্ণনা করেছেন যে, يَا مُحَمَّدُ، لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ آدَمَ 'হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি না হ'তেন তবে আদমকে সৃষ্টি করতাম না'।[১২] এই রেওয়ায়াতটিও সনদবিহীন হওয়ার কারণে বানোয়াট ও প্রত্যাখ্যাত। মোল্লা আলী ক্বারী ইবনে আসাকির হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, لولاك ما خلقت الدنيا 'যদি আপনি না হ'তেন তবে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না'।[১৩]

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতটি 'তারীখে দিমাশক্ব' (৩/২৯৬, ২৯৭), ইবনুল জাওযীর 'কিতাবুল মাওযূ'আত' (১/২৮৮, ২৮৯) এবং সুয়ূত্বীর 'আল-আলী আল-মাছনূআহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আ' (১/২৭২) গ্রন্থসমূহে মওজূদ আছে। ইবনে জাওযী বলেছেন, এটা বানোয়াট হাদীছ। এতে কোন সন্দেহ নেই। এর সনদে দু'জন মাজহূল রাবী ও যঈফ রাবী রয়েছেন। যঈফ রাবীদের মধ্যে আবুস সুকাইন ও ইবরাহীম ইবনুল ইয়াসা অন্যতম। দারাকুৎনী বলেছেন, أَبُو السكين ضَعِيف আবুস সুকাইন যঈফ রাবী। আর ইবরাহীম ও ইয়াহইয়া বছরী উভয়ই মাতরূক বা প্রত্যাখ্যাত রাবী। আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, حرقنا حَدِيث يَحْيَى الْبَصْرِيّ 'আমরা ইয়াহইয়া আল-বছরী বর্ণিত হাদীছ জ্বালিয়ে দিয়েছি। আর ফাল্লাস বলেছেন, كَانَ كذابا يحدث أَحَادِيث مَوْضُوعَة

---

৬. সিলসিলাহ যঈফা হা/২৮২, আরো দেখুন : আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/২৫।

৭. দেখুন : মাওযূআত আছ-ছাগানী (হা/৭৮); মুহাম্মাদ ত্বাহের আল-ফাত্তানী আল-হিন্দীর (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ) 'তাযকিরাতুল মাওযূ'আত' (পৃঃ ৮৬); শাওকানীর আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আ (পৃঃ ৩২৬); মোল্লা আলী আল-ক্বারী হানাফীর 'আল-আসরারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আ (পৃঃ ৩৮৫); আজলূনীর 'কাশফুল খফা' (হা/২১২৩) এবং আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌনবীর 'আল-আছারুল মারফূআহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আ' (পৃঃ ৪০)।

৮. আল-আসরারুল মারফূ'আহ পৃঃ ২৮৮।

৯. হা/৩২০২৫, ১১/৪৩১।

১০. হা/৯১, ১/৪৫।

১১. হা/৮০৯৫, ৫/৩৩৮।

১২. আস-সুন্নাহ হা/২৭৩, পৃঃ ২৩৭।

১৩. আল-আসরারুল মারফূআহ পৃঃ ২৮৮।

‘তিনি মহামিথ্যুক ছিলেন। দারাকুৎনী বলেছেন, مَتْرُوك তিনি মাতরূক বা পরিত্যাক্ত’।[১৪]

অর্থাৎ (ইবনে জাওযীর নিকটে) এই হাদীছটি সন্দেহাতীতভাবে বানোয়াট। আর এর তিনজন রাবী আবুস সুকাইন, ইবরাহীম ইবনুল ইয়াসা ও ইয়াহইয়া আল-বাছরীও সমালোচিত।

সুয়ূত্বী বলেছেন, موضوع ‘এটা বানোয়াট’।[১৫] এর রাবী খলীল বিন মুর্রাও অত্যন্ত যঈফ’।[১৬] সাইয়েদুনা ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একটি মারফূ‘ হাদীছে লেখা হয়েছে যে, لولا محمد ما خلقتك (হে আদম!) যদি মুহাম্মাদ না হত তবে আপনাকে সৃষ্টি করতাম না’।[১৭]

যদিও এই রেওয়ায়াতটিকে হাকেম ‘ছহীহুল ইসনাদ’ বলেছেন; কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি কতিপয় কারণে বানোয়াট-

(ক) হাফেয যাহাবী বলেছেন, بل هو موضوع وعبد الرحمن واه ‘বরং এটা বানোয়াট। সনদে আব্দুর রহমান (বিন যায়েদ বিন আসলাম) অত্যন্ত দুর্বল’।[১৮]

(খ) আব্দুর রহমান বিন যায়েদ সম্পর্কে হাকেম স্বয়ং লিখেছেন, عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم روى عَن أَبِيه أَحَادِيث مَوْضُوعَة لَا يخفى على من تأملها من أهل الصَّنْعَة أَن الْحمل فِيهَا عَلَيْهِ ‘আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম তার পিতা হ’তে বানোয়াট হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন। আহলে ইলমদের মধ্যে গোপনীয় নয় যে, অত্র বানোয়াট হাদীছটি ইনিই (আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম) রটনা করেছেন’।[১৯] অর্থাৎ তিনি তার পিতার নামে মিথ্যা বলে হাদীছ বানাতেন।

জ্ঞাতব্য : মুসতাদরাক হাকেমের রেওয়ায়াতটিও আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বিশুদ্ধতার শর্ত মোতাবেক স্বীয় পিতা হ’তেই বর্ণনা করেছেন।

(গ) আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম আল-ফাহরী অজ্ঞাত পরিচয় রাবী। অথবা তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন রশীদ (প্রসিদ্ধ মহামিথ্যুক)’।[২০] সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, এই বানোয়াট বর্ণনাটিকে হাকেমের ‘ছহীহুল ইসনাদ’ বলা ভুল।

১৪. কিতাবুল মাওযূ‘আত (তাহক্বীক্বকৃত নুসখা) হা/৫৪৯, ২/১৯, (পুরাতন নুসখা) ১/২৮৯, ২৯০।
১৫. আল-লাআলী আল-মাছনূআহ ১/২৭২।
১৬. দেখুন : তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৭৫৭।
১৭. হাকেম, আল-মুসতাদরাক হা/৪২২৮, ২/৬১৫, তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি ‘ছহীহুল ইসনাদ’।
১৮. তালখীছুল মুসতাদরাক ২/৬৭২।
১৯. আল-মাদখালু ইলাছ ছহীহ পৃঃ ১৫৪, রাবী নং ৯৭।
২০. দেখুন : লিসানুল মীযান ৩/৩৫৯, ৩৬০ (নতুন প্রকাশ) ৪/১৬১, ১৬২।

মুসতাদরাকের অন্য আরেকটি রেওয়ায়াতের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّار ‘যদি মুহাম্মাদ না হ’তেন তবে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না। যদি মুহাম্মাদ না হ’তেন তবে আমি জান্নাতও সৃষ্টি করতাম না জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না’।[২১] এই রেওয়ায়াতটি কতিপয় কারণে বানোয়াট ও প্রত্যাখ্যাত-

(ক) হাফেয যাহাবী বলেছেন, أظنه موضوعا على سعيد আমি অনুধাবন করছি যে, এটা সাঈদ (বিন আবী আরূবাহ)-এর উপরে মিথ্যাস্বরূপ সম্বন্ধিত করা হয়েছে’।[২২]

(খ) আমর বিন আওস মাজহূল রাবী’।[২৩]

(গ) সাঈদ বিন আবী আরূবাহ ‘মুখতালিত্ব’ রাবী’।[২৪]

(ঘ) সাঈদ বিন আবী আরূবাহ ও ক্বাতাদা উভয়ই মুদাল্লিস রাবী। যদি এই রেওয়ায়াতটি উভয়ের থেকে প্রমাণিতও হয় তবুও তা প্রত্যাখ্যাতই ছিল।

(ঙ) আবুশ শায়খ ইস্পাহানীর ‘ত্বাবাক্বাত’ (হা/৪৯৪, ৩/২৮৭) গ্রন্থে জানদাল বিন ওয়ালিক্ব-এর সনদ হ’তে এই রেওয়ায়াতটি ثنا محمد بن عمر المحاربي عن سعيد بن اوس الانصاري عن سعيد بن ابي عروبة সনদে বর্ণিত আছে। এতে মুহাম্মাদ বিন ওমর নামক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছেন। যিনি ‘আমর বিন আওস’কে ‘সাঈদ বিন আওস’ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

সারকথা : ‘لولاك ما خلقت الافلاك’ এবং এই মর্মের সকল রেওয়ায়াতই বানোয়াট ও বাতিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ‘আমি জিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি’।

(৭) মুফতী মুবাশ্বির আহমাদ রব্বানী বলেছেন, এই রেওয়ায়াতটি বানোয়াট.....। মির্যা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী এই হাদীছটিকে চুরি করে স্বীয় গ্রন্থ ‘হাক্বীতুল ওহী’[২৫] গ্রন্থে লিখেছেন এবং দাবী করেছেন যে, ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বাক্যের দ্বারা সম্বোধন করেছেন, لولاك

২১. হা/৪২২৭, ২/৬১৫, এবং তিনি বলেছেন, ‘এই হাদীছটি ছহীহুল ইসনাদ’।
২২. তালখীছুল মুসতাদরাক ২/৬৭১।
২৩. দেখুন : মীযানুল ই‘তিদাল ৩/২৪৬; লিসানুল মীযান ৪/৩৫৪।
২৪. রাবীর হিফয শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল হয়ে যাওয়া, হাদীছকে সঠিকভাবে মনে রাখতে না পারায় হাদীছের বাক্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়াকে ইখতিলাত্ব বলা হয়। বিভিন্ন কারণে ইখতিলাত্ব হতে পারে। যেমন বয়স বেড়ে যাওয়া, বই-পুস্তক পুড়ে যাওয়া, ধন-সম্পদের ক্ষতি হওয়া কিংবা সন্তান-সন্ততির মৃত্যু ঘটার কারণে মানসিক আঘাত পাওয়া ইত্যাদি (দ্রঃ তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ পৃঃ ১২৫)। এবং যে রাবীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায় তাকে ‘মুখতালিত্ব’ রাবী বলা হয়।- লেখক।
২৫. পৃঃ ৯৯।

ما خلقت الافلاك যদি আপনি না হ'তেন তবে আসমান-যমীন সৃষ্টি করতাম না'।[২৬] অর্থাৎ ব্রেলভীরা বলে যে, এর দ্বারা নবীকে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ক্বাদিয়ানীরা বলছেন যে এর দ্বারা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানীকে বুঝানো হয়!

(৮) আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) বলেছেন, এই রেওয়ায়াতটি ছহীহ নয়। মুহাদ্দিছগণ একে বানোয়াট বলেছেন। দেখুন : ইমাম শাওকানীর 'আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'আ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ' ও মোল্লা আলী ক্বারীর 'মাওযূ'আতে কাবীর' ইত্যাদি। আর হাকেমের কিছু রেওয়ায়াত ' فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ' 'যদি মুহাম্মাদ না হ'ত তবে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না। আর যদি মুহাম্মাদ না হ'ত তবে আমি জান্নাতও সৃষ্টি করতাম না জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না'- হাদীছটিকে এর সমর্থনে পেশ করা হয়েছে যে, হাকেম একে ছহীহ বলেছেন এবং বালক্বীনী তাকে সঠিক বলেছেন; তো এর জবাব এই যে, ইমাম যাহাবী তাকে খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন যে, কারো জন্য হালাল নয় যে, 'মুসতাদরাক হাকেম'-এর উপর নির্ভর করে, যতক্ষণ না সে আমার 'তালখীছ' গ্রন্থটি দেখে। আর হাকেমের শৈথিল্যবাদিতা মুহাদ্দিছদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, হাদীছটির মধ্যে আমর বিন আওস রয়েছেন। জানি না তিনি কে'।[২৭]

২৬. আহকাম ওয়া মাসায়েল পৃঃ ৫৯, ৬০।
২৭. ফাতাওয়া ছানাইয়া ১/৩৩৫।

অতঃপর তিনি বলেছেন, 'এমনই আরেকটি বর্ণনা হাকেম ও ইবনে আসাকির হ'তে সমর্থনস্বরূপ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সবগুলিই এটি নির্দেশ করছে যে, কোনটিই ছহীহ নয়'।[২৮]

উপসংহার : জাল, যঈফ ও এই সমস্ত বানানো হাদীছগুলি সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। ধর্মের নামে অধর্মের চোরা গলি দিয়ে ভক্তের পকেট সাফ করা হচ্ছে, নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জাহান্নামে। অতএব জাতি সাবধান! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন।

[লেখক : প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, উপযেলা সৈয়দপুর, নীলফামারী]

২৮. ঐ, ১/৩৩৬।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

Contents

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন

(৭ম কিস্তি)

(৫৯) দ্বীনদার ব্যক্তিদের নিকটবর্তী হওয়া, তাদের ভালোবাসা, তাদের মাঝে সালাম প্রচার করা এবং মুছাফাহা করা :

মুমিন ব্যক্তিদের সাথে সালাম বিনিময় একে অপরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। নিজ গৃহে হোক বা অন্যের গৃহে হোক সালাম দিয়েই প্রবেশ করবে। আর অন্যের গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করবে না, অনুমতি দিলে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে (তা মেনে চলার মাধ্যমে)’ *(নূর ২৪/২৭)*।

এরপর মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ– ‘যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও! তাহলে তোমরা ফিরে এসো। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত’ *(নূর ২৪/২৮)*। শরী‘আতসম্মত এই সুন্দর আদবটি মহান আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রদান করেছেন যাতে করে তারা অন্যের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেয়। আর প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর অনুমতি না দিলে ফিরে আসবে।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللَّه لَتُقِيمَنَّ عَلَيْه بِبَيِّنَة أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللَّه لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আনছারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবু মুসা (রাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন, আমি তিনবার উমর (রাঃ) আর নিকট অনুমতি চাইলাম কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। উমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে আসলাম (কারণ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়। কিন্তু তাতে অনুমতি দেয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে কেউ কি যিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে এ হাদীছ শুনেছ? তখন উবাই ইবনু কা’ব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে। আর আমি দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, রাসূল (ছাঃ) অবশ্যই এ কথা বলেছেন’।[১]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি অন্যকে খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা-অচেনা সকলকে সালাম প্রদান করবে।[২]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বয়োকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে পথচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে’।[৩] রাসূল (ছাঃ) শিশুদেরকেও সালাম দিতেন।

১. বুখারী হা/৬২৪৫; আহমাদ হা/১১০৪৩; মুসলিম হা/৫৭৫১।
২. বুখারী হা/১২; আহমাদ হা/৬৫৮১; মুসলিম হা/৩৯।
৩. বুখারী হা/৬২৩৪; তিরমিযী হা/২৯২২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪৯।

Contents

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضى الله عنه أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ 'আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, একবার আনাস (রাঃ) একদল শিশুর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি তাদের সালাম দিলেন এবং বললেন যে নবী করীম (ছাঃ) তা করতেন'।[৪]

মহিলাদের সালাম দেওয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّه 'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে বললেন, জিবরীল (আঃ) তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, ওয়া আলাইহিস সালাম ও রহমাতুল্লাহ'।[৫]

হাদীছে এসেছে, عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَة قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَخْلٍ بِالْمَدِينَة فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِى قِدْرٍ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْله، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَة– সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা জুম'আর দিনে খুশি হতাম। রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, কেন? তিনি বললেন, আমাদের একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল। সে কোন লোককে 'বুদ'আ' নামক খেজুর বাগানে পাঠিয়ে বীচ চিনির শিকড় আনতো। তা একটি হাঁড়িতে দিয়ে সে তাতে কিছুটা যবের দানা দিয়ে ঘুঁটে এক রকম খাবার তৈরী করত। এরপর আমরা যখন জুম'আর ছালাত আদায় করে ফিরতাম তখন আমরা এ মহিলাকে সালাম দিতাম। তখন সে আমাদের ঐ খাবার পরিবেশন করত। আমরা এজন্য খুশী হতাম। আমাদের নিয়ম ছিল যে, আমরা জুম'আর পরেই মধ্যাহ্নভোজন এবং বিশ্রাম করতাম'।[৬]

একে অপরের মাঝে সালাম প্রচার-প্রসার এর মাধ্যমে মহব্বত বাড়বে।

হাদীছে এসেছে, عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضى الله عنهما قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّىِّ، وَالإِسْتَبْرَق– বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন- রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, হাঁচি দাতার জন্য দো'আ করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মাযলুমের সাহায্য করা, সালামের প্রচার-প্রসার করা এবং কসমকারীর কসম পূর্ণ করা। আর নিষেধ করেছেন, (সাতটি কাজ থেকে) রুপার পাত্রে পানাহার, স্বর্ণের আংটি পরিধান, রেশমী জিনের উপর সওয়ার হওয়া, মিহি রেশমী বস্তু পরিধান, পাতলা রেশমী বস্ত্র ব্যবহার, রেশম মিশ্রিত কাতান বস্ত্র পরিধান এবং গাঢ় রেশমী পরিধান করা'।[৭]

তিনি অন্যত্র বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না বিশ্বাস স্থাপন করবে। বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরে ভালোবাসা স্থাপন করবে, তাহলে আমি কি তোমাদের সে বিষয়টি বলে দেব না যেটি করলে তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা তৈরী হবে? তোমরা তোমাদের পরস্পরের মাঝে সালামের প্রচার-প্রসার কর'।[৮]

হাদীছে আরো এসেছে, عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَكَانَت الْمُصَافَحَةُ فِى أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে কি মুছাফাহা চালু ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[৯] অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার মর্যাদা-সম্মানার্থে পরস্পরকে ভালোবেসেছিল তারা কোথায়? আজকে আমি তাদের আমার ছায়াতলে ছায়া দিব। এ দিনে আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই'।[১০]

(৬০) সালামের উত্তর দেওয়া :

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّة فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا 'আর যখন

৪. বুখারী হা/৬২৪৭; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৩; ছহীহাহ হা/১২৭৮।
৫. বুখারী হা/৬২৫৩; আহমাদ হা/২৫৭৮৭; মিশকাত হা/৬১৭৮।
৬. বুখারী হা/৬২৪৮।
৭. বুখারী হ/৬২৩৫; মুসলিম হা/৩; ।
৮. মুসলিম হা/৫৪; আহমাদ হা/৯০৭৩।
৯. বুখারী হ/৬২৬৩; মিশকাত হা/৪৬৭৭।
১০. মুসলিম হা/২৫৬৬; মিশকাত হা/৫০০৬।

তোমরা সম্ভাষণপ্রাপ্ত হও, তখন তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ প্রদান কর অথবা ওটাই প্রত্যুত্তর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(নিসা ৪/৮৬)*। যখন তোমাদের কোন মুসলমান ভাই সালাম দেয় তখন তাকে তার থেকে উত্তমভাবে জবাব দাও, অথবা তার অনুরূপ উত্তর দাও।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِىَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ– আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে একবার নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। তারা বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত কোন উপায় নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তখন তিনি বললেন, যদি তোমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত উপায় না থাকে, তবে তোমরা রাস্তার হক্ব আদায় করবে। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাস্তার হক্ব কি? তিনি বললেন, তা হ'ল চক্ষু অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেয়া। সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা'।[১১]

(৬১) অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা :

হাদীছে এসেছে, عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضى الله عنهما قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمٍ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّىِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ- বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, হাঁচিদাতার জন্য দো'আ করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মাযলুমের সাহায্য করা, সালামের প্রচার-প্রসার করা এবং কসমকারীর কসম পূর্ণ করা। আর নিষেধ করেছেন, (সাতটি কাজ থেকে) রুপার পাত্রে পানাহার, স্বর্ণের আংটি পরিধান, রেশমী জিনের উপর সওয়ার হওয়া, মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান, পাতলা রেশমী বস্ত্র ব্যবহার, রেশম মিশ্রিত কাতান বস্ত্র পরিধান এবং গাঢ় রেশমী পরিধান করা'।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেছেন, عَائِدُ الْمَرِيضِ فِى مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ 'যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত রয়েছে, সে জান্নাতের পথে রয়েছে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।[১৩]

(৬২) যে ব্যক্তিই মারা যাক তার জানাযার ছালাত পড়া :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ– আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক্ব পাঁচটি : (১) সালামের জওয়াব দেওয়া (২) অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া। (৩) জানাযার পশ্চাদনুসরণ করা। (৪) দাওয়াত কবুল করা। (৫) হাঁচির দাতার উত্তর দেওয়া (আল-হামদুলিল্লাহ্র জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)'।[১৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক্ব রয়েছে, জিজ্ঞেস করা হ'ল সেগুলি কী কী হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, (১) যখন তুমি সাক্ষাৎ করবে তখন তার উপর সালাম দিবে (২) তোমাকে দাওয়াত করলে তা কবুল করবে। (৩) তোমাকে নছীহত করলে তা গ্রহণ করবে। (৪) হাঁচিদাতার আলহামদুলিল্লাহ্র জবাব দিবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে (তার জন্য দো'আ করবে)। (৫) অসুস্থ হলে তার সেবা করবে। এবং (৬) কেউ মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হবে।[১৫] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ–

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করলো তার জন্য এক ক্বিরাত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত ও দাফন করাতে উপস্থিত হ'ল তার জন্য দু'ক্বিরাত রয়েছে। এক ক্বিরাত হ'ল উহুদ পাহাড়ের সমান'।[১৬] *(ক্রমশ)*

[লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সঊদীআরব]

১১. বুখারী হা/৬২২৯; আহমদ হা/১১৩০৯; মুসলিম হা/২১২১।
১২. বুখারী হা/৬২৩৫; মুসলিম হা/২০৬৬; আহমাদ হা/১৮৫৩২।
১৩. মুসলিম হা/২৫৬৮; আহমাদ হা/২২৪০৪।
১৪. বুখারী হা/১২৪০; আহমাদ হা/১০৯৬৬; মুসলিম হা/২১৬২।
১৫. মুসলিম হা/২১৬২; আহমাদ হা/৮৮৪৫।
১৬. মুসলিম হা/২২৩৯; আহমাদ হা/ ২২৩৮৪।

Contents

ইসলামে জিহাদ সমতুল্য আমলসমূহ

মূল : ড. মুহাম্মাদ ইবরাহীম আন-নাঈম
অনুবাদ : আব্দুল্লাহ মুজাহিদ

আল্লাহ্র অশেষ দয়া যে, তিনি আমাদেরকে ছোট ছোট আমলের মাধ্যমে জিহাদের অমীয় সুধা আস্বাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন। ইসলামে এমন কিছু আমল রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে সশস্ত্র জিহাদরত মুজাহিদের সমান নেকী লাভে ধন্য হওয়া সম্ভব। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'একজন ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ না করেও মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর সেটি হতে পারে খালেছ (জিহাদের) নিয়তের মাধ্যমে অথবা জিহাদের সাথে তুলনীয় সৎআমলের মাধ্যমে। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তিনি সকলকে পারতপক্ষে সকল দো'আয় জান্নাতুল ফেরদাউস চাইতে আদেশ করেছেন, যা সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক প্রশস্ত জান্নাত। আর তা প্রস্তুত করা হয়েছে মুজাহিদদের জন্য'।[১]

উল্লেখিত আমলসমূহ হ'ল :

(১) মিসকিন ও বিধবা নারীদের সেবায় নিয়োজিত থাকা :

আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ– 'বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ অথবা রাতে ছালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে ছিয়ামকারীর মত'।[২]

সমাজে কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের আকাঙ্খা করে। জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য স্বীয় সম্পদ এবং নিজেকে জিহাদী রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার তামান্নাও রাখে। অথচ জিহাদের চেয়ে সহজ কোন আমল যা জিহাদ করার সমতুল্য ছওয়াব অর্জনের সুযোগ করে দেয়, তা থেকে সে গাফেল থাকে। এই ধরনের মানসিকতা জিহাদের ব্যাপারে তার অজ্ঞতা এবং জিহাদের মাধ্যমে অঢেল ছওয়াব অর্জনের বাস্তবতা অস্বীকারেরই নামান্তর বৈ কিছুই নয়।

বিধাব ও মিসকীনের সেবা করা একটি মহৎ ছওয়াবের কাজ। যার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের অনেকেরই হয় কিন্তু আমরা সে কাজ থেকে বিরত থাকি। যদি সত্যিকারার্থে আমরা মুজাহিদের ছওয়াব বা জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা অনুসন্ধান করতাম তাহলে আমাদের দ্বারা এই মহান কাজটি অবহেলিত থাকত না। আমাদের মধ্যে হয়ত এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যার নিকটাত্মীয়াদের মধ্যে বিধবা নারী নেই। সেই বিধবা বৃদ্ধা মহিলাটি কারো না কারো খালা, চাচী বা দাদী। তারা আমাদের সেবার মুখাপেক্ষী। আমাদের স্বজনদের অনেকেই এমন সেবা কামনা করে, যেমন তাকে গাড়িতে করে পৌঁছে দেওয়া অথবা তার ছোটখাটো কোন প্রয়োজন পূরণ করা ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের অনেকে বিষয়টি এমনভাবে এড়িয়ে যায় যেন তার কথা শুনতেই পায়নি। অধিক ব্যস্ততা বা অন্য কোন কারণে এমন কাজকে তারা বিরক্তিকর বা অতিরিক্ত বোঝা মনে করে থাকেন। আবার কেউবা বিধবার খেদমতে সামান্য সময়ও দিতে নারাজ। অথচ গতকালই সে এই আকাঙ্খাই পোষণ করত যে, তার পুরো জীবনটাই সে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করবে যাতে আল্লাহ্র কাছে তাকে মুজাহিদ হিসাবে লিখে নেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটি অল্প চেষ্টায় বিরাট ছওয়াব অর্জন থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর সামান্য সেবার মাধ্যমে মুজাহিদের সেই জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভকে তুচ্ছজ্ঞান করা কোন বুদ্ধিমান প্রকৃত মুজাহিদের জন্য কাম্য নয়।

(২) যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমল :

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ. يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ– 'এমন কোনো দিবস নেই যার আমল জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় হবে। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা থেকেও কি অধিক প্রিয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, জিহাদ করা থেকেও অধিক প্রিয়, তবে যদি এমন হয় যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহ্র পথে বের হল এবং এর কোনো কিছুই ফেরত নিয়ে এল না (অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেল)'।[৩]

(৩) ছালাতকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব না করা :

আবু আমর শায়বানী (রহ.) হতে বর্ণিত তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ

১. ফাৎহুল বারী ৬/১৬ পৃঃ, হা/২৭৯০।
২. বুখারী হা/৫৩৫৩; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/ ৪৯৫১।
৩. আবুদাউদ হা/২৪৪০; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; মিশকাত হা/ ১৪৬০।

قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ أَىُّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. لَزَادَنِى– এ বাড়ির মালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে ছালাত আদায় করা। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, অতঃপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আল্লাহ্র পথে জিহাদ। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যদি আমি আরও অধিক জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও বলতেন'।[৪]

(৪) পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার :

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَىٌّ وَالِدَاكَ. قَالَ نَعَمْ.قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর'।[৫] পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম যা কাবীরা গুনাহ পর্যন্ত মিটিয়ে দিতে পারে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ– আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পসন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহ্র নিকট তওবা করো এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। (আতা' (রহঃ) বলেন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কিনা তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নাই'।[৬]

আল্লামা মানাবী (রহঃ) বলেন, শরী'আতে পিতা-মাতার সম্মান এবং তাদের সাথে সদাচারণের আবশ্যকীয়তার সাথে সাথে তাদের হক্ব প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সন্তুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত রয়েছে যাকে ধারাবাহিকভাবে গণ্য করা হয়।

আল্লামা মাহাবিসী (রহঃ)কে পিতা-মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কি ওয়াজিব? তিনি বলেন, পিতা-মাতার আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যই হ'ল আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা। তার মধ্যে কিছু নির্দেশ রয়েছে যেগুলির কিছু ওয়াজিব এবং কিছু মুস্তাহাব। সুতরাং যখন পিতা-মাতার এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মুখোমুখি হবে। তখন মহান আল্লাহ্র নির্দেশ পালনটাই আবশ্যক হবে।

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পিতামাতাকে সম্মান এবং উত্তম আচরণের সাথে সাথে তাদের প্রতি নিঃশর্ত অনুগ্রহ, ভালবাসা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর' *(বনু ঈস্রাইল ১৭/২৩)*।

আমাদের অনেকেই পিতামাতার সাথে সদাচারণের মূল্য জানে না। কিন্তু সে যখন পিতা হয় তখন দেখা যাবে যে, সে তার সন্তানের কাছ থেকে এই কামনা করে যে তার সন্তানরা যেন তার আনুগত্য করে এবং তার সাথে সদাচারণ করে। অথচ তার ক্ষেত্রে সে তার পিতা-মাতার সাথে কেমন আচরণ করত সেটা ভুলে যায়।

এক ব্যক্তি একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করল, কখন আমি আমার পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করব? তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি নিজেকে তাদের উভয়ের স্থানে রাখ। তারপর ভাব যে, তুমি কতবার তোমার সন্তানদের সাথে দেখা করতে আকাঙ্খা কর?

(৫) দান-ছাদাক্বা সম্পর্কিত আমল :

অন্যান্য আমলের মধ্যে এটি একটি আমল যার ছওয়াব একজন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্যই। আর সেটা হ'ল ধনীদের থেকে যাকাত জমা করে অভাবীদের কাছে বন্টন করে দেওয়া। রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ. 'ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী কর্মী বাড়ীতে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী গাযীর ন্যায়'।[৭]

৪. বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/২৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/ ১৪৮৯।
৫. বুখারী হা/৩০০৪; মুসলিম হা/২৫৪৯; নাসাঈ হা/৩১০৩।
৬. আদাবুল মুফরাদ হা/৪; সিলসিলা আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৯৭।
৭. আবুদাউদ হা/ ২৯৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৮১; মিশকাত হা/১৭৮৫।

অতএব একনিষ্ঠ নিয়তের মাধ্যমে এই ছওয়াবপূর্ণ আমলে সহযোগিতা করুন। বিশেষভাবে মানবিক সহায়তাকারী সংগঠন এবং তাদের সহযোগীদের সাহায্য করুন।

(৬) অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা ও পরিবারের জন্য রোযগার করা :

পিতা-মাতা ও পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থা করাও জান্নাতী পথকে সুগম করে। কা'ব বিন উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَلَدِه وَنَشَاطه مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَده صغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسه يَعفُّها فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَان– একজন ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। ছাহাবীরা শক্তিশালী ও তেজী যুবকটির পরিশ্রম দেখে আশ্চর্য হল। তারা বলল, হে রাসূল (ছাঃ) যদি লোকটি আল্লাহর রাস্তায় এমন করত। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি কোন ব্যক্তি তার ছোট বাচ্চার জন্য শ্রম দেয়, তবুও সে আল্লাহ্র রাস্তায় আছে। যদি কোন ব্যক্তি তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য শ্রম দেয়, তবুও সে আল্লাহ্র রাস্তায় আছে। যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের স্বচ্ছলতার জন্য চেষ্টা করে, তবুও সে আল্লাহ্র পথেই রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি লৌকিকতা ও অহংকারের পথে থাকে, তাহলে সে শয়তানের পথে রয়েছে'।[৮]

(৭) ইলম অর্জন ও মসজিদে নববীতে পাঠদান :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে শুনেছি যে, مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِه إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّه وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِه. 'যে আমার এই মসজিদে আসে এবং কেবল ভাল কাজের জন্যই আসে যা সে শিক্ষা করে বা শিক্ষা দেয় সে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়; আর যে এটা ছাড়া অন্য কাজে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের জিনিসকে দেখে (অথচ ভোগ করতে পারে না)'।[৯]

(৮) হজ্জ ও ওমরাহ :

উম্মে মা'কাল (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمِنْ سَبِيلِ اللَّه وإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. 'হজ্জ ও উমরাহ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ সমতুল্য। রামাযান মাসের উমরাহ হজ্জের সমান'।[১০]

উছমান বিন আবু সালমান (রাঃ) তাঁর দাদী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيه؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:حَجُّ الْبَيْتِ. একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন আমি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাকে অস্ত্র ছাড়াই জিহাদের কথা বলে দিবো না। আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, সেটি হচ্ছে বায়তুল্লায় হজ্জ করা'।[১১]

হাসান ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ. قَالَ: هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فيه، الْحَجُّ– একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন আমি ভীরু ও দুর্বল । রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি জিহাদে চলে এস, যেখানে কোন অস্ত্র নাই। আর তা হলো হজ্জ'।[১২] সুতরাং মনের গহীনে হজ্জ ও ওমরাহর আশা জাগান আর শত-সহস্রগুণ নেকীর আশায় ছালাত আদায়ের জন্য ছুটে চলুন কাবার পথে।

(৯) এক ছালাতের পর পরবর্তী ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা :

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ به الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَات. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِد وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং মর্যাদা বর্ধন করেন? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, কষ্টের সময় পূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা (অর্থাৎ দূর থেকে আসা) এবং এক ছালাতের পর দ্বিতীয় ছালাতের অপেক্ষা করা। সুতরাং এই হল (নেকী ও ছওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত'।[১৩]

আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল ছাঃ) বলেন, مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَفَارِسٍ يَشْتَدُّ بِه فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ

৮. মু'জামুল আওসাত হা/ ৬৮৩৫; ছহীহুল জামে' হা/১৪২৮।
৯. ইবনু মাজাহ হা/২২৭; মিশকাত হা/৭৪২; ছহীহুল জামে' হা/৬১৮৪।
১০. ছহীহুল জামে' হা/১৫৯৯।
১১. ছহীহুল জামে' হা/২৬১১।
১২. ছহীহুল জামে' হা/৭০৪৪।
১৩. মুসলিম হা/২৫১; তিরমিযী হা/৫১; নাসাঈ হা/১৪৩।

اللّٰه بملْءِ كَشْحه، تُصَلِّي عَلَيْه الْمَلَائِكَةُ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمْ، وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ– ছালাতের পর আর এক ছালাতের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সেই অশ্বারোহীর সমতুল্য, যে তার অশ্বসহ আল্লাহ্র পথে শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্রমের সাথে সদা প্রস্তুত; যে থাকে বৃহৎ প্রতিরক্ষার কাজে। আল্লাহ্র ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে যতক্ষণ না সে মসজিদ থেকে চলে যায় অথবা বাতকর্ম করে না করে ফেলে'।[১৪]

(১০) ফেৎনার যুগে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنّ مِنْ وَرَائِكمْ زَمانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِ أَجْرُ خَمْسِينَ شَهِيداً– 'তোমাদের পরবর্তী এমন এক ছবরের যুগ রয়েছে, তাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরলে পঞ্চাশ জন শহীদের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে'।[১৫]

(১১) যালেম শাসকের নিকট সত্য কথা বলা :

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

سَيِّد الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جائرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, শহীদের নেতা হলো হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব। আর সেই ব্যক্তি যে যালেম শাসকের নিকট দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ ও নিষেধ করে (উপদেশ দেয়) অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়'।[১৬]

(১২) বিপদাপদে পতিত হওয়া :

মহান আল্লাহ তাঁর ধৈর্যশীল মুমিন বান্দাদের উপর বালা-মুছীবত, অসুখ-বিসুখ প্রদানের মাধ্যমে গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। আর তাদের মর্যাদাকেও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। এমনকি অনেক অসুখের মাধ্যমে তাদেরকে শহীদের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিম্নে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বালা-মুছীবতসমূহ যা একজন ব্যক্তিকে শহীদের মর্যাদায় উন্নীত করতে পারে তা উল্লেখ করা হলো-

(ক) মহামারীতে মৃত্যু:

জাবের বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ– 'মহামারীতে পলায়নকারী ব্যক্তি যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়নকারী ব্যক্তির ন্যায়। যে ব্যক্তি তথায় ধৈর্যধারণ করল, সে শহীদের মর্যাদা পেল'।[১৭]

(খ) সম্পদ রক্ষার্থে মৃত্যু :

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي رواية قال : " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد– 'যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ হেফাযত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তির সম্পদ অন্যায়ভাবে কেউ পেতে চাইল, অতঃপর সে তার সাথে লড়াই করল, অতঃপর নিহত হল সে শহীদ'।[১৮]

(গ) প্রাণ, দ্বীন ও পরিবার রক্ষার্থে মৃত্যু :

সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট শুনেছি, من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد– 'যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ হেফাযত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে লোক তার প্রাণ রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে লোক তার দ্বীনের জন্য মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে লোক তার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ'।[১৯]

(ঘ) শ্বাসকষ্টে মৃত ব্যক্তি :

উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,–الْمَيِّتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ' ফুসফুসের প্রদাহে মৃত ব্যক্তি শহীদ'।[২০]

(ঙ) সমুদ্রে পীড়াগ্রস্থ ও পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি :

উম্মে হারাম (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَائِدُ فِى الْبَحْرِ الَّذِى يُصِيبُهُ الْقَىْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ– সমুদ্রে পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি যে বমনে আক্রান্ত হয়ে (মৃত্যুবরণ করেছে) সে শহীদের মর্যাদা পাবে আর পানিতে ডুবে মারা গেলে সে দুইজন শহীদের মর্যাদা পাবে'।[২১]

১৪. আহমাদ হা/ ৮৬২৫; ত্বাবারানীর কাবীর হা/ ১১৭৫; আওসাত্ব হা/ ৮১৪৪; ছহীহ তারগীব হা/৪৫০।
১৫. ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪।
১৬. ছহীহুল জামে' হা/৩৬৭৫।
১৭. ছহীহুল জামে' হা/৪২৭৭।
১৮. বুখারী হা/২৪৮০; তিরমিযী হা/১৪১৮; আবুদাউদ হা/৪৭৭১; নাসাঈ হা/৪১০১; ইবনু মাজাহ হা/২৫৮১।
১৯. তিরমিযী হা/১৪২১; আবুদাউদ হা/৪৭৭২।
২০. ছহীহুল জামে' হা/৬৭৩৮।
২১. আবুদাউদ হা/৪৭৭২; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৪২।

(মায়েদ) সমুদ্র পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি হলো যার সমুদ্রের প্রবল বাতাস ও প্রচণ্ড ঢেউয়ের ফলে মারা ঘুরতে থাকে (বমি ও মাথা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে মারা যায়)'।[২২]

মোল্লা ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ, হজ্জ, জ্ঞানার্জন অথবা ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াও সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে মাথা ঘুরতে মারা যায় তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে'।[২৩]

রাশেদ বিন হুবাইশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والسيل، والنفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة– 'আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, বন্যার স্রোতে মৃত ব্যক্তি শহীদ, সন্তান জন্মদানের পর মৃত মহিলা যাকে তার নবজাতক সন্তান তার নাড়ি দিয়ে টানতে টানতে জান্নাতে নিয়ে যাবে'।[২৪]

(চ) পেটের পীড়া ও ভুমিধ্বসে মৃত ব্যক্তি :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِيقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. 'পাঁচজন ব্যক্তি শহীদ। ১. মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, ২. পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি। ৩. পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি। ৪. ভূমিধ্বসে মৃত ব্যক্তি। ৫. আল্লাহর পথে নিহত শহীদ ব্যক্তি'।[২৫]

(ছ) অগ্নিদগ্ধ ও গর্ভবতী :

জাবির ইবনু আতীক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ– 'আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে এরূপ ব্যক্তি ছাড়াও সাত শ্রেণীর লোক শহীদের মর্যাদা পাবে। ১. মহামারীতে মৃতব্যক্তি শহীদ, ২. ডুবে মারা গেছে এরূপ ব্যক্তি শহীদ। ৩. ফুসফুসের প্রদাহে (শ্বাসকষ্ট) মৃত ব্যক্তি শহীদ। ৪. পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ। ৫. যে ব্যক্তি পুড়ে মারা গেছে সে শহীদ। ৬. কোন কিছু চাপা পড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ এবং ৭. প্রসবকষ্টে মৃত নারী শহীদ'।[২৬]

২২. মিরকাতুল মাফাতীহ ৭/৪০১ পৃঃ।
২৩. ঐ।
২৪. ছহীহুল জামে' হা/৪৪৩৯।
২৫. বুখারী হা/২৮২৯; মুসলিম হা/১৯১৪; তিরমিযী হা/১০৬৩।
২৬. আবুদাউদ হা/৩১১৩; মিশকাত হা/১৫৬১।

'মাবতুন' হলো পেটের সমস্যাজনিত মৃত্যু। কেউ বলেন, বাচ্চাসহ মৃত মহিলা। কেউ কেউ বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা। অপর হাদীছে এসেছে, যে মহিলা বাচ্চা প্রসবের পর নিফাস অবস্থায় মারা যায় সেও শহীদ।

আব্দুল্লাহ বিন বিসর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, القتيل في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد والنفساء شهيدة– আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, পেটের রোগে মৃতব্যক্তি শহীদ, মহামারীতে মৃতব্যক্তি শহীদ, ডুবে মারা গেছে এরূপ ব্যক্তি শহীদ ও নিফাসওয়ালী মৃত মহিলা শহীদ'।[২৭]

(জ) যক্ষ্মারোগে মৃত্যু :

উবাদা বিন ছমেত হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, السِّلُّ شهادة. যক্ষ্মারোগী শহীদ'।[২৮]

[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী মহানগরী পূর্ব সাংগঠনিক উপযেলা]

২৭. ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩৯।
২৮. ছহীহুল জামে' হা/৩৬৯১।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়

-আব্দুর রহীম

(৩য় কিস্তি)

পিতা-মাতার প্রতিদান :

বাবা-মা যে কষ্ট করে সন্তান লালন-পালন করেন তার প্রতিদান কেউ দিতে পারেনা। এমনকি মায়ের এক ফোটা দুধের ঋণ পরিশোধ করতে পারেনা। কিন্তু ভালোর প্রতিদান ভালো কাজ দিয়ে হওয়া উচিৎ। আল্লাহ বলেন, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ 'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কি হ'তে পারে? *(আর-রহমান ৫৫/৬০)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে'।[১] অন্য হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ أَبِي بُرْدة قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِه، يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل ... إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرْ ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ-

আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, 'আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য। আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি'। অতঃপর সে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বলল, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি'।[২] আর যদি পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়। তাহ'লে তার প্রতিদান অনুরূপ অথবা তার চেয়ে খারাপ হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ'ল- (ক) عَنْ ثَابت الْبُنَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَضْرِبُ أَبَاهُ فِي مَوْضِعٍ، فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ الْأَبُ خَلُّوا عَنْهُ ، فَإِنِّي كُنْتُ أَضْرِبُ أَبِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَابْتُلِيتُ بِابْنِي يَضْرِبُنِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، هَذَا بِذَاكَ وَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ- ছাবেত আল-বুনানী (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি তার পিতাকে এক স্থানে মারছিল। তখন তাকে বলা হ'ল এটি তুমি কি করছ? তখন পিতা বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ এই স্থানেই আমি আমার বাবাকে মেরে ছিলাম। ফলে আমার ছেলের দ্বারা আমি এই স্থানে এরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছি। এটি তারই বিনিময়। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই'।[৩]

(খ) عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْيَسْكَنْدِيِّ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي ضَرَبَنِي وَأَوْجَعَنِي. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الابْنُ يَضْرِبُ أَبَاهُ؟ ! قَالَ: نَعَمْ ضَرَبَنِي وَأَوْجَعَنِي.فَقَالَ: هَلْ عَلَّمْتَهُ الْأَدَبَ وَالْعِلْمَ؟ قَالَ: لَا، فَهَلْ عَلَّمْتَهُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَيَّ عَمَلٍ يَعْمَلُ؟ قَالَ الزِّرَاعَةَ.قَالَ: هَلْ عَلمْتَ لأَيِّ شَيْءٍ ضَرَبَكَ؟ قَالَ: لَا.قَالَ: فَلَعَلَّهُ حِينَ أَصْبَحَ وَتَوَجَّهَ إِلَى الزَّرْعِ وَهُوَ رَاكِبٌ الْحِمَارَ، وَالشِّيرَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْكَلْبُ مِنْ خَلْفِه، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ فَتَغَنَّى وَتَعَرَّضْتَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَظَنَّ أَنَّكَ بَقَرَةٌ، فَاحْمَد اللَّهَ حَيْثُ لَمْ يَكْسِرْ رَأْسَكَ- আবু হাফছ ইয়াসকান্দী বলেন, তার নিকট জনৈক লোক এসে বলল, আমার ছেলে আমাকে মেরে ব্যথিত করেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! ছেলে তার পিতাকে মেরেছে? সে বলল, হ্যাঁ, আমাকে মেরে ব্যথিত করেছে। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে সে কোন কাজ করে? সে বলল, কৃষি কাজ। আচ্ছা তুমি কি জান যে, সে কেন তোমাকে মেরেছিল? সে বলল, না। তাহলে হতে পারে যে, সে যখন সকালে গাধার উপর আরোহন করে কৃষিকাজে যাচ্ছিল আর তার সামনে ছিল বলদ, পিছনে ছিল কুকুর এবং সে কুরআন তেলাওয়াত করতে জানত না। ফলে সে গান গাইছিল আর এ অবস্থায় তুমি তার মুখোমুখি হয়েছিলে। তখন সে তোমাকে গরু মনে করেছিল (এবং তোমাকে মেরে ছিল)। তুমি বরং আল্লাহর প্রশংসা কর যে, সে তোমার ঘাড় মটকিয়ে দেয়নি'।[৪]

(গ) قَالَ الْمَدَائِنِي: أن جريرا كان أعق الناس بأبيه. وكان ابنه بلال عاقا له، فتشاتما يوما، وقد أغلظ بلال لأبيه فقالت له أمه: يا عدوّ الله، أتقول هذا لأبيك؟ فقال جرير: دعيه،

১. মুসলিম হা/১৫১০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০; মিশকাত হা/৩৩৯১।
২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৯৯।
৩. আবুল লায়ছ সামারকান্দী, তানবীহুল গাফেলীন হা/১৫২, ১/১৩১; মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ সাফারেনী, গেযাউল আলবাব ১/৩৭৩।
৪. তানবীহুল গাফেলীন হা/১৫২, ১/১৩০-১৩১।

فكأنه سمعها مني وأنا أقولها لأبي –মাদায়েনী বলেন, কবি জারীর সবচেয়ে বড় পিতার অবাধ্য ব্যক্তি ছিলেন। আর তার ছেলে বেলালও তার অবাধ্য ছিল। সে একদিন পিতার সাথে গালাগালিতে লিপ্ত হয় এবং এতে কষ্টদায়ক ভাষা ব্যবহার করে। শুনে তার মা তাকে বলল, হে আল্লাহর শত্রু! তুমি বাবাকে এসব কথা বলছ? তখন জারীর বলল, তাকে বলতে দাও। হয়ত সে এসব কথা আমাকে বলতে শুনেছে যখন আমি আমার পিতাকে বলেছিলাম'।[৫]

(ঘ) আছমাঈ বলেন, জনৈক আরব আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আমি পিতামাতার সর্বাধিক অবাধ্য ও সর্বাধিক সুন্দর আচরণকারীকে খোঁজার জন্য মহল্লা থেকে বের হলাম। বিভিন্ন পাড়ায় পরিভ্রমন করে এক বৃদ্ধকে পেলাম। যার গলায় রশি বাধা ছিল। আর তা দ্বারা সে পানির বালতি বহন করছে। যেখানে প্রচন্ড রোদের কারণে উটও তা করতে পারেনা। কঠিন গরম পড়ছিল। তার পিছনে একজন যুবক ছিল। আর তার হাতে একটি চাবুক ছিল যা দিয়ে সে তাকে পিটাচ্ছিল। এতে তার পিঠ ফেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। আমি বললাম, তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেনা? তার জন্য কি গলায় রশি নিয়ে পানি বহন করাই যথেষ্ট ছিলনা? আবার তুমি তাকে পিটাচ্ছ? সে বলল, আরে সেতো একই সাথে আমার পিতাও। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করুন। সে বলল, চুপ করুন! সেও এরূপ আচরণ করত তার পিতার সাথে। আর তার পিতা তার দাদার সাথে। আমি বললাম, এই লোকই পিতার সর্বাধিক অবাধ্য। এরপর কিছুদূর না যেতেই জনৈক যুবকের নিকট পৌঁছলাম। তার কাঁধে একটি ঝুড়ি রয়েছে। তাতে রয়েছে এক বৃদ্ধ। যেন একটি পাখির বাচ্চা। প্রতি এক ঘন্টা চলার পর সে ঝুড়ি তার সামনে রেখে তাকে খাবার দিচ্ছে যেমন পাখিরা করে থাকে। আমি বললাম, এটি কে? সে বলল, আমার আব্বা। তিনি অচল হয়ে পড়েছেন। আর আমি তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি'। তখন আমি বললাম, এই লোকই পিতার প্রতি সবচেয়ে বড় সদাচারণকারী আরব।[৬]

পিতা-মাতার প্রতি অসদ্ব্যবহারের শাস্তি :

দুনিয়াবী শাস্তি : পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে বা কোনভাবে তাদের কষ্ট দিলে আল্লাহ তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন। পাশাপাশি দুনিয়াতেও দ্রুত শাস্তি নেমে আসবে। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدْرِكَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوسْطَى، وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْيُ – وَالْعُقُوقُ আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে লোক দু'টি মেয়ে সন্তানকে লালন-পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসাথে পাশাপাশি জান্নাতে অবস্থান করব। এই বলে তিনি নিজের হাতের মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। আর পাপের দু'টি স্তর যার শাস্তি দুনিয়াতে দ্রুত প্রদান করা হয়। আর তা হ'ল ব্যাভিচার ও পিতামাতার অবাধ্যতা'।[৭]

বদনাম ছড়িয়ে পড়া :

পিতামাতার খেদমত করা আবশ্যক। আল্লাহর নির্দেশ পালনের পরপরই পিতামাতার গুরুত্ব রয়েছে। প্রয়োজনে নফল ইবাদত ছেড়ে পিতামাতার ডাকে সাড়া দিতে হবে। তারা মনের কষ্ট একবার 'উহ্' শব্দ করে বদদো'আ করলে আল্লাহ কবুল করে নিবেন। পূর্ব যুগে জনৈক ব্যক্তি মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) সে ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, মাকে কোনভাবেই অসন্তুষ্ট রাখা যাবে না। যেমন এক হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِى صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ. قَالَ حُمَيْدٌ فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِى هُرَيْرَةَ لصفة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِى. فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّى فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمِّى وَصَلاَتِى. فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِى الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِى. قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّى وَصَلاَتِى. فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِى وَإِنِّى كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِى اللَّهُمَّ فَلاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. قَالَ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ. قَالَ وَكَانَ رَاعِى ضَأْنٍ يَأْوِى إِلَى دَيْرِهِ قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِى فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقِيلَ لَهَا مَا هَذَا قَالَتْ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ. قَالَ فَجَاءُوا بِفُئُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّى فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ– قَالَ فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هَذِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِىِّ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَبِى رَاعِى الضَّأْنِ.فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا نَبْنِى مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ لاَ وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلاَهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জুরায়জ (বনী ইসরাঈলের এক আবিদ) তার ইবাদতখানায় ইবাদতে মশগুল

৫. আহমাদ মুছতফা দরবীশ, ই'রাবুল কুরআন ৫/৪২১; আব্দুল কাদের বাগদাদী, খাযানাতুল আদাব ১/৭৬।

৬. বায়হাকী, আল-মাহাসিন ওয়াল মাসাঈ ১/২৩৫, ১/৬১৪; নাযরাতুন নাঈম ১০/৫০১৬; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, উকুকুল ওয়ালিদায়েন ১/৬২।

৭. হাকেম হা/৭৩৫০; ছহীহাহ হা/১১২০; ছহীহুল জামে' হা/২০১০।

থাকতেন। (একবার) তাঁর মাতা তাঁর কাছে এলেন। হুমাইদ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে আবু রাফে‘ এমন আকারে ব্যক্ত করেন, যেমনভাবে রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন সেই মায়ের ডাকার পদ্ধতি এবং যেভাবে তাঁর হাত তাঁর ভ্রুর উপর রাখছিলেন এবং তাঁর দিকে মাথা উচু করে তাকে ডাকছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। এই কথা এমন অবস্থায় বলছিলেন, যখন জুরায়জ ছালাতে মশগুল ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা আর (অপর দিকে) আমার ছালাত (আমি কী করি?)। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি তাঁর ছালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তার মা ফিরে গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার এসে বললেন, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার মা, আমার ছালাত। তখন তিনি তাঁর ছালাতেই মশগুল রইলেন। তখন তাঁর মা বললেন, হে আল্লাহ! এই জুরায়জ আমারই ছেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সে আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করল। হে আল্লাহ! তার মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত না তাকে ব্যভিচারিণীদের দেখাও। তখন নবী (ছাঃ) বলেন, যদি তার মাতা তার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বদদো‘আ করতেন তাহ’লে সে অবশ্যই সেই বিপদে পতিত হ’ত। নবী (ছাঃ) বলেন, এক মেষ রাখাল জুরাইজের ইবাদতখানায় (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। তিনি বলেন, এরপর গ্রাম থেকে এক মহিলা বের হয়েছিল। উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। এতে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এই (সন্তান) কোথা থেকে? সে উত্তর দিল, এই ইবাদতখানায় যে বাস করে, তার থেকে। তিনি বলেন, এরপর তারা শাবল-কোদাল ইত্যাদি নিয়ে এল এবং চিৎকার করে ডাক দিল। তখন জুরাইজ ছালাতে মশগুল ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। তিনি বলেন, এরপর তারা তার ইবাদতখানা ধ্বংস করতে লাগল। তিনি এ অবস্থা দেখে নীচে নেমে এলেন। এরপর তারা বলল, এই মহিলাকে জিজ্ঞাসা কর (সে কি বলছে)। তিনি বলেন, তখন জুরাইজ মুচকী হেসে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলল, আমার পিতা সেই মেষ রাখাল। যখন তারা সে শিশুটির মুখে একথা শুনতে পেল তখন তারা বলল, আমরা তোমার ইবাদতখানার যেটুকু ভেঙ্গে ফেলেছি তা সোনা-রূপা দিয়ে পুর্ননির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না; বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করে দাও। এরপর তিনি তার ইবাদতগাহে উঠে গেলেন’।[৮]

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে জিব্রাঈলের বদদো‘আ :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ’ল, তিনি কে হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না’।[৯]

হাদীছে এসেছে, عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْضُرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ قَالَ: فَقُلْنَا له يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا الْيَوْمَ مِنْكَ شَيْئًا لَمْ نَكُنْ نَسْمَعُهُ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام عَرَضَ لِي فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ: آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ أَظُنُّهُ قَالَ :فَقُلْتُ: آمِينَ– কা‘ব বিন উজরা হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বার উপস্থিত করতে বললেন। আমরা তা উপস্থিত করলাম। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। বক্তব্য শেষে মেম্বার থেকে নামলে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতিপূর্বে শুনেনি। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল (আঃ) আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ’ল না। (পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন’। অতঃপর ২য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হ’ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না। অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল (আঃ) বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না (ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল, আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)’।[১০] *(ক্রমশ:)*

৮. বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০; আহমাদ হা/৮০৭১; আল আদাবুল মুফরাদ হা/৩৩।

৯. মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২।

১০. হাকেম হা/ ৭২৫৬; আহমাদ হা/৭৪৪৪; ইবনু হিব্বান হা/৪০৯; শু‘আবুল ঈমান হা/১৪৭১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৭৭, ৯৯৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৬।

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায়

-মফীযুল ইসলাম

(৪র্থ কিস্তি)

অনর্থক রাত্রি জাগরণ :

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে আমাদের রাত্রি জাগরণ ও সালাফে-ছালেহীনের রাত্রি জাগরণের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। তারা রাত জেগে জেগে কুরআন পড়তেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন। আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতেন। জান্নাত লাভের আশায় এবং জাহান্নামের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে অশ্রু ফেলতেন। তারা রাত্রিকে ভাগ করে নিতেন নিজের আত্মার জন্য এবং পরিবারের জন্য। তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 'তারা তাদের (দেহের) পার্শ্বগুলো বিছানা থেকে আলাদা করে (জাহান্নামের) ভীতি ও (জান্নাতের) আশা নিয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে' *(সাজদাহ ৩২/১৬)*।

যে সময় মহানবী (ছাঃ), ছাহাবীগণ, সালাফে-ছালেহীন আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতেন, জাহান্নামের ভয়ে প্রকম্পিত হ'তেন, সে সময় আজ অসংখ্য মানুষ মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও টিভি নিয়ে নির্ভয়ে নোংরামি, অশ্লীলতা, যৌনতা নিয়ে ডুবে থাকছে। হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর, স্মরণ কর মরণকে যে কোন সময় তা তোমাকে গ্রাস করতে পারে। সিনেমা, নাটক, নগ্নতা, অশ্লীলতা দেখতে দেখতে যদি তোমার মরণ হয় তাহ'লে কবরে, হাশরে তোমার অবস্থা কি হবে তা কখনো ভেবেছ? ঐ শোন আল্লাহ্র বাণী, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ– 'যে কেউ মন্দকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তাকে অধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করবে' *(নামল ২৭/৯০)*।

লজ্জাহীনতার প্রসার :

পর্ণোগ্রাফী মানুষকে লজ্জাহীন করে তোলে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ 'তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন চায় তা করতে পার'।[১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ বা শাখা'।[২] তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হ'ল লজ্জাশীলতা।[৩] অতএব হে নারী-পুরুষ! লজ্জাশীলতা অবলম্বন করে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করো ও নিজেকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করো। রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلا شَانَهُ، وَلا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلا زَانَهُ– 'অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়েই থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়েই থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় করে তোলে'।[৪]

বিজাতির অনুসরণ :

বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম আজ কোনো না কোনভাবে কাফির-মুশরিক তথা ইহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকদের হুবহু অনুসারী। তাদের চাল-চলন, লেবাস-পোশাক ও আচার ব্যবহার সবই প্রায় কাফির-মুশরিকদের ন্যায়। তাদের হুবহু অনুসরণের অন্যতম কারণ হ'ল মিডিয়া। মিডিয়া বা টিভিতে, ইন্টারনেটে তাদেরকে যা করতে দেখছে মুসলিমরাও আজ তাই করছে। অমুসলিম নারীরা নগ্ন-অর্ধনগ্ন পোশাক পরছে। মুসলিম নারীরাও আজ অনুরূপ পোশাক পরছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন সুদভিত্তিক, মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমনি সুদভিত্তিক। যেনা- ব্যভিচার যেমন তাদের কাছে পাপের জিনিস নয়, তেমনি মুসলমানদের নিকটও তা অনুরূপ হয়ে উঠছে। বিজাতির অনুকরণের ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ ভুলে মুসলিম জাতি যেমন পৃথিবীতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অপদস্ত ও মূল্যহীন হয়েছে; তেমনি পরকালে ও তাদের মত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত'।[৫] অন্যত্র আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى 'সেই ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে; তোমরা ইহুদী, খ্রিষ্টানদের অনুসরণ কর না'।[৬] এক্ষেত্রে আল্লাহ্র রাসূল যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, তা-ই ঘটছে। তিনি বলেন, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا فَبَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلُ الْكِتَابِ قَالَ فَمَنْ–

১. আবুদাউদ হা/ ৪৭৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮৪ ।
২ . বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/১৬১; মিশকাত হা/৫।
৩ . ইবনু মাজাহ হা/৪১৮১ ।
৪. তিরমিযী হা/ ১৯৭৪; ইবনু মাজাহ হা/ ৪১৮৫।
৫ . আবুদাউদ হা/ ৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭।
৬ . তিরমিযী হা/২৬৯৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৪।

'অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী হবে। হাতে-হাতে, বিঘতে-বিঘতে তথা হুবহু-অবিকল। এমনকি তারা যদি কোন গুই সাপের গর্তে ঢুকে পড়ে তা হ'লে তোমরাও তাতে ঢুকে পড়বে। আমরা বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কি ইহুদী ও খ্রিষ্টান? তিনি বললেন, তারা নয় তো আর কারা'?[৭]

অবসর সময়ের অপব্যবহার :

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ– 'দু'টি নে'মত রয়েছে, যে দু'টিতে বহু মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়েছে ১. শারীরিক সুস্থতা এবং ২. অবসর'।[৮] অবসর বা ফ্রি টাইমে যারা পর্ণোগ্রাফী দেখে, চা স্টল-বাযারে বসে গল্পগুজব করে কাটাচ্ছে নিঃসন্দেহে তারা ধোঁকায় পড়ে আছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ– 'তুমি পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনীমত মনে কর, ১. মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে, ২. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে, ৩. দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, ৪. বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে ৫. এবং পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে' ।[৯]

মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ-

অতএব যখন অবসর পাও ইবাদতের কষ্টে রত হও এবং তোমার রবের দিকে রুজূ' হও' *(ইনশিরাহ ৯৪/৭-৮)*। কাজেই মুসলিম কখন অবসর সময় বিলাসিতায় কাটাতে পারে না।

মহিলাদের কৃত্রিম রূপচর্চা :

টিভিতে, ইন্টারনেটে, প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন মডেলের নারীদের রূপচর্চা দেখে তাদের মত সাজ-সজ্জা গ্রহণের প্রবণতা এদেশের সরল-অবলা নারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দানা বেঁধে উঠছে। বিজাতির অনুকরণে সাজ-সজ্জা মুসলিম নারীদের জন্য বৈধ নয়। তবে স্বাভাবিক সাজ-সজ্জা নারীদের জন্য জায়েয। আর তা হ'তে হবে এক মাত্র তার স্বামীর জন্য। যেমন- মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِى يَدِى فَتَخَات مِنْ وَرِق فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ. فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه. 'একদা রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান এবং বলেন, হে আয়েশা এটা কী? আমি বললাম, আপনার জন্য সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্তে তা তৈরি করেছি'।[১০] আজকে যে সকল নারীরা তার স্বামীর জন্য না সেজে বিবাহের অনুষ্ঠানে, উদ্যান-পার্কে ঘুরতে, মার্কেটে যাওয়ার সময় নগ্ন-অর্ধনগ্ন হয়ে সজ্জিত হচ্ছে, তারা নিঃসন্দেহে জঘন্য পাপের জড়িয়ে পড়ছে। যে পাপ যেনা-ব্যভিচারের মত ভয়ঙ্কর। রূপচর্চার জন্য যত্র-তত্র শহরে-গ্রামে গড়ে উঠেছে বিউটি পার্লার। যেখানে চলছে অনৈতিক সাজ-সজ্জার রমরমা ব্যবসা। আমরা মুসলিম নারীদেরকে সর্তক করে বলতে চাই, সেখানে গিয়ে শরীরে উল্কি অঙ্কন করা, নকল চুল লাগানো ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘষে ফাঁকা বা সরু করা, ভ্রু-প্লাক করা অভিশপ্ত নারীদের কাজ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ– 'আল্লাহ্র অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, (ওয়াছিলাত) আর উছমান (রাঃ) বলেন, (মুতানাম্মিছাত) অতঃপর তারা ঐক্যমত পোষণ করেন। এবং সেসব নারীদের উপর যারা ভ্রু চেঁছে সরু (প্লাক) করে। যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁত ফাঁকা করে। যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে'।[১১]

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও মুসলমানদের বিপর্যয় :

আল্লাহ বলেন, 'যারা (মৃত্যুর পর আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং এখানকার সবকিছু নিয়েই তৃপ্তিবোধ করে, (সর্বোপরি) যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে অমনোযোগী থাকে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, এ হচ্ছে তাদের সেই কর্মফল, যা তারা দুনিয়ার জীবনে অর্জন করেছিল' *(ইউনুস ১০/৭-৮)*।

বহু পর্ণোভোক্তা আছেন, যারা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সর্বসাধারণ থেকে আড়ালে গিয়ে নোংরামি, অশ্লীলতায় লিপ্ত হন। কারণ তারা নোংরামি, অশ্লীলতা দর্শনের কথা জানতে পারলে লজ্জা, লাঞ্ছনা, অপমান সুনিশ্চিত। মহান আল্লাহ বলেন, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ 'তারা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে)। কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তার দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন' *(নিসা ৪/১০৮)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি, আর তার প্রবৃত্তি তাকে নিত্য নতুন কি কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আমি তার গলার শিরা

৭. বুখারী হা/৩৪৫৬; মুসলিম হা/ ৬৯৫২।
৮. বুখারী হা/ ৬৪১২; মিশকাত হা/ ৫১৫৫।
৯. হাকিম হা/৭৮৪৬; মিশকাত হা/৫১৭৪।
১০. আবুদাউদ হা/ ১৫৬৫।
১১. বুখারী হা/৪৮৮৬; তিরমিযী/২৭৮২।

থেকেও নিকটবর্তী *(ক্বাফ ৫০/১৫)*। অতএব মানুষ দুনিয়ার সকল কিছু লুকিয়ে যাই করুক না কেন আল্লাহ সব কিছুরই খবর রাখেন। তিনি আরো বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 'তিনি চক্ষুর অপব্যবহার বা গোপনচাহনি এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত' *(মুমিন ৪০/১৯)*। আল্লাহ যেহেতু সবকিছু দেখেন কাজেই তাঁকে অধিক ভয় করা এবং লজ্জা করা উচিত।

আজ পর্ণোগ্রাফী ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অধিকাংশ মানুষকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে বেপরোয়া করে তুলছে। মহান আল্লাহ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- 'অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ততধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে ভুলিয়ে রেখেছে। এমন কি (এমত অবস্থাতেই) তোমরা কবরে এসে পড়বে' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*।

যারা অশ্লীলচিত্রের প্রভাবে স্ব-স্ব কৃতকর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকে তারাই বড়ই যালেম। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ- 'কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী শুনিয়ে দেয়ার পর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তবে তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে? *(কাহাফ ১৮/৫৭)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যুলুমকারীদেকে ভালোবাসেন না' *(শূরা ৪২/৪০)*। পর্ণোগ্রাফীর ড্রাগে আসক্ত হয়ে অধিকাংশ মুসলমান আজ আল্লাহ্র স্মরণ থেকে অর্থাৎ ইবাদত থেকে দূরে থাকছে। অথচ মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের এক বিভীষিকাময় অবস্থা তুলে ধরে বলেন, 'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবিকা হবে সংকীর্ণময় আর তাকে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে। আমি এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি' *(ত্ব-হা ২০/১২৪-১২৭)*। কাজেই আজ যারা আনন্দ-বিনোদনের নামে আল্লাহকে ভুলে নোংরামি ও অশ্লীলতায় নিমগ্ন আছে, সেই দিন তাদের অবস্থা কত না ভয়াবহ হবে। এরই কারণে মুসলিম জাতির উপর নেমে আসবে শত্রু কর্তৃক নির্যাতন-নিপীড়ন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ – 'যে জাতি (আল্লাহ্র) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সে জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে'।[১২] মুসলমানদের জান ও মালের শত্রু ইহুদী, খ্রিষ্টান ও অমুসলিমরা আজ মুসলমানদের সাহসিকতা, মেধা, বিবেক নাশ করছে। এগুলো মুসলমান জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তাদের মরণাস্ত্রের চেয়ে বেশী কাজ করছে। কাজেই হে মুসলিম জাতি! নোংরামি, অশ্লীলতা থেকে সাবধান হও। তা না হ'লে তারা আমাদের কে রুটির টুকরার মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا– 'অদূর ভবিষ্যতে সকল বিজাতীয়রা তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন খাবার গ্রহণকারীরা খাবার পাত্রের উপর একত্রিত হয়'।[১৩]

বর্ষবরণে নির্লজ্জ ও অশ্লীলতার চর্চা :

নারীরা দিন দিন বর্ষবরণে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠছে। ফলে বর্ষবরণে অশ্লীলতার চিত্র প্রকট আকার ধারণ করছে। বর্তমানে ইংরেজি ও বাংলা নববর্ষের চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে প্রায় সর্বস্তরের মানুষ এ দিনগুলো পালনে উন্মত্ত হয়ে পড়ছে। শালীন মেয়েরাও অর্ধনগ্ন, অশালীন, অমার্জিত, পোশাক পরে এ দিনগুলোতে ঘর থেকে বের হচ্ছে। অথচ আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর, জাহেলী যুগের মত চোখ ঝলসানো প্রদর্শনী করে বেড়িও না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। আল্লাহ্র এ নির্দেশ থাকার পরও আল্লাহ্র এক শ্রেণীর বান্দিরা তথাকথিত পহেলা বৈশাখের ফিনফিনে হলুদ ও সাদা শাড়ি পরে পেট, পিঠ, গলা, বুক বের করে, উটের কুঁজের মতো মাথায় খোপা বেধে, বিউটি পার্লারে গিয়ে রং-বেরংয়ে সেজে ও সেন্ট মেখে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, স্পট, উদ্যান-পার্কে বেলেল্লাভাবে ঘুরে অশ্লীলতা বিলি করে বেড়াচ্ছে। আর হাযারও পুরুষকে তারা আকৃষ্ট করছে। ফলে তারা যৌন হয়রানী, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও সম্ভ্রমহানীর শিকার হচ্ছে। মুক্তমনা বৈশাখী প্রেমীরা লাগামহীনভাবে চলাফেরার কারণে পৃথিবীতে যেমন লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে পরকালেও তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঐ শ্রেণীর নারীদেরকে ব্যভিচারিণী ও জাহান্নামী বলেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে- أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন রমণী যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে যায় এই জন্য যেন তারা তার সুবাস পায়, তাহ'লে সে হলো ব্যভিচারিণী'।[১৪]

তিনি আরো বলেন, صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ

১২. ছহীহুল জামে' হা/৩২৪০; মু'জামুল কাবীর হা/১০৯৯২।

১৩. আবুদাউদ হা/৪২৯৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৫৮।

১৪ . নাসাঈ হা/৫১২৬; মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৭২৬।

الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا– ‘দু’শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী। যাদেরকে আমি দেখিনি। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর হচ্ছে এমন লোক যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মত লম্বা চাবুক। যা দিয়ে তারা মানুষকে অযথা প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন মহিলা যারা হবে কাপড় পরিহিতা, অথচ উলঙ্গ। অন্যকে (পুরুষকে) আকর্ষণকারিণী এবং নিজেও হবে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে খুরাসানী উটের ঝুলে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যায়’।[১৫]

শয়তানী ছলনা বড়ই মারাত্মক :

শয়তান বলেছিল, ‘যাদের কারণে তুমি আমাকে ভ্রষ্ট করলে, আমিও তাদের জন্য তোমার সরল পথে (গোমরাহ করার জন্য) নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব, অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসব এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৬-১৭)*। শয়তানের এই পরিকল্পনা আজ খুবই শক্তিশালীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সে আদমের সন্তানদেরকে নোংরামি, অশ্লীলতার চার দেওয়ালে আবদ্ধ করে ফেলেছে। যার ফলে বনী আদম ডানে বামে, পশ্চাতে-সামনে যে দিকেই নযর করুক না কেন, শয়তানের জালে ফেঁসে যাচ্ছে। আল্লাহ জাহান্নামী মানুষের কথা তুলে ধরে বলেন, بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ‘বরং তারা গোমরাহ পথভ্রষ্ট, তারাই হলো উদাসীন’ *(আ‘রাফ ৭/১৭৯)*। প্রত্যেক গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা হলো শয়তানের পথ, জাহান্নামের পথ। তাই মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ– ‘তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু *(বাক্বারাহ ২/১৬৮,২০৮, আন’আম ৬/১৪২)*। মহান আল্লাহ শয়তানের পথ অর্থাৎ গোমরাহী-ভ্রষ্টপথে চলতে নিষেধ করেছেন এবং তার সরল পথে চলতে বলেছেন। তিনি বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– ‘নিশ্চয়ই এটিই আমরা সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও ভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যেন তোমরা সাবধান হও’ *(আন’আম ৬/১৫৩)*। এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যদি মানুষ শয়তানের অনুসারী হয় তাহলে মানুষ কি আপন কল্যাণ বুঝবে না?

মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ– ‘হে বনী আদম! আমি কী তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?’ *(ইয়াসিন ৩৬/৬০-৬২)*।

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ‘নিশ্চয়ই (নারীদের) ছলনা বড়ই মারাত্মক’ *(ইউসুফ ১২/২৮)*। দিন দিন জীবিত নারীর ছলনার চেয়ে টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারী ছলনা বড়ই মারাত্মক হয়ে উঠছে, যা শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

যে কেউ আল্লাহ্‌র বিধানের অবাধ্যচারী হলে শয়তান তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ– ‘নিশ্চয় আল্লাহ বিচারকের সাথে থাকেন, যতক্ষণ সে অন্যায় বিচার করে না। অতঃপর সে যখন অন্যায় বিচার করে তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং শয়তানকে তার সাথী বানিয়ে দেন’।[১৬] অত্র হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় আল্লাহ্‌র অবাধ্যচারীদের সঙ্গী হয় শয়তান এবং তাদের মাধ্যমেই শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। শয়তান আদম সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ‘যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন সে শয়তান বলল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রহণ করব। তাদের পথভ্রষ্ট করব, আশ্বাস দেব’ *(নিসা ৪/১১৮-১১৯)*।

বনী আদমের চিরশত্রু শয়তান। সে চায়না যে বনী আদম জান্নাতে যাক। তাই সে সেদিন বলেছিল, قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا– ‘আপনি কী ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন যে, আপনি এ ব্যক্তিকে (আদমকে) আমার উপর সম্মান দিচ্ছেন। আপনি যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তাহলে আমি অল্প কিছু বাদে তার বংশধরদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমার কর্তৃত্বাধীন এনে ফেলব’ *(বাণী ইসরাঈল ১৭/৬২)*। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ‘শয়তান তোমাদের শত্রু, কাজেই তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে কেবল তার দলবলকে ডাকে, যাতে তারা জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গী হয়’ *(ফাতির ৩৫/৬)*।

(ক্রমশ)

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

১৫. মুসলিম হা/২১২৮।

১৬. ছহীহুল জামে‘ হা/১২৫৩।

Contents

দাড়ি রাখার গুরুত্ব

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

উপস্থাপনা :

মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির সেরা হিসাবে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আকৃতি-প্রকৃতি সর্বদিক থেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিত করেছেন। আদি পিতামাতা আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) আল্লাহ্র ফিতরাতী সৃষ্টির প্রথম মানব-মানবী, পুরুষ ও নারী। আর পুরুষ জাতির অন্যতম ফেতরাতী তথা আল্লাহ সৃষ্ট নির্দশন হল দাড়ি। দাড়ি রাখা একজন মুসলিম পুরুষের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। এতে যেমন দুনিয়াবী কল্যাণ রয়েছে তেমনি আখেরাতে রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান। নিম্নে আমরা দাড়ি কেন রাখব? এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কুরআন, সুন্নাত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

দাড়ি রাখা আনুগত্যের প্রতীক :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। তিনি আরো বলেন فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। দাড়ি রাখা সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীছ এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ. ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন 'তিনি মোচ ছোট করতে এবং দাড়ি লম্বা করতে আদেশ দিয়েছেন'।[১]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মোচ ছাঁট ও দাড়ি রাখ; অগ্নিপূজকদের বিপরীত কর'।[২]

অন্যত্র এসেছে, 'দাড়ি কামানো ও মোচ ওয়ালা দুইজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল। রাসূল (ছাঃ) তাদের দুইজনকে দেখে অপসন্দ করলেন। তাদেরকে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক! এটা করতে তোমাদের কে আদেশ দিয়েছে? তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক অর্থাৎ 'সম্রাট কিসরা'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কিন্তু আমার প্রভু আমাকে দাড়ি লম্বা করতে ও মোচ ছাঁটতে আদেশ করেছেন'।[৩]

এখানে আমর বা নির্দেশ বাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা থেকে বোঝা যায় যে এটি সাধারণ নির্দেশ নয়। বরং তা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করে। যার উপর আমলকারী ব্যক্তি নেকী পাবে এবং পরিত্যাগকারী ব্যক্তি শাস্তি পাবে।

দাড়ি কামানো অবাধ্যতার শামিল :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে' *(জ্বীন ৭২/২৩)*।

দাড়ি রাখা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ। সুতরাং এর অবাধ্যতা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ 'আমি তোমাদের যে বিষয়ে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাক'।[৪] সুতরাং নির্দেশ হ'ল দাড়ি রাখা ও বড় করা। আর আবশ্যক হ'ল দাড়ি না কামানো ও সর্বদা ছোট করা থেকে বিরত থাকা। মনে রাখতে হবে দাড়ি ছোট করা যা কামানোর শামিল। কোন বিষয়ে নির্দেশ পাবার অর্থ হ'ল তার বিপরীত

১. মুসলিম হা/৬২৪, উল্লেখ্য যে, এ নির্দেশটি বিভিন্ন শব্দে ব্যবহার হয়েছে। যেমন : (أرخوا، فروا أعفوا، أوفوا، أرخوا) এই সবগুলি শব্দের অর্থই হলো তার অবস্থার উপরই ছেড়ে দাও।

২. মুসলিম হা/৬২৬।

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/২৭০, হাদীছটি হাসান- লেখক।

৪. মুসলিম হা/১৩০।

Contents

বিষয় থেকে বিরত থাকা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ ‘তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা সেটা মুসলিমের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ’।[৫] ফলে দাড়ি তোলা ও চুল তোলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِه وَلِحْيَتِه– আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত ‘কোন ব্যক্তির জন্য তার সাদা চুল তোলা অপসন্দনীয়, সেটা মাথার চুল হোক অথবা দাড়ি’।[৬]

যিনি দাড়ি কামান, তিনি কালো চুলের মধ্যে সাদা চুলকে অতিরিক্ত মনে করেন অথচ তা মুসলমানের নূর। ‘ওমর ইবনু খাত্তাব ও আবু ইয়ালা (রাঃ) মদিনায় ফায়ছালা প্রদান কালে দাড়ি কামানো ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রত্যাখান করতেন’।[৭]

ইমাম গাযালী ও ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, (نتفها) ‘নাতফ’-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা উপড়িয়ে ফেলা অর্থাৎ দাড়ি উঠার শুরুতেই উপড়িয়ে ফেলা যেটি ‘মুরদ’-এর অনুসরণ করা। আর মুরদ হলো যে লোক মোচ কেটে ফেলে ও দাড়ি উপড়িয়ে ফেলে। যা বড় অন্যায় অপকর্ম’।[৮]

দাড়ি লম্বা করা সুন্নাতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য :

মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ‘আমরা রাসূল পাঠিয়েছি কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে’ *(নিসা ৪/৬৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّد ‘সর্বোত্তম পথ হল রাসূল (ছা)-এর পথ’।[৯] রাসূল (ছাঃ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে তিনি দাড়ি লম্বা রাখার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করতেন। এ সম্পর্কে হাদীছ, عَن أنس كَانَت لحيته قد مَلَأت من هَهُنَا إِلَى هَهُنَا وَمد بعض الرواة يَدَيْهِ على عارضيه– হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এর দাড়ি এখান থেকে এই পর্যন্ত পরিপূর্ণ; এই বলে তিনি তার হাতকে গালের দুই অংশে নিয়ে যেতেন’।[১০]

عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ. قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

আবু মা‘মার (রাঃ) বলেন, আমরা খাব্বাব (রাঃ)-কে বললাম, রাসূল (ছাঃ) কি যোহর ও আসরের ছালাতে ক্বিরা‘আত পড়তেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা বললাম, আপনারা কিভাবে তা বুঝতেন। তিনি বললেন, তাঁর দাড়ি নড়া দেখে’।[১১] রাসূল (ছাঃ) ‘যখন ওযু করতেন তখন তিনি এক চুল্লি পানি নিয়ে কণ্ঠনালীতে দিতেন। অতঃপর সে পানি দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন’।[১২] রাসূল (ছাঃ)-এর দাড়ি যে লম্বা বড় ছিল তা এ সমস্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল যে যারা রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার দাবীদার অথচ তারা রাসূলের সুশ্রী দাড়িযুক্ত অবয়ব, গঠন-আকৃতি ভালবাসে না।

৫. আবুদাঊদ হা/৪২০২; শারহুস সুন্নাহ হা/৩১৮১; হাদীছটিকে আলবানী হাসান ছহীহ বলেছেন।
৬. মুসলিম হা/১০৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯৮৫।
৭. ফাতাওয়া শাবাকাতুল ইসলাম ২/৯৭৬ পৃঃ।
৮. মুসলিম ৩/১৪৯ পৃঃ।
৯. মুসলিম হা/৪৩।
১০. জামে‘উল আহাদীছ হা/৩৬১২১; ইবনু আসাকীর হা/১৮৫৫৫।
১১. বুখারী হা/৭৪৬,৭৬০; আবু দাঊদ হা/৮০১; ইবনু মাজাহ হা/৮২৬।
১২. আবুদাঊদ হা/১৪৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৬১।

বরং তাঁর শত্রুদের গঠন আকৃতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। ভালবাসা হলো প্রেমিক তার মনের মানুষটিকে অজান্তেই ভালবেসে ফেলে তার অনুকরণপ্রিয় হয়ে যায়। জোর করে কোন কিছু আদায়ের নাম ভালবাসা নয়, সেটি অন্য কিছু।

রাসূল (ছাঃ) আদর্শের মূর্ত প্রতীক :

হযরত সাদ বিন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। অতঃপর আমি আরোহী থেকে নামলাম ও বিতর পড়লাম। অতঃপর তিনি বললেন, কি কারণে তুমি পরে আসলে। আমি বললাম আমি বিতর ছালাত পড়ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শের ব্যক্তি নন। আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) উটের উপর সাওয়ারী অবস্থাতেই বিতর ছালাত পড়তেন'।[১৩] হে দাড়ি কর্তনকারী! যখন আপনাকে রাসূল (ছাঃ) ধরবেন যে, 'আমি কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নই'? তখন আপনার জওয়াব কি হবে বলুন!

দাড়ি কাটা রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুতি :

মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা আপনাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*। রাসূলের সুন্নাত হল তার কথা, কর্ম ও সমর্থন দাড়ি রাখার উপর। আর দাড়ি কামানো তার সুন্নাত বিরোধী। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ فَلَيْسَ مِنِّى سُنَّتِى 'যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়'।[১৪] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যাতে আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৫]

সুতরাং আপনি কিভাবে দাড়ি কামান? যে দৃশ্য দেখে (বাদশাহ কিসরা ঘটনা) রাসূল (ছাঃ) কষ্ট পেয়েছেন এবং ঐ দু'জন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমার ধ্বংস হোক, তোমাকে কে এই নির্দেশ দিয়েছেন?[১৬]

দাড়ি লম্বা করা মানবীয় গুণাবলীর অর্ন্তভুক্ত:

আল্লাহ তাআলা বলেন, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ 'অতএব তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্র ধর্ম, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০/৩০)*। অর্থাৎ তুমি আল্লাহ প্রদত্ত ইবরাহীমের একনিষ্ঠ দ্বীনের প্রতি অবিচল থাক। আর আল্লাহ তার সৃষ্টিজীবকে তার নিরাপদ ফেতরাতী জীবনব্যবস্থাকে আবশ্যক করতে তাকীদ দিয়েছেন। আর সেটি হলো আল্লাহকে চেনা, তার একত্ববাদকে বুঝা ও তাঁর পথে চলা।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ- হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, গোঁফ খাটো করা, দাড়ি বড় করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাগুলি ঘষে মেজে ধৌত করা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা, নাভীর নীচের অবাঞ্ছিত লোম মুড়িয়ে ফেলা এবং মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা। যাকারিয়া বলেন, মুস'আব বলেছেন, দশম কাজটি আমি ভুলে গেছি, তবে আমার ধারণা তা হবে কুলি করা'।[১৭]

ফেতরাতের বৈশিষ্ট্যাবলী :

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যে অবস্থায় তাঁর সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে কাজের প্রবণতা, ঝোঁক, সৌন্দর্য, ইতিবাচক ও নেতিবাচক মানসিকতা প্রক্ষিপ্ত করেছেন; এমতাবস্থায় যদি সে সেগুলি পরিত্যাগ করতে চায়, তাহলে তা মানবতার সৃষ্টিসত্বা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নামান্ত র হবে। তাহলে সে কেমন মুসলমান ও কেমন ফেতরাতী দ্বীনের অনুসারী যে দাড়ি মুন্ডনকারী? এবং সে কিভাবে ফেতরাতী সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারে? অপরপক্ষে সে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত শরী'আতের কিভাবে অবাধ্যতা করতে পারে? জনৈক পণ্ডিত ফেতরাতের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি আদি অনুসৃত নীতি যা আম্বিয়ায়ে কেরাম কর্তৃক পসন্দনীয়, ইসলামী শরী'আত কর্তৃক প্রদর্শিত; যেন এটি একটি স্বভাবসুলভ আদেশ যা মানবতার একমাত্র প্রেসক্রিপশন।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

১৩. ফাতাওয়া শাবাকাতুল ইসলাম ২/৯৭৬ পৃঃ।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/১২৫৬।
১৫. বুখারী হা/২০; মুসলিম হা/৪৫৯০।
১৬. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৪/২৭০ পৃঃ।
১৭. মুসলিম হা/৬২৭; আবুদাউদ হা/৫৩।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ ঃ ৪র্থ পর্যায় (সাংগঠনিক)

دور الجديد: المرحلة الرابعة (التنظيمى)

ইমামত ও ইমারত-এর মাসআলা (مسئلة الإمارة)

মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামী হুকুমতের অধীনে অথবা অনৈসলমী হুকুমতের অধীনে শাসিত অবস্থায় তারা কুরআন-হাদীছে পারদর্শী একজন আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ থাকবে কি থাকবে না, এ বিষয়ে ভারতের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমামতপন্থী আহলেহাদীছগণ ইমামের বায়'আতসহ জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন করা ফরয বলেন। যদি তা না হয় তাহলে তাঁদের মতে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করার অবস্থা 'হদ' জারি করার দায়িত্ব হুকুমতের 'আমীর'-এর উপরে পুরোপুরি ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু তার অবর্তমানে আমীর জামা'আতের উপরে শারঈ অনুশাসনমূলক শাস্তি দানের ক্ষমতা থাকবে। তাঁরা বলেন, আমীরে জামা'আতের জন্য 'হদ' যুদ্ধ করা, প্রভৃতির জন্য 'হুররিয়াত' বা স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়। আমীর 'সিয়াসাতে শারঈ'র মালিক। 'সিয়াসাতে মুল্কী'-র ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিধি তার জন্য প্রযোজ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে 'সিয়াসাতে শারঈ'র মালিক ছিলেন। কিন্তু 'সিয়াসাতে মুলকী'-র মালিক হন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পরে। দাঊদ ও সুলায়মান ব্যতিত কোন নবীই 'সিয়াসাতে মুল্কী'-র অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু সকল নবীই 'সিয়াসাতে শারঈ'-এর মালিক ছিলেন। তাঁরা বলেন, এমনকি তিনজন একস্থানে থাকলেও মুসলিম উম্মাহ্কে একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী অনুশাসক মোতাবেক জীবনযাপন করতে হবে। এজন্য ইমামকে কুরায়শী হওয়া শর্ত নয়, তবে উত্তম। ইমামবিহীন কোন দলকে তাঁরা 'জামা'আত হিসাবে গণ্য করেন না। তাঁরা বলেন, একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যাও ইমামবিহীন জীবন যাপন করা শরীয়তে বৈধ নয়। তাঁদের দলীলসমূহের প্রধানতঃ নিম্নরূপঃ-[১]

---

১. (ক) عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله (ص) .(الف) و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم .يقول ..

في كتاب الامارة ح١٨٥١. و في مشكوة. ط/ بيروت ح٣٦٧٤-

(খ) নাসাঈ শরীফ বিভিন্ন প্রকার বায়'আতের ১৭টি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে যেমনঃ-

(ب) =١- باب البيعة علي السمع و الطاعة ٢- البيعة علي ان لا ننازع الامر اهله ٣-البيعة علي القول بالحق ٤- البيعة علي القول بالعدل ٥- البيعة علي الاثرة ٦-البيعة علي النصح لكل مسلم ٧- البيعة علي ان لا نفر ٨- البيعة علي الموت ٩- البيعة علي الجهاد ١٠- البيعة علي الهجرة ١١- البيعة علي فيما احب و اكره ١٢- البيعة علي فراق المشرك ١٣- بيعة النساء ١٤- بيعة من به عاهة ١٥- بيعة الغلام ١٦- بيعة علي المماليك ١٧- البيعة فيما يستطيع الانسان- (نسائ ج٢ كتاب البيعة)-

كذلك روي البخاري و مسلم وعن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم . وفي رواية : وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان مشكوة. بيروت. ١٩٨٥ح٣٦٦٦.ج٢ص٨٦. ١) و روي مسلم عَنْ عَوْفُ بْنُ مَالك الأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْد بِبَيْعَة فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه. ثُمَّ قَالَ أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه. فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه. ثُمَّ قَالَ أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّه.قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَالصَّلَوَاتَ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئكَ النَّفَر يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدهمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.(رياض الصالحين للنووي.بيروت ١٩٨٩.ص٢٦٧. باب القناعة و العفاف و الاقتصاد-

(গ) (ج) عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم رواه ابو داؤد.. و قد اخرجه الامام أحمد بلفظ: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم)- صحيح الجامع رقم.. ٥سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني رقم ١٣٢٢-

(ঘ)(د) عن ابي بكر (رض) قال.. لَا بُدَّ للنَّاس منْ إمَارَة. رواه الطبراني في الكبير- عن عمر بن الخطاب (رض) انه قال... لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَة، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَة، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَة-رواه الدارمي. نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله ج ١ ص ٦٢- و عن علي (رض) انه قال.. لا يصلح للناس الا امير. رواه البيهقي في شعب الايمان)-

(ঙ)(ه) عن حذيفة مرفوعا قال قال رسول الله (ص) من استطاع منكم ان لا ينام نوما ولا يصبح صبحا الا و عليه امام فليفعل. نقله ابن عساكر- فتاوي علماء كرام در باره تقرر امام.كراچى. ص.١. ٤٣-

'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে বায়'আত করল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল, (মুসলিম) (খ) বিভিন্ন বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কিত বুখারী, নাসাঈসহ ছিহাহ্ সিত্তাহ্র বিভিন্ন হাদীছসমূহ (গ) 'তিনজন ব্যক্তির জন্যও হালার নয় কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা তাদের মধ্যে একজনকে 'আমীর' না মানা পর্যন্ত (আহমাদ), 'তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হলে তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত করতে হবে' (আবুদাঊদ)- এই মর্মের অন্যান্য হাদীছ (ঘ) জামা'আত গঠন ও আমীর নিয়োগের ব্যাপারে আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আলী (রাঃ)-এর বর্ণিত আছারসমূহ (ঙ)'ইমাম' বা 'আমীর' হিসাবে কাউকে গ্রহণ করা ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন না ঘুমায় বা সকাল না কলে'- হাদীছ (ইবনু আসাকির)

বিরোধী পক্ষের বক্তব্য

গোরাবা ও মুজাহিদীন-এর বাইরে ইমামতবিরোধী আলিমগণ উপরোক্ত হাদীছ ও আছারসমূহের পাল্টা কোন হাদীছ বা আছার উপস্থাপন করতে পারেননি, তবে কিছু যুক্তি ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁরা হাদীছে বর্ণিত ইমাম বা আমীরকে জিহাদকারী, শারঈ হদ বা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করেন না-যা পরিত্যাগ করলে গোনাহগার হ'তে হবে। অবশ্য সাংগঠনিক শৃংখলা বিধানের জন্য তাঁরা আর পাঁচটি সামাজিক সংগঠনের ন্যায় 'ছদর' 'রঈস' বা সভাপতি এমনকি 'আমীর' নির্বাচনও সমর্থন করে থাকেন।[২]

বর্তমান সময়ের জনৈক কুয়েত আহলেহাদীছ আলিম উপরোক্ত হাদীছগুলিকে দু'টি পৃথক ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। প্রথমোক্ত হাদীছে যেখানে আনুগত্যের বায়'আত ব্যতীত জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণের কথা বলা হয়েছে, সে হাদীছগুলিকে 'জামা'আতে আম্মাহ' বা সাধারণ মুসলমানদের সম্মিলিত সমাজ ও রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য বুঝানো হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ধর্মীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সকল কাজে যোগ্য আমীরের অধীনে বিশেষ বিশেষ 'জামা'আতে গঠন করে ইসলামী বা অনৈসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামী দা'ওয়াত পরিচালনার অপরিহার্যতা বুঝানো হয়েছে বাকী হাদীছগুলিতে। এই সকল জামা'আতেকে তিনি 'জামা'আতে খাছ্ছাহ' বা বিশেষ জামা'আত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানের সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের যুগে যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রেই যথাযথভাবে ইসলামী আইন ও শাসনব্যবস্থা চালু নেই, সে অবস্থায় পৃথিবীর সকল স্থানে খাছ খাছ জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত ও প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া এবং ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী জীবনযাপন করা প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের জন্য ফরয। 'জামা'আতে খাছ্ছাহ'গুলি পরস্পর ন্যায়ের কাজে সহযোগিতর করবে এবং সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে 'জামা'আতে আম্মাহ' পঠনের চেষ্টা করবে।[৩]

ইমামত বা ইমারতবিরোধী আলিমগন ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল শর্তারোপ করেছেন সেগুলি কল্পনাপ্রসূত, যার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- 'শত শর্তারোপ করা হৌক না কেন, যে শর্ত আল্লাহ্র কিতাবে উল্লেখ নেই, তা বাতিল' (বুঃ মৃঃ।[৪] ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তাগূতের নিকটে বিচার-ফায়ছালা নিয়ে যেতে নিষেধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম থাকা না থাকার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়। তাই যে পরিবেশেই থাকুক না কেন মুসলমানকে সর্বদা ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করতে এবং সংখ্যায় কম থাকা বা বেশী থাক সর্বদা তাকে জামা'আতবদ্ধভাবে ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে জীবনযাপন করতে হবে। সেই জামা'আতের যিনি নেতৃত্ব দিবেন তিনিই হবেন 'আমীর'। সকল মা'রূফ বা শরীয়ত অনুমোদিত ন্যায়কার্যে আমীরের নির্দেশ পালন করা মামূরের জন্য ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ... যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল, যে আমীরের অবাধ্যতা করল, যে আমার অবাধ্যতা করল (বুঃ মৃঃ।[৫] *(চলবে)*

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩৬৫-৩৬৮)]

---

২. (ক) মাওলানা ছানাউল্লাহ (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ) সম্পাদিত ও অমৃতসর হ'তে প্রকাশিত উর্দূ সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' ৩৪ বর্ষ ২৪, ৩৫ ও ৪১ সংখ্যা মোতাবেক ১৯৩৭ সালের ২৩শে এপ্রিল, ৯ই জুলাই ও ১৩৫৬ হিজরীর ১২ই জমাদিউছ ছানী যথাক্রমে ৩-৫, ৪-৫ ও ৬ষ্ঠ পৃঃ (খ) পাকিস্তানের সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' ১৯শ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ২০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মোতাবেক ১৯৬৮ সালের ১২ই জুলাই ও ১৬ই আগষ্ট তারিখে 'ফৎওয়া' অধ্যায়ে প্রকাশিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীর হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী প্রদত্ত ফৎওয়া এবং (গ) দিল্লী'তে ইমামতপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'ফাতাওয়া' উলামায়ে কেরাম দর বারায়ে তাক্বাররুরে ইমাম' মুনাযারা অধ্যায় পৃঃ ৩৮-৫৩ অবলম্বন।

৩. নিবন্ধকারঃ আবদুর রহমান খালেক, নিবন্ধঃ উছূলুল 'আমালিল জিমা'ঈ (জামা'আত সংগঠনের মূলনীতি সমূহ) মাসিক 'আল-ফুরক্বান' (ছাফাত-কুয়েতঃ ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা ১৯৯০ খৃঃ) দ্রষ্টব্য।

৪. عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص)...منْ شَرط لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه، فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ...متفق عليه. مشكوة المصابيح كتاب البيوع ح২৮৭৭- মুত্তফাক আলাইহ, মিশকাত (বৈরতঃ ১৯৮৫) 'বুয়ূ' অধ্যায়, হা/১৮৭৭ ২য় খন্ড পৃঃ ৮৭০-৭১।

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ. متفق عليه. مشكوة. كتاب الامارة و القضاء.ح٣٦٦١- মুত্তফাক আলাইহ, মিশকাত (বৈরত ছাপা ১৯৮৫) 'ইমারত' অধ্যায়, হা-৩৬৬১, ২য় খন্ড পৃঃ ১০৮৫।

Contents

ফুতূহাত-ই-ফীরূজশাহী

মূল (ফার্সী) : সুলতান ফিরূজশাহ তুঘলক
অনুবাদ : ড. আব্দুল করিম

[দিল্লীর তুঘলক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াছুদ্দীন তুঘলকের (রাজত্বকাল : ১৩২০-১৩২৫ খ্রিঃ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজবের পুত্র ফীরোয শাহ তুঘলক ৭০৬ হিজরী সনে (১৩০৬-০৭ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল কামালুদ্দীন। পরে তিনি সুলতান ফীরোয শাহ তুঘলক নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি ইয়াতীম হন। বাল্যকালে ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করেন। মুহাম্মাদ বিন তুঘলক (১৩২৫-৫১ খ্রিঃ) তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাঁর স্নেহের ছায়াতলে তিনি যুদ্ধ-বিদ্যা এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মার্চ মুহাম্মাদ বিন তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যুতে আলেম-ওলামা, সেনাপতি ও আমীর-ওমারাদের অনুরোধে এবং সাম্রাজ্যে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত করার নিমিত্তে তিনি ৭৫২ হিজরীর ২৪শে মুহাররম মুতাবেক ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু শাসক ছিলেন। শিরক-বিদ'আত ও শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছিলেন সদা সোচ্চার। উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অবক্ষয় যুগে (৩৭৫-১১১৪ হিঃ) যে সকল মহান শাসক ইলমে হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুলতান ফীরোয শাহ (দাওয়াত ও জিহাদ, পৃঃ ১৭)। এই তাওহীদবাদী শাসক রচিত (আনুমানিক ৭৫৪/৭৫৫ হিঃ) 'ফুতূহাতে ফীরোযশাহী' সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান একটি গ্রন্থ। ফার্সী ভাষায় রচিত এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা পঁচিশ (২৫)। গ্রন্থটির শাব্দিক অর্থ 'ফীরোযশাহের বিজয় সমূহ'। কিন্তু এই পুস্তকে বিজয় অভিযান বা যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন বিবরণ নেই। তাই বিষয়বস্তু হিসাবে এর অর্থ করা যায় 'নৈতিক বিজয়' বা 'কৃতিত্বের কাহিনী'। এতে তাঁর শাসননীতি, সমাজ সংস্কার, শরী'আতের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন, বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাদর্শীদের কঠোর হস্তে দমন, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ইমেরিটাস ড. আব্দুল করীম। অনুবাদকের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা এবং জ্ঞানগর্ভ টীকা-টিপ্পনী গ্রন্থটিকে আরো অর্থবহ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ফলে এর কলেবর হয়েছে ১৪৪ পৃষ্ঠা। তিনি গ্রন্থটির মূল ফার্সী পাঠও গ্রন্থের শেষে সংযোজিত করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় আমরা 'তাওহীদের ডাক' পাঠকদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটির চৌম্বক অংশসমূহ পত্রস্থ করলাম।-সম্পাদক)]

ইয়াফত্তাহু-হে বিজয়দানকারী!

পরম করুণাময় আল্লাহতালার নামে (আরম্ভ করছি)।

অসীম প্রশংসা এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহতালার) প্রতি, যিনি ক্ষমাশীল এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার উপযুক্ত। আমি রজবের পুত্র ফীরূজ এবং তুঘলক শাহর পুত্র মুহাম্মদ শাহর ভৃত্য একজন অধম দরিদ্র (লোক)। তিনি (আল্লাহতালা) আমাকে সমুজ্জ্বল সুন্নাতসমূহ পুনর্জীবিত করা, বিদআতের মূলোৎপাটন করা, নিষিদ্ধ ও অশালীন কাজে বাঁধা দেওয়া, ফরয ও ওয়াজিব সমূহ সম্পাদনে উৎসাহ দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। সৃষ্টির সেরা (হযরত মুহাম্মদ দঃ) এর উপর অসংখ্য দরূদ বর্ষিত হোক যিনি কুসংস্কার এবং প্রচলিত আচার আচরণকে (কুসংস্কারকে) দূরীভূত করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর সাহাবী ও বংশধরদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক; যাদের উত্তম প্রচেষ্টায় অন্ধকার যুগের কুসংস্কারসমূহ দূরীভূত হয়েছে। আল্লাহতালার সন্তুষ্টি তাঁদের উপর বর্ষিত হোক।

অতঃপর; প্রকৃত দানকারীর (আল্লাহতালার) দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত; দানের আলোচনা করাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আদম (আঃ)-এর সন্তানদের সেরা (হযরত মুহাম্মদ দঃ) দানের আলোচনা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন, "অবশ্যই তোমার প্রভুর দানের আলোচনা কর" *(যোহা ১১)*। আমার মত নগণ্য অধমকে আল্লাহতালা অশেষ নেয়ামত দান করেছেন। তাই আমি চাই যে আমার প্রতি দেওয়া কিছু কিছু আল্লাহর দানের আলোচনা করে মানুষের সাধ্যানুযায়ী তাঁর (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যেন দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের মধ্যে আমি অন্তর্ভুক্ত হই। জীবিকা দানকারী মহান সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহতালার) দানসমূহের মধ্যে একটি এই যে যখন অনেক বিদআত ও শরা বিরোধী অশালীন কাজসমূহ হিন্দুস্থানে প্রসার লাভ করেছে এবং ঐগুলি মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং উজ্জ্বল সুন্নত থেকে মানুষ বিমুখ হয়ে গেছে, তখন তিনি (আল্লাহতালা) তাঁর এই অধম বান্দাকে বিদআতে বাধা দেওয়া, নিষিদ্ধ কাজগুলি দমন করা এবং শরা বিরোধী অশালীন কাজগুলি দূরীভূত করা আমার অবশ্য করণীয় কাজরূপে ধারণা করার সুযোগ দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি অবশ্য কর্তব্য রূপে মনে করি)। এই জন্য আমি অনেক চেষ্টা করি, ফলে আল্লাহর সাহায্যে এবং অনুগ্রহে বর্জনীয় কুসংস্কারসমূহ এবং ধর্মবিরোধী প্রচলিত প্রথাসমূহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা হয় এবং বাতেল থেকে সত্য পৃথক হয়ে যায়।

প্রথম এই। অতীত কালে মুসলমানদের অনেক রক্তপাত করা হত এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করা হত, যথা-হাত, পা, নাক, কান কেটে দেওয়া; চোখ উপড়ানো; বিগলিত সীসা গলার ভিতর ঢেলে দেওয়া; মুগুর দ্বারা হাত ও পায়ের হাঁড় চূর্ণ করে দেওয়া; আগুনে দেহ ঝলসে দেওয়া; হাত, পা এবং বুকে লোহার পেরেক ঠুকে দেওয়া; চামড়া ছিলে ফেলা; লোহার ছড়ি দ্বারা পিটান; পায়ের গোড়ালি কেটে দেওয়া; করাত দিয়ে দু'টুকরা করা এবং মানব শরীরকে বিকৃত করার মত বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া। মহামহিমাময় এবং মহাদয়ালু (আল্লাহতালা) তাঁর দয়ার ভিখারী এই অধমের মনে সাহস

দান করেন যেন আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে আত্মনিয়োগ করি যাতে অনর্থক কোন মুসলমানের রক্তপাত না হয় এবং উপরোক্ত কোন শাস্তি না দেওয়া হয় এবং লোকের দেহ বিকৃত করা না হয়।

এই সকল কাজ (উপরে বর্ণিত অত্যাচারসমূহ) এই কারণে করা হত যেন মানুষের মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়, তাদের মনে ভয় বাসা বাঁধে এবং সুলতানের কার্যাবলী (শাসন) সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় *(পৃঃ ৬৯-৭০)*।

এই অধমের প্রতি আল্লাহর অশেষ দয়ায় ঐ সকল কঠোরতা এবং সন্ত্রাস, কোমলতা, দয়া এবং ভালবাসায় পরিবর্তিত হয়েছে। ভয় এবং শ্রদ্ধা অভিজাত এবং সাধারণ লোক সকলের মনে বেশিরভাগ স্থান করে নিয়েছে। এর জন্য হত্যা, জোর যুলুম, মারধর এবং কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয়নি। এই সাফল্য প্রতিপালকের (আল্লাহর) সাহায্য ও দান ছাড়া অর্জিত হয়নি *(পৃঃ ৭০)*।

আল্লাহ্‌র সাহায্যে আমার মনে এটা স্থির হল (আমি মনস্থ করলাম) যে মুসলমানদের রক্ত এবং মোমিনদের মান-মর্যাদার (বা বিষয়-সম্পত্তির) সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে। যে কেউ ধর্মের বিধানের প্রতি বিমুখ হবে, কিতাবের নির্দেশে এবং কাযীর বিচার অনুসারে তাকে উচিত শাস্তি পেতে হবে। আমাকে সুযোগ দানের সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই।

অতঃপর আমার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় দয়া ও অনুগ্রহ এই। অতীতের সুলতানদের উপাধি যা জুমা ও ঈদের খুতবা সমূহ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল (তা পুনরায় চালু করা)। ঐ সকল বাদশাহর নামে যাদের সাহস এবং দৃঢ়তার গুণে কাফেরদের রাজ্যসমূহ বিজিত হয়, যাঁদের বিজয় পতাকা বিভিন্ন দেশে উড্ডীন হয়, মন্দিরের মূর্তি ধ্বংস হয়, মসজিদ এবং মিম্বর তৈরি হয় এবং মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়, কলেমা তৈয়েবা প্রচারিত হয়, ইসলামের ধারকরা (মুসলমানেরা) শক্তিশালী হয় এবং (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধকারীরা যিম্মিতে পরিণত হয়, তাদের নাম সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া হয়। আমি আদেশ দিই যে তাঁদের রাজত্বকালের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উপাধি ও গুণাবলীসহ তাঁদের নাম খুতবায় পাঠ করা হোক এবং তাঁদের মাগফেরাত কামনা করা হোক *(পৃঃ ৭১)*।

(কবিতা)

যদি তুমি চাও যে, তোমার নাম অক্ষয় থাকুক,

বুজুর্গ লোকের সুখ্যাতি ঢেকে রেখ না।

অতঃপর পথ-প্রদর্শকের (আল্লাহতালার), তাঁর নাম সম্মানিত হোক, দানসমূহের মধ্যে অন্যতম এই। অতীতকালে শরা বিরোধী ও নিষিদ্ধ করসমূহ বায়তুল-মাল-এ জমা করা হত, যেমন মণ্ডী-বরগ, দেলালত-ই-বাজারহা, জযযারী, আমীর-ই তরব, গুল-ফরোশী, জিযিয়া, সিভিল, চোঙ্গি গেল্লা, কিতারি, বিলগারী, মাহী ফরোশী, নদ্দাফী, সাবোনগরী, রিসমান ফরোশী, রওগন গরী, নখোদ বিরয়ান, তিহ-বাজারী, ওজিবা, কিমার খানা, দাদ-বেগী, কোতওয়ালী, ইহাতিসাবী, করহী, চরাই, মুসাদি-রাত।[১] আমি আদেশ দিই যে এইগুলি দীওয়ান-এর হিসাবের বই থেকে বাদ দেওয়া হোক। রাজ্যের কোন আমিল (রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা) যদি জনগণের নিকট থেকে এইগুলি আদায় করে এবং জমা করে তবে তাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হবে।

(কবিতা)

বন্ধুদের মনের শান্তি সম্পদের চেয়ে ভাল,

মানুষের মনোকষ্ট থেকে শূন্য কোষাগার ভাল।

যে সম্পদ বায়তুল মাল-এ জমা হয়, তা এমন করের মাধ্যমে হবে, যেগুলি মুস্তফা (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, তাঁর প্রতি আল্লাহর শান্তি ও দরূদ বর্ষিত হোক) প্রবর্তিত শরা (বা ধর্মীয় বিধান) দ্বারা অনুমোদিত হবে এবং যা ধর্মীয় পুস্তকসমূহে বর্ণিত আছে। (এইরূপ করসমূহ এই) ১ম-ভূমি রাজস্ব ও উসুর এবং যাকাত; ২য়- হিন্দু এবং অন্য অবিশ্বাসীদের উপর আরোপিত জিযিয়া কর; তারপর গনিমতের মাল ও খনিজ দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ। ঐ সকল কর যা কিতাব দ্বারা অনুমোদিত নয়, সেগুলি কোন অবস্থাতেই বায়তুল মাল-এ জমা করা হবে না।

পরবর্তী দান এই। ইতিপূর্বে বিদআতের প্রসারে, প্রচলিত কুসংস্কার এবং আচার আচরণ এরূপ ছিল যে গনিমতের চার-পঞ্চমাংশ দীওয়ান-এ জমা করা হত এবং এক পঞ্চমাংশ গাজীদের দেওয়া হত। কিন্তু শরার বিধান হল এক-পঞ্চমাংশ রাজ-কোষাগারে জমা হবে, এবং চার-পঞ্চমাংশ গাজীদের মধ্যে বিলি করা হবে। কিন্তু তৎকালীন আইনে এর সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অনুপ্রবেশ করেছিল। এটা বন্ধ করার জন্য আমি আদেশ দিলাম যেন এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষাগারে জমা হয় এবং চার-পঞ্চমাংশ গাজীদের দেওয়া হয় *(পৃঃ ৭২)*।

তাছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা, যাদেরকে রাফেযী বলা হয়, জনগণকে শিয়া রফয মতবাদের প্রতি আহ্বান জানাত। তারা এই সম্প্রদায় সম্পর্কে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে এবং এগুলি পঠন-পাঠনকে পেশায় পরিণত করে। তারা শায়খাইনদের অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও উমর (রঃ)-এর (তাদের প্রতি আল্লাহতালা সন্তুষ্ট থাকুক) প্রতি প্রকাশ্যে গালিগালাজ কটূক্তি করত। আমি তাদের সকলকে গ্রেফতার করি। তাদের বিরুদ্ধে ভ্রান্তি এবং অপরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তাদের গোঁড়াদের শাসন করলাম এবং অন্যদের তিরস্কার এবং ভীতি প্রদর্শন করলাম এবং কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলাম।

তাছাড়া মুলহিদ (নাস্তিক) এবং ইবাহতীরাও দল বেঁধে ছিল এবং জনগণকে ইহলাদ ও ইবাহতের দিকে আহ্বান জানাত। তারা নির্দিষ্ট রাতে নির্দিষ্ট স্থানে মাহরম এবং গায়ের মাহরম এবং মদ ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে একত্রিত হত এবং তারা বলত যে এটাই ইবাদত। তারা একটি ছবি (মূর্তি) স্থাপন করে

১. এগুলি বিভিন্ন ধরনের কর।

জনগণকে এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করত যেন তারা এর সামনে সেজদা করে। তাদের স্ত্রীরা, মা ও বোনেরাও রাত্রে একত্রিত হত। এদের মধ্যে যার কাপড় যে কারও হাতে লাগত, সে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হত। আমি তাদের প্রবীণদের শিরচ্ছেদ করি এবং অন্যদের বন্দী করা, বহিষ্কার করা এবং তিরস্কার করার আদেশ দিই। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের সকল অপকর্ম দূরীভূত হয়।

আরও কয়েকটি দল ছিল দাহরিয়া (প্রকৃতিপূজক), তরক্ (বৈরাগী) এবং তজরীদ (কৌমার্যব্রত অবলম্বনকারী) এর পোশাকে জনগণকে বিপথগামী করত, শিষ্য বানাত এবং কুফরী কথা বলত। আহমদ বিহারী নামে এই বিপধগামীদের একজন মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শনকারী ছিল। সে শহরে বাস করত এবং বিহারী দলের লোকেরা তাকে 'খোদা বলত'। ঐ দলকে শৃঙ্খলিত করে আমার নিকট নিয়ে আসা হল। (আমাকে বলা হল যে) সে নবী (সা.) কে গালি দিত এবং বলত যে লোকের নয়জন স্ত্রী ছিল তার নবুওতের কি মর্যাদা থাকতে পারে? তার একজন শিষ্যের দ্বারা এরূপ কথা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়। আমি তাদের উভয়কে শৃঙ্খলিত করার (জেলে দেওয়ার) আদেশ দিলাম; অন্যদের তওবা করে সার্বিক পথে ফিরে আসার আদেশ দিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন শহরে নির্বাসন দেওয়ার আদেশ দিলাম। ফলে এই দলে কুকীর্তি বন্ধ হয়ে যায় *(পৃঃ ৭৩)*।

দিল্লী শহরে মাহদী উপাধিধারী রুকন নামক একজন লোক বলত যে "আমিই শেষ যুগের মাহদী"। "ইলম-ই-লদুনী" আমার অর্জিত হয়েছে এবং আমি অন্য কারও নিকট শিক্ষা লাভ করিনি এবং আমি সমস্ত সৃষ্টির নাম জানি, যা হযরত আদম নবী (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ব্যতীত অন্য কোন পয়গম্বরেরও জানা ছিল না। শব্দ বিজ্ঞানের রহস্য যা কারও নিকট জ্ঞাত নয়, তা আমার কাছে জ্ঞাত। তার এই দাবীর সমর্থনে সে বই পুস্তক রচনা করে এবং জনগণকে ভুল পথে আহ্বান জানায় এবং বলে যে "আমি রুকন-উদ-দীন রসূলুল্লাহ" (আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ)।

প্রবীণ লোকেরা এই সম্বন্ধে আমার নিকট সাক্ষ্য দেন যে সে এরূপ কথা বলেছে এবং আমরা তাঁর নিকট এরূপ কথা শুনেছি'। যখন তাকে আমার সম্মুখে আনা হল, তখন জনগণকে পথভ্রষ্ট করার কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। সে এই বিদআত এবং (জনগণকে) পথ ভ্রষ্ট করার কথা স্বীকার করে। ধর্মীয় আলিমরা বললেন যে সে কাফের হয়ে গেছে এবং মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। কেননা তার শয়তানীর দ্বারা ইসলাম ধর্মে ও সুন্নতের অনুসারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যদি তা দমনে দেরী করা হয়, তবে, আল্লাহ না করুন, এ কুফল এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে অনেক মুসলমান পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে; তারা ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে; এবং তার দ্বারা এমন দুর্নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে যে অনেক লোক ঐ কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি আদেশ দিলাম যে তার ঐ শয়তানী ও পথভ্রষ্টতার কথা আলিমসমাজের নিকট জানিয়ে দেওয়া হোক এবং উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক। ওলামা-ই-দীন ও শরীয়তের ইমামদের ফতোয়ার বিধান মতে তার যে শাস্তি পাওয়া উচিত, তা কার্যকর করা হোক। তাকে তার মতাবলম্বী শিষ্য ও অনুচরদের সঙ্গে হত্যা করা হয়। উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোক এসে তার মাংস, চামড়া ও হাড় টুকরা টুকরা করে ফেলে। তার দুষ্কর্ম এভাবে দমন করা হল যেন মানুষের মধ্যে (ধর্ম-বিষয়ে) সচেতনতা আসে।

মহান আল্লাহতালা আমার মত একজন অধমকে বিভিন্ন প্রকার কুকর্ম এবং অনুরূপ অন্যান্য বিদআত দমন করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং সুন্নত পুনর্জীবিত করার সুযোগ দিয়েছেন। (তা বর্ণনা করার) উদ্দেশ্যে প্রভুর (আল্লাহতালার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাতে এই নিষিদ্ধ কার্যাবলীর কথা শুনে ও পাঠ করে যার স্বীয় ধর্ম সংস্কার করার ইচ্ছা হয়, সে (আমার) এই নীতিতে পরিচালিত হয়, যেন সে পুণ্যলাভ করতে পারে। আমি এই সৎ কাজের পথ প্রদর্শন করে পুণ্য অর্জনের আশা রাখি। মহান আল্লাহই সুযোগদানকারী *(পৃঃ ৭৩-৭৪)*।

তাছাড়া আরছা (প্রশাসনিক বিভাগ) গুজরাটে আইন মাহরু নামক অঞ্চলে মোল্লা বংশের এক ব্যক্তি নিজেকে শায়খ বা পীর রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সে একদল লোককে মুরীদ করে নিজেকে 'আনল-হক' (বা আমি আল্লাহ) বলত। সে মুরীদদের বলত, 'আমি যখন 'আনল-হক'[২] বলব তোমরা তখন বলবে 'তুমিই ত', 'তুমিই ত'। সে আরও বলে, 'আমি মৃত্যুহীন রাজা'। সে একটি পুস্তিকা লিখে যাতে কুফরী (অবিশ্বাসের বা ধর্ম-ত্যাগের) কথাবার্তা ছিল। তাকে শৃঙ্খলিত করে আমার সামনে নিয়ে আসা হল। এটা (তার দোষ) তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হল। আমি তার শাস্তির আদেশ দিলাম এবং সে যে পুস্তিকা রচনা করেছিল তা পুড়িয়ে দিলাম। ফলে তৌহিদবাদী মুসলমানদের মধ্য হতে এই অপকর্মও দূরীভূত হয়।

তাছাড়া কিছু অভ্যাস এবং কুপ্রথা মুসলমানদের শহরে দেখা যায়, যা ইসলাম ধর্মে বিধিসম্মত নয়। মহিলারা পবিত্র দিনে দলে দলে পালকী, গরুর গাড়ী বা ঢুলীতে চড়ে অথবা ঘোড়া বা খচ্চরে চড়ে, অথবা দলে দলে পায়ে হেঁটে হর্ষ উল্লাস করে শহর থেকে বেরিয়ে আসত এবং মাযার সমূহে যাতায়াত করত। মহিলাদের এইরূপ চলাফেরায় যে সুযোগ সৃষ্টি হয়, দুষ্ট এবং লম্পট লোকেরা তার সদ্ব্যবহার করে হৈ হুল্লোড় এবং হট্টগোল করে অপকর্মে লিপ্ত হত। মহিলাদের বাইরে যাওয়া শরীয়ত নিষিদ্ধ। আমি আদেশ দিলাম যে কোন মহিলা মাযারে যাবে না, যারা যাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। বর্তমানে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে কোন মুসলমান ভদ্র মহিলার

২. 'আনল-হক' বলা মানে আল্লাহর সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী করা যা ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী। অতএব 'আনল হক' বলা মানে ধর্মচ্যুত হওয়া। ইতিহাস বিখ্যাত সূফী মনসুর বিন হালালায (মৃত্যু ৯২২ খ্রি.) আনল-হক দাবী করাতে তাকে হত্যা করা হয়।

Contents

সাধ্য নেই যে তারা ঘরের বাইরে যাবে এবং মাযার যেয়ারতে যাবে। এই বিদআতও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে *(পৃঃ ৭৪-৭৫)*।

অতীত কালে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে খাবার টেবিলে সোনা ও রূপার বাসন-পত্র ব্যবহার কর হত। লোকজন তরবারির খাপ ও ধনু সোনা ও মণিমুক্তায় মুড়িয়ে রাখত। আমি তা নিষেধ করে শিকারের হাড় আমার অস্ত্রে-শস্ত্রে ব্যবহারের আদেশ দিলাম এবং যে সকল বাসন-পত্র ব্যবহার শরীয়ত সিদ্ধ তা (তার ব্যবহার) অভ্যাসে পরিণত করলাম *(পৃঃ ৭৬)*।

অতীত কালে রঙিন জামাকাপড় ব্যবহারের অভ্যাস এবং প্রথাও প্রচলিত ছিল এবং সুলতানদের দরবার থেকে মানুষকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে পরিয়ে দেওয়া হত। অনুরূপভাবে লাগাম, যীন, গলাবন্ধ, ধূপ-ধুনার পাত্র; পেয়ালা, পিরিচ, বাসন-পত্র, চিলমচি, তাঁবু, পরদা, চৌকি, কেদারা এবং বিভিন্ন জিনিষপত্রে ছবি এবং নকশা আঁকা হত। আমার প্রভুর (আল্লাহতালার) সত্য পথ প্রাপ্ত হয়ে এবং মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমি বললাম যে সকল ছবি ও নকশা এই সকল জিনিষ থেকে দূরীভূত করা হোক এবং যা শরার নিষিদ্ধ নয় এবং যা অনুমোদিত ও স্বীকৃত তা স্থাপন কার হোক। আমি আদেশ দিলাম যে দরজা, দেয়াল ও প্রাসাদে যে সকল ছবি আঁকা আছে তাও মুছে ফেলা হোক *(পৃঃ ৭৬-৭৭)*।

অতীতে অভিজাত লোকেরা প্রায়ই জরি ও রেশমের পোষাক পরিধান করত, যা শরীয়ত বিরুদ্ধ। মহান আল্লাহতালা আমাকে সুযোগ দেন যাতে নবী (সা.)-এর শরীয়ত অনুমোদিত পোষাক প্রচলন করা হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই।

আল্লাহতালা এই অধমকে সৎকাজের প্রতিষ্ঠান (কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান) নির্মাণের সুযোগ দিয়েছেন। আমি অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা (স্কুল বা কলেজ) ও খানকাহ তৈরী করেছি। ওলামা, মশায়েখ, যাহেদ, এবং আবেদরা ঐ সকল স্থানে আল্লাহ্‌র উপাসনা করেন এবং এই সকল সৎ প্রতিষ্ঠানের নির্মাতার জন্য দোয়া করে সাহায্য করবেন। খাল খনন, গাছ-পালা রোপণ এবং ভূ-সম্পদ ওয়াকফ করাও শরীয়ত অনুমোদিত। ইসলাম ধর্মের শরীয়তের আলিমরা এই বিষয়ে একমত এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অতঃপর, আল্লাহর আর একটি দান এই। অতীতের সুলতান এবং আমীরদের নির্মিত ইমারতাদি যা কালের গ্রাসে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে, সেগুলি মেরামত ও সংস্কারের কাজকে আমার নিজের ইমারত নির্মাণের চেয়ে অগ্রাধিকার দিলাম। যেমন : দিল্লীর প্রাচীন জামে মসজিদ; এটা সুলতান মুইযয-উদ-দীন সাম (মুহাম্মাদ ঘোরী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এর ভিত্তি পুরাতন হওয়ায় তা মেরামত ও সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটি এইভাবে মেরামত করা হয় যে নতুনের মত মজবুত হয়।

তাছাড়া হাউজ-ই-শামসীতে[৩] পানি আসার উৎস কিছু অসৎ লোক বন্ধ করে দেয়, ফলে পানি আসায় বাধার সৃষ্টি হয়। আমি এ অবাধ্য লোকগুলিকে শাস্তি দিলাম এবং পানি আসার বন্ধ পথ খুলে দিলাম *(পৃঃ ৭৮)*।

তাছাড়া হাউজ-ই-আলাই[৪] ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি শূন্য হয়ে পড়ে। শহরের জনগণ এতে চাষবাস করতে থাকে এবং এতে কূপ খনন করে এবং কূপ থেকে পানি বিক্রি করতে থাকে। একযুগ পরে আমি তা পুনঃখনন করলাম যাতে ঐ বিরাট দীঘিটায় বছরের পর বছর পানি থাকে।

একইভাবে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশের মাদ্রাসার কক্ষসমূহ নষ্ট হয়েছিল। আমি তা পুনর্নির্মাণ করে এতে চন্দন কাঠের দরজা করে দিলাম।

মহান আল্লাহতালা আমাকে যোগ্যতা দান করেন যেন আমি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করি, যাতে উচ্চ-নীচ সকল রোগীকে সেখানে আনা হয় এবং অসুস্থ লোকেরা সেখানে আসে। চিকিৎসকেরা সেখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁরা রোগ নির্ণয় করেন, রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করেন, পথ্য নির্ধারণ করেন এবং ঔষধ দেন। ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে ঔষধ ও পথ্যের খরচ বহন করা হয়। অসুস্থ স্থায়ী বাসিন্দা, মুসাফির, উচ্চ-নীচ সকল লোক, স্বাধীন এবং ক্রীতদাস সকলে সেখানে আসে এবং তাদের রোগের চিকিৎসা করা হয় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তারা আরোগ্য লাভ করে *(পৃঃ ৭৯)*।

আল্লার আর একটি দান এই। অনেক পুরাতন স্বত্বভোগী গ্রাম ও ভূসম্পত্তি অতীতের রাজাদের সময়ে কেড়ে নেওয়া হয় এবং দীওয়ানের দখলে নেওয়া হয় (খাস করা হয়)। আমি বললাম যে (খাস করা) সম্পত্তির উপর যাদের আইনগত দাবী আছে তারা যেন তাদের দাবী দীওয়ান-ই-শরীয়ত-এ পেশ করে। তাদের দাবী প্রমাণিত হলে গ্রাম, জমি বা যে কোন সম্পত্তি হোক তা তাদের ফেরত দেওয়া হোক। আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা, তাঁর অনুগ্রহে আমি এই সৎ কাজে ব্রতী হই এবং ন্যায্য পাওনাদারদের পাওনা তাদের নিকট পৌঁছে।

আমি যিম্মিদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করার সুযোগ পেলাম। আমি ঘোষণা করি যে কাফিরদের (অবিশ্বাসীদের) মধ্যে যে কেউ কলেমা তৌহীদ পড়বে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, যেমন মুস্তফার (হযরত মুহাম্মদ দঃ, তাঁর প্রতি শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক) ধর্মে পাওয়া যায়, আমি তাদের জিযিয়া মাফ করে দিলাম। এই কথা জনসাধারণের কানে গেলে, হিন্দুরা দলে দলে আসতে লাগল এবং ইসলাম গ্রহণ করার সম্মান অর্জন করল। এইরূপে অদ্যাবধি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে (হিন্দুরা) আসছে এবং ঈমান আনছে, (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে)। জিযিয়া মাফ করা হয়েছে। তাদের পুরস্কৃত করা হল এবং বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হল। বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহতালারই সকল প্রশংসা।

৩. সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশ কর্তৃক খননকৃত দীঘি। ইলতুতমিশ ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে একশত একর ভূমির উপর এই দীঘি খনন করেন।

৪. সুলতান আলা-উদ-দীন খলজী কর্তৃক খননকৃত দীঘি, তিনি এটি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে খনন করেন। ৭০ একর জমিতে খননকৃত এই দীঘির চতুর্দিকে পাথর দ্বারা পাকা করে দেওয়া হয়েছিল।

আল্লাহর আরও একটি দান এই। আমার রাজত্বকালে আল্লাহর বান্দাদের মান-সম্মান ও ধন-সম্পদ নিরাপদ ও সংরক্ষিত হয়েছে। কোন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তির অতি ক্ষুদ্র অংশও কেড়ে না নেওয়া হয়, সেদিকে আমি বণিকের মতো লক্ষ্য রাখি। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক আমাদের নিকট অভিযোগ করে যে অমুক নিকট কয়েক লাখ এবং অমুক আমিরের নিকট কয়েক লাখ (টাকা) রয়েছে। আমি এই মিথ্যা অভিযোগ কারীদের কঠোর শাস্তি দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি, যেন এই শ্রেণীর লোকের অনিষ্ট থেকে জনগণ নিরাপত্তা পায়। এই সহৃদয়তার ফলে সকলে একান্তভাবে আমার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয় *(পৃঃ ৮০)*।

(কবিতা)

সুনাম অন্বেষণ কর, কেননা উদারতার সুনাম
সম্পদের সুনাম থেকে শতগুণে ভাল।
গাধা বোঝাই সম্পদের চেয়ে একটু সুনাম ভাল,
একটু দোয়া একশত গাধা বোঝাই সম্পদের চেয়ে ভাল।

অতঃপর কোন রাজকর্মচারী জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে বৃদ্ধ হয়ে পড়লে, তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করে তাঁকে (অবসর নেওয়ার) অনুমতি দান করি। তাঁকে উপদেশ দিই যেন তিনি পরকালের জন্য তৈরী হওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং যৌবনে ধর্ম ও শরা বিরোধী যে কাজ করেছেন তার জন্য অনুতপ্ত হন। তিনি যেন দুনিয়া থেকে বিরত হয়ে পরকালের কাজ-কর্মে মনোনিবেশ করেন।

রাজ কর্মচারীদের যে কোন ব্যক্তি মর্যাদার অধিকারী হয়, যখন সে আল্লাহর ইচ্ছায় অহংকারের জগৎ থেকে শান্তির আশ্রমে চলে যায় (অর্থাৎ ইহলোক থেকে পরলোক গমন করে), তখন তাদের মর্যাদায় ও কাজে আমি তাদের পুত্রদের এমনভাবে নিযুক্ত করি, যেন তাদের পিতারা যেরূপ মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকে অধিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে (মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ ও জাঁকমককে) কোন ত্রুটি না হয় *(পৃঃ ৮১)*।

(কবিতা)

বাদশাদের চালচলন এই যে,
তাঁরা বুদ্ধিমানদের ভালবাসেন
এবং তাঁদের যুগের পরে,
বুদ্ধিমানদের ছেলেরাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তাছাড়া আল্লাহর রসুলের চাচার বংশধরের (আব্বাসীয়) খিলাফতের আশ্রয়স্থলের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা রাজত্ব সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। এই দরবারের (খলিফার দরবার) গোলামীর দ্বারা নিজেকে মর্যাদাশীল না করা এবং এই পবিত্র দরবার হতে (অর্থাৎ খলিফার নিকট থেকে) অনুমতি না পাওয়া সঠিক নয়। সুতরাং রাজত্বদানকারী আল্লাহতালা যিনি মহা মর্যাদাবান এবং যাঁর অনুগ্রহ সবার উপর সম্প্রসারিত তা এই যে এই খিলাফতের আশ্রয়স্থলের প্রতি মান্যতা, রাজত্ব ভোগ করা, একাগ্রচিত্ততা এবং আনুগত্যের দরুন আল্লাহতালা আমাকে এর উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করার সুযোগ দান করেছেন।

পবিত্র দার-উল-খিলাফতের (খলিফার রাজধানী) দরবার থেকে নিঃশর্ত স্বীকৃতি এবং প্রতিনিধিত্বের সনদ-পত্র আমার প্রতি জারী করা হয়েছে। আমীর-উল-মুমেনীনের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দরবার থেকে সৈয়দ-উস-সলাতীন (সুলতানদের সরদার বা নেতা) উপাধি দ্বারা মর্যাদাবান হয়েছি। সদাসর্বদা খিলাফতের দরবারের উপহারসমূহ যথা পোষাক, পতাকা, আংটি, তরবারি ও পদচিহ্ন ইত্যাদির সাথে সাথে বিভিন্ন মর্যাদা ও অনুগ্রহ দ্বারা জসৎবাসীদের উপর গৌরবান্বিত হয়েছি।

এর (এই পুস্তক লেখার) উদ্দেশ্য এই দানসমূহের এবং আল্লাহতালার হাজারও অনেক দানের মধ্যে সামান্য অংশের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাছাড়া কোন ব্যক্তি মঙ্গল ও সৌভাগ্যের অন্বেষণকারী হলে সে যদি তা পড়ে, সে জানতে পারবে যে এই পথই (কৃতজ্ঞা প্রকাশ করাই) সর্বোত্তম। এর অনুসরণ দ্বারা সঠিক পথের সুযোগ না পাওয়া মনুষ্যত্বের কাজ নয়। তারা (এর পাঠকেরা) নিজ কাজের জন্য পুণ্যবান হবে এবং আমি এই সৎ কাজের পথ প্রদর্শনের জন্য পুরস্কৃত হব। সৎ কাজের পথ-প্রদর্শনকারী সৎ কাজ সম্পাদনকারীর মতই *(পৃঃ ৮২)*।

[অনুবাদক : বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

আরবী ক্বায়েদা
১ম ভাগ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২য় সংস্করণ : ২০১৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯

Contents

একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী

-এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

(৫) বিদ'আত হ'তে দূরে থাকা :

ইত্তেবায়ে সুন্নাতের বিপরীত বিষয়টি হ'ল বিদ'আত। যার অর্থ দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন ও প্রচলন। এটি এমন একটি ভয়াবহ ও জঘন্যতম পাপ যা মানুষের ইবাদত কবুলের পথ বন্ধ করে দেয়। সেজন্য এই ভয়াবহ পাপ হ'তে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। এখন আমরা মহা সংবিধান আল-কুরআনের আলোকে বিদ'আত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا– 'সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাই। আর সেটা হল নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল *(নিসা ৪/১১৫)*।

উপরোল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি শরী'আতের বিপরীত পথে চলে, যে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি দেখার পরও রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং মুসলমানদের সরল-সঠিক পথ হ'তে সরে পড়েছে। আল্লাহ তাকে ঐ বক্র ও খারাপ পথেই ফিরিয়ে দেবেন। ফলে ঐ খারাপ পথই তার নিকট ভাল বলে মনে হবে। অতঃপর সে জাহান্নামে যাবে।

মুসলমানদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসন্ধান করাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচারণ করা। কিন্তু কখনো হয়তো রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট কথারই বিপরীত হয় আবার কখনো কখনো ঐ জিনিসের বিপরীত হয় যার উপর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত সবাই একমত হয়েছে। তাদের ভদ্রতা ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভুল হ'তে রক্ষা করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 'সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে আসে। অতএব তুমি অবশ্যই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৪৭)*। অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'অতএব যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে যেরূপ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তাহ'লে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই যিদের মধ্যে রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১৩৭)*।

অত্র আয়াতে তোমরা যেমন ঈমান এনেছ বলে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামদের বুঝানো হয়েছে। আয়াতে তাদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে স্বীকৃত ও গ্রাহণযোগ্য ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান যা রাসূল (ছাঃ) এর ছাহাবায়ে কেরামগণ অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে পরিমাণ ও ভিন্ন তা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

অর্থাৎ যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হ'তে পারবে না। তাঁরা যেরূপ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছেন তাতে প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠার পার্থক্য হ'লে তা নিফাকে তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহ্র সত্তা, গুনাবলী ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আল্লাহ্র কিতাব ও এসবের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রাসূল (ছাঃ) অবলম্বন করেছেন একমাত্র তা-ই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য। এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা ও ভিন্ন অর্থ নেওয়া আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবীদার কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ অতএব তিনিই আল্লাহ; তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। এক্ষণে সত্যের পরে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি বাকী থাকে? অতঃপর তোমরা কোন দিকে ফিরে যাচ্ছ? *(ইউনুস ১০/৩২)*।

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ– হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে যে লোক এমন

সব নতুন বিষয় প্রবর্তন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না; তা প্রত্যাখ্যাত'।[১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'কোন লোক এমন কোন কাজ করল যাতে আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[২]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ– হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত; তার কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত। যেন কোন সেনাবাহিনীকে তিনি সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সকাল সন্ধায় ভাল রাখুন। তিনি আরো বলতেন, কিয়ামত সহ আমাকে এভাবে পাঠানো হয়েছে। একথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল মিলাতেন। তিনি আরো বলতেন, তারপর সব চেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ। ইসলামের ব্যাপারে নতুন বিষয় তৈরী করা সবচেয়ে খারাপ এবং সকল বিদ'আত তথা (দ্বীনে নতুন বিষয়)ই পথভ্রষ্টতা। তারপর তিনি বলতেন, প্রত্যেক মুমিনের জন্য আমি তার নিজের চেয়ে অধিক নিকটতম। যে লোক কোন সম্পদ রেখে যায় তা তার পরিবারের জন্য আর যে লোক কোন ঋণ অথবা (ছোট ইয়াতীম) সন্তানরা রেখে যায় তার দায়িত্ব আমারই উপর'।[৩]

(৬) ছবর বা ধৈর্য :

ধৈর্য মানবজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত যরূরী বিষয়। আদর্শ মানব জীবন গঠন করতে এর কোন বিকল্প নেই। ধৈর্যহীন মানুষ কোন কাজেই সফলতা অর্জন করতে পারে না। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতার মূল চাবিকাঠি ছবর তথা ধৈর্যের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। পরস্পরে দৃঢ় থাক *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। তিনি আরো বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ তাদের পুরস্কার পাবে অপরিমিতভাবে' *(যুমার ৩৯/১০)*। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকট মোকাবেলায় প্রতিশোধক দু'টি বিষয়ের মাঝেই নিহিত রয়েছে। একটি ছবর তথা ধৈর্য্য অপরটি ছালাত।

ছবর-এর তাৎপর্য :

صبر শব্দের অর্থ হ'ল সংযম অবলম্বন ও নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। ছবরের তিনটি শাখা রয়েছে। ১. নফসকে হারাম এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ হ'তে বিরত রাখা। ২. ইবাদত ও আনুগত্য বাধ্য থাকা। ৩. যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা। যে সকল বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলিকে আল্লাহ্র বিধান মনে করে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা।

সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণত তৃতীয় শাখাকেই ছবর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ করা হয় না। এমনটি এ দু'টি বিষয়ও যে ছবরের অর্ন্তভুক্ত তা অনেকে জানেই না। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের পরিভাষায় ধৈর্যধারণ কারী ঐ সকল লোককেই বলা হয যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই ধৈর্য্য অবলম্বন করে।

ছবরের মর্যাদা এত বেশী যে, ছবরকারীদের পুণ্য মেপে দেয়া হবে না। তাদেরকে অগনিত পুণ্য দেয়া হবে। কুরতুবী বলেন, الصَّابِرُونَ শব্দকে অন্য শব্দের সাথে যুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী *(মা'আরেফুল কুরআন পৃ. ৭৮)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآَنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا– আবু মালিক বিন আশ'আরী (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

১. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/৪৫৮৯।
২. মুসলিম হা/৪৫৯০।
৩. মুসলিম হা/২০৪২; আবুদাউদ হা/২৯৫৬।

আল-হামদুলিল্লাহ (নেকীর) পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী ভরে দেয়। ছালাত হ'ল নূর, ছাদাক্বা হ'ল দলীল, ধৈর্য হ'ল আলোকমালা এবং কুরআন হ'ল তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষের প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজেকে বিক্রয় করে, এতে সে হয় তাকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে'।[৪]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ– আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে কিছু আনছারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তার দাবী করল ফলে তিনি আবার দিলেন। এমনকি যা তাঁর কাছে ছিল তা সব শেষ হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিস নিজ হাতে দান করলেন। তখন তিনি বললেন, আমার কাছে যা কিছু আসে তা আমি তোমাদের না দিয়ে জমা করে রাখিনা। (তবে মনে রাখবে) যে ব্যক্তি চাওয়া হ'তে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দিবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হ'তে পারে'।[৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَد إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ– আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা ছুহাইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। এটা মুমিন ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে হয় না। যখন তাকে সুখ স্পর্শ করে, তখন সে আল্লাহ্র শুকরিয়া প্রকাশ করে, ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে, তখন সে ধৈর্যধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[৬]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ ، - إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই। যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নেই এবং সে ছওয়াবের নিয়তে ছবর করে'।[৭] অন্যত্র এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَد يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِى بَلَده صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيد - হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাকে বললেন, এটা আযাব। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এটি মুমিনের জন্য রহমত বানিয়ে দিলেন। ফলে যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং ধৈর্যসহ নেকীর নিয়তে নিজ দেশে অবস্থান করবে, সে জানবে যে, তার কাছে তা-ই পৌঁছাবে যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন। তাহ'লে তার জন্য শহীদের মত পুরস্কার আছে'।[৮]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ. يُرِيدُ عَيْنَيْهِ– আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা (চক্ষু অন্ধ করে) পরীক্ষা করি আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে আমি তাকে এ দু'টির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব'।[৯] হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَب وَلاَ وَصَب وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْن وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ - আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, মুসলিমকে কোন

৪. মুসলিম হা/৫৫৬; ইবনু মাজাহ হা/২৮০; মিশকাত হা/২৮১।
৫. বুখারী হা/১৪৬৯; মুসলিম হা/১০৫৩; তিরিমিযী হা/২০২৪; নাসাঈ হা/২৫৮৮; আহমাদ হা/১০৬০৬।
৬. মুসলিম হা/২৯৯৯; আহমাদ হা/১৮৪৫৫; দারেমী হা/২৭৭৭।
৭. বুখারী হা/৬৪২৪; মিশকাত হা/১৭৩১ ।
৮. বুখারী হা/৩৪৭৪; মিশকাত হা/১৫৪৭।
৯. বুখারী হা/৫৬৫৩।

ক্লান্তি, অসুখ, চিন্তা, শোক এমনকি (পায়ে) কাঁটাও লাগে, তাহলে আল্লাহ এর মাধ্যমে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন, যদি সে তাতে ধৈর্যধারণ করে'।[১০]

হাদীছে এসেছে, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দুঃখ কষ্টে ফেলেন'।[১১]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِى أَىِّ الْحُورِ شَاءَ– মুআয বিন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করবে অথচ সে তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে ইখতিয়ার দিবেন যে, সে যে কোন হুরকে নিজের জন্য পছন্দ করে'।[১২]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মু'মিন পুরুষ ও নারীর জান, সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি পরীক্ষা হ'তে থাকে (বিপদ -আপদের মাধ্যমে) সুতরাং সে এতে ধৈর্যধারণ করবে। পরিশেষে সে নিষ্পাপ হয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে'।[১৩]

(৭) উত্তম কাজে প্রতিযোগিতা করা :

একজন আদর্শ মানুষ হ'তে হলে ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা বা তাড়াতাড়ি তা সম্পাদন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'কাজেই দ্রুত সৎকর্ম সমূহের দিকে এগিয়ে যাও (অর্থাৎ কা'বামুখী হও)' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য সৎকাজের প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে তাদের পুরস্কারের বর্ণনাও দিচ্ছেন। তিনি বলেন, মুত্তাকীদের পুরস্কার হিসেবে যে জান্নাত প্রদান করা হবে, তার প্রস্থ আসমান ও যমীন সমপরিমাণ। সুবহানাল্লাহ! তাহ'লে পাঠক চিন্তা করুন প্রস্থ যদি আসমান ও দুনিয়াব্যাপী হয় তাহ'লে এর দৈর্ঘ্য কত হতে পারে? এটি কল্পনা করাও অসম্ভব। সুতরাং এত বড় পুরস্কার পেয়েও কি মানুষ সৎ ও উত্তম কাজে পরস্পর প্রতিযোগতিা করবে না। অবশ্যই করতে হবে। যদি আমরা আদর্শ মানুষ হ'তে চাই। আসুন! এবার ছহীহ হাদীছ দ্বারা জেনে নিই এই উত্তম কাজে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি বলেছেন?

হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আঁধার রাতের টুকরা সমূহের মত (অবারিত ধারায় আসতে থাকা) ফিৎনাসমূহ আসার পূর্বেই নেকীর কাজ দ্রুত করে ফেল। মানুষ সে সময় সকলে মুমিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফির হবে কিংবা সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে এবং সকালে কাফির হয়ে যাবে। নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করবে'।[১৪]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِى، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ. উকবা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে মদীনায় আছরের ছালাত পড়লাম। অতঃপর সালাম ফিরে তিনি দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর লোকদের গর্দান টপকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর তাড়াহুড়া দেখে ঘাবড়ে গেল। অতঃপর তিনি বের হয়ে এসে দেখলেন লোকেরা তাঁর তাড়াহুড়ার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন, আমার মনে পড়ল যে বাড়ীতে সোনা বা রুপার একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে তা আমাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বাঁধা দিক। যার ফলে আমি (দ্রুত বাড়ী গিয়ে) তা বণ্টন করার আদেশ দিলাম। অন্য বর্ণনায় আছে আমি বাড়ীতে ছাদাক্বার একটি স্বর্ণ খণ্ড ছেড়ে এসেছিলাম। অতঃপর আমি তা রাতে নিজ ঘরে রাখা পসন্দ করলাম না'।[১৫]

অন্যত্র এসেছে, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِى يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ– জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত উহুদ যুদ্ধের দিন এক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বলুন!

১০. বুখারী হা/৫৬৪১।
১১. বুখারী হা/৫৬৪৫।
১২. তিরমিযী হা/২৪৯৩।
১৩. তিরমিযী হা/২৩৯৯।
১৪. মুসলিম হা/৩২৮।
১৫. বুখারী হা/৮৫১১২২১; নাসাঈ হা/১৩৬৫; আহমাদ হা/১৫৭১৮।

আমি যদি (কাফেরদের হাতে) মারা যাই তাহলে আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন, জান্নাতে। একথা শোনামাত্র তিনি হাতের খেজুর ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন'।[১৬]

অন্যত্র এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أَىُّ الصَّدَقَة أَعْظَمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ– আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন ছাদাক্বা নেকীর দিক দিয়ে বড়? তিনি বললেন, তোমার ঐ সময়ের ছাদাক্বা বড় যখন তুমি সুস্থ থাকবে। সম্পদের লোভ অন্তরে থাকবে তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে, ধনী হওয়ার আশা রাখবে। আর তুমি দান করতে দেরী করো না। পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে তখন বলবে অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত। অথচ তা অমুকের হয়েই গেছে'।[১৭]

(৮) ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা :

একজন আদর্শবান মানুষ হ'তে হলে অবশ্যই আমাদেরকে পরস্পর ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করার গুণটি অর্জন করতে হবে। কেননা একজন আদর্শ মানুষ কখনো শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে না। তাই আমাদের নিজে ভালো কাজ করার পাশাপাশি অন্যকেও ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

অত্র আয়াতে সফল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো (১) মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকা। (২) আর ভালো কাজের আদেশ করা ও (৩) মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করা। একজন সকল ব্যক্তিকে অবশ্যই উক্ত তিনটি গুণ অর্জন করতে হবে।

এটা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী হক্ব-এর প্রচার করতে হবে। এটি তার জন্য ফরয। কিন্তু তবুও একটি বিশেষ দল একাজে লিপ্ত থাকা যরূরী।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. 'সে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ। তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করতে থাক। নতুবা সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না'।[১৮]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন আল্লাহ্র মাখলূককে তাঁর পথের দিকে আহ্বান করেন। হিকমত দ্বারা কালামুল্লাহ ও হাদীছে রাসূল (ছাঃ) উদ্দেশ্য। আর সদুপদেশ দ্বারা ঐ উপদেশকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে ভয় ও ধমক থাকে। যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্র শাস্তি হ'তে বাঁচার উপায় অবলম্বন করে। তবে হ্যাঁ, এটাও মনে রাখতে হবে যে, যদি কারো সাথে তর্ক করার প্রয়োজন হয় তবে যেন নরম ও উত্তম ভাষায় তা করা হয়। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مَسْعُود الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى أُبْدِعَ بِى فَاحْمِلْنِى فَقَالَ مَا عِنْدِى. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّه أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه– আবূ মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার সওয়ারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি সওয়ারী দিন। তিনি বললেন, আমার কাছে নেই। তা শুনে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে বলতে পারি যে কিনা তাকে সওয়ারী দিতে পারে। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে'।[১৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎ পথের দিকে আহ্বান করে সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের নেকী সমূহ হ'তে কিছুই কম করবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। এটা তাদের গোনাহ হ'তে কিছুই কম করবে না'।[২০] *(ক্রমশঃ)*

[লেখক: সভাপতি, দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলা]

১৬. বুখারী হা/৪০৪৬; মুসলিম হা/৫০২২।
১৭. বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/২৪২৯।
১৮. তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০।
১৯. মুসলিম হা/ ৫০০৭; আবুদাউদ হা/৫১২৯।
২০. মুসলিম হা/৬৯৮০; মিশকাত হা/১৫৮।

The Rohingya Genocide: Why Independent Arakan So Crucial?

Dr Firoz Mahboob Kamal

The liberty in genocide

The genocidal cleansing of the Rohingya Muslims -the stipulated key objective of the Myanmar government, has received a huge success. No other Army in the world could cause such a quick and massive eviction of the centuries-old settled people on earth. The Army could cleanse more than six hundred thousand people from their own homes in less than three weeks. They could also evict more than another four hundred thousand people in previous years. The Army have burnt about half of the Muslim villages in Arakan and made them completely empty for government take-over. The government needs such empty lands for building two deep sea ports: one for China and another for India. India needs that port to connect its eastern seven provinces. China needs that port to get quick access to outside markets from its southern part. This is why, both China and India have huge vested interest to support the ongoing ethnic cleansing in Arakan. Both China and India consider such cleansing of the Muslims population quite essential for safe passage of their trucks, buses, oil pipeline and cargo ships. In the beautiful sea shore of Arakan, the government also needs huge area of Muslim-free land for building Army barracks, government offices, and residential blocks for the Buddhist mainlanders and special economic zones for the foreign investors. Now, the ultranationalist ruling elite, the racist Army and the Muslim bashing Buddhist monks have enough reasons to celebrate such a spectacular success in ethnic cleansing.

The Myanmar Army could attain such a huge success only by committing horrific war crimes against the unarmed local civilians. Although the Rohingya Muslims are denied even the survival right in Myanmar, the Army enjoys unfettered liberty to commit even the worst form of war crimes. Because of such liberty in genocide, the genocidal crimes like mass killing, mass rape, mass eviction, mass torture, burning down of villages and other devices of ethnic cleansing could operate openly not for months or years, but for decades. The UN offices, the foreign embassies, and the human rights organizations that are stationed in Myanmar were fully aware of that. But their policy of silence, inaction and even appeasement give ample evidence that the Muslims life seldom matter to them. This is why, the Myanmar government and its Army didn't face any condemnation for such a worst genocide on earth -neither from the UN Security Council, nor from any world power. On the contrary, the Myanmar government receives full

support cum endorsement from countries like China, Russia, India and Japan. The countries like Pakistan and Saudi Arabia also maintain tongue-tied silence. Pakistan sells fighter planes and other weapons to Myanmar and Saudi Arabia takes its oil pipe lines to China. This shows how the economic interest overwrites basic morality, humanity and the survival rights of the defenseless people. It also exposes how badly the world is hostage to the worst form of economic cum political animals.

Now, it is obvious that the Myanmar Army's huge success in meeting its war objective has left no political, social, educational, economic, and not even any survival space for the Rohingya Muslims in Myanmar. Therefore, for saving life, they are left with no other option but to make desperate move to a safe haven in Bangladesh. For such a move, the hardships are huge; sometimes unbearable. In Arakan, there exists no road or boat route to make the journey easier. The old, the sick, the children, and the disabled had to travel hundreds of mile on bare foot through slippery mud of the paddy fields to reach the Bangladesh border. Many pregnant women gave birth to their baby on the way; and again they had to walk a long way. They even use flimsy raft made of plastic cans to cross a big river like Naf at the border. In such desperate moves, hundreds of men, women and children are already drowned. But the world leaders opted only to be the silent observers of the crime scene. So the genocide continues.

The pathology of genocide

Genocidal cleansing of a population never happens with the brutality of any man-eating animals. It is the premeditated war crime of the humans who proved again and again far beastlier than any wild animal. This is the work of the people who can build gas chambers, drop nuclear bombs, and can turn cities and villages into rubbles. They are the people who live with virulent political ideologies that want to expand their imperialistic dominance over others. Colonialism, imperialism, racism, fascism, ethnic cleansing, World Wars, gas chambers and war of occupation are the few historical facets of such ideological extremism cum terrorism. Terrorizing people with nuclear bombs, chemical bombs, cluster bombs, missiles, and drones is their usual tool of domination over others.

The followers of this virulent ideological extremism quickly and very easily turn into the worst form of genocidal war criminals. Hence catalogue of their crimes is huge. Because of such war criminals, more than 75 million people had to die in two World Wars, and more than a hundred thousand people were burnt to death in Hiroshima and Nagasaki. And in recent years, because of them, horrendous era of deaths and destruction landed on Gaza, Afghanistan, Chechnya, Iraq, Syria, and now in Yemen. Because of them, more than three hundred thousand Syrians had to die and more than 6 million Syrians had to leave their homes. And millions of Palestinians have to live in camps for more than 65 years. Because of the same war criminals, cities like Gaza in Palestine, Grozny in Chechnya, Mosul, Ramadi, Tikrit, and Fallujah in Iraq, and Raqqa, Homs, Hama, Deira Zur and many other cities in Syria have been flattened to the ground.

The Myanmar government and its Army have taken the same route of terrible genocidal crimes. The ongoing non-stop war crimes in Iraq and Syria by the US and Russian Air Forces and the anti-Muslim rhetoric of the US President Doland Trump and killing of Muslims in Kashmir by the Indian Prime Minister Norendro Modi have heavily encouraged the Burmese war criminals to add more ferocity and atrocities to their ongoing campaign of genocidal cleansing. Therefore, killing, gang rape, torture, and setting fire to the Muslim properties and eviction of the Rohingya Muslims from their homes could be deployed as the war tactics against the civilians. Adolf Hitler wasn't the lone criminal to commit all the genocidal crimes; millions of the Germans and non-Germans also joined as the partner in his war crime. Likewise, the Burmese Army are not alone. Aung Sun Suu Kyi and her

party "League for Democracy", the whole civil and political institutions of Myanmar, the Buddhist monks and the Myanmar media are directly and indirectly are the part of the same war crimes. They have also international partners; China, India, and Russia stand firmly behind these killers, rapists and arsonists. Because of their political sponsorship, these worst war criminals couldn't be condemned in any international forum including the UN Security Council, let alone stopping them. As a result, awful miseries of the "most persecuted minorities on earth" continue unabated.

Crime always breeds other crimes; sometimes it becomes more robust and horrendous than the original crime. This has exactly happened in Myanmar. The crime of the Myanmar government against the Rohingya Muslims started with the annulment of their citizenship in 1982. But such a crime of inhuman and unprecedented cancellation of the birth right of a people didn't end there. It proved to be the beginning of a bigger crime. The crime has become terribly genocidal. Now, the cruelest crimes like mass killing, gang rape, arson, torture and mass eviction of the innocent people from their own home have turned horribly wild. And, for continuation of such pure evil, the Myanmar Army has planted land mines along the Bangladesh-Myanmar border to kill the innocent returning refugees. The world leaders too, are showing their own crime. They are overwhelmed by the criminal silence.

The western leaders think that keeping silence or a blind eye on Myanmar government's atrocities is necessary to help Aung Sun Suu Kyi's newly elected government to get strength. They think that this way they are strengthening democracy in Myanmar. In reality, they are doing the opposite. In fact, their policy has helped aggravate the ongoing genocide. They have also failed to understand Aung Sun Suu Kyi's partnership in the crime. Aung Sun Suu Kyi, in her solo visit to Rakhine state, couldn't call this horrendous crime more than a quarrel between the local Muslim and Buddhist communities. Such a statement indeed gives a clear account of her own moral problem. By giving such a statement, she tried to hide the horrific crime of the Army and stood as a false witness to the world. Hence, her role didn't look different than a self-assigned collaborator to the Army. And to play the role of a collaborator to the crime, she continues to deny all the visible brutal atrocities of the Army. She even called the rape of the Rohingya women as fake.

The pretext of genocide

Like any crime, the genocidal crime in Arakan also started with a mammoth lie. To fit into the strategy of genocidal ethnic cleansing, the Myanmar government has fabricated the whole history of Rohingya Muslims. Colossal lies are now the main staple of their story. They hide the fact that the history of Arakan as well as the history of the Rohingya Muslims didn't start with the military rule in Myanmar, nor with the country's independence in 1948. There exists a long and huge Islamic legacy in the whole region. Because of its long coastal borders, the state of Arakan, like Chittagong of Bangladesh, was an important hub for the Arab traders and the Islamic missionaries for more than a thousand years. Before the initiation of current ethnic cleansing, the Rohingya Muslims were in majority. They also hide the fact that prior to the Burmese invasion in eighteenth century, the forefathers of these Rohingya Muslims had a Muslim sultanate there. The state even extended to the south-eastern part of Bangladesh. In fifteenth and sixteenth century AD, the Bengali language got a huge boost in the royal palaces of Arakan. Most of the noted medieval Bengali poets were related to the court. They do not tell the truth that in the whole history of Arakan, even in the history of Myanmar, there doesn't exist a single mention that the Rohingya Muslims were the foreign intruders. On the contrary, the Burmese Buddhists -known as the Rakhine minority in Arakan, are the immigrants from the central Buddhist heart land.

The whole pretext of the ongoing genocide against the Rohingya Muslims is based on

motivated false propaganda. They ignore the annals of history that raising borders or barrier on ethnic line is a very recent phenomenon. Such barrier didn't exist in South Asia even 100 years ago. Therefore, a man from Yangon in Myanmar could easily travel to Peshawar in Pakistan or Dhaka in Bangladesh without any hindrance; and could build a house or open a business there. It was also true for a man making journey in the opposite direction to Myanmar. Hence, one can easily find ethnic, linguistic or religious linkage or continuity spread all over the south Asian countries. And Myanmar is not an exception. Bangladesh itself is a multi-ethnic and multi-religious country with millions of people having ethnic and religious linkage with the people of various states of India, Pakistan, Afghanistan, Iran, central Asia, Arab, Turkey and Myanmar. Hence, one can easily discover trans-border ethnic, linguistic or religious continuity spread over Bangladesh and its neighbors. Such linkage is also true for the people living in Myanmar. It is a process of slow social diffusion that takes place through ages. It is indeed the part of the human history that caused such a social mix-up of people of different race, language and religions through centuries. Only the people with extreme racism and pathological hatred against people of other religion or race can deny such natural sociological process. Awfully, the ultranationalist civil and military elite of Myanmar show the visible symptoms of such moral disease. Otherwise, how can they use the ethnic or religious linkage to commit crimes like "push-in", forced eviction or genocide against the Rohingya Muslim? True pathology of genocide in Myanmar indeed lies here in this moral disease.

Because of extreme form of hatred against the Muslims, the Myanmar government, the Buddhist monks and the ultra-nationalist political elites want to roll back the whole march of the history in Arakan. They want to give a fabricated narrative to the Rohingya issue with their sick ultranationalist motive. For that, not only they invent new lies, but also commit inexcusable crimes. They want to destroy all elements of Islamic history, legacies, icons and the Muslim institutions in Arakan. They want to give Arakan a new identity. They want to make it a land exclusively for the Buddhist Rakhine tribe. Therefore, genocidal cleansing of the Rohingya Muslims is so fundamental to their political objective. To start the process more decisively, they needed to put a new name for the old state of Arakan. Therefore, they named it as the Rakhine state after the name of the minority Buddhist Rakhine tribe. Now, the next step is the full *Bhuddhistisation* of Muslim Arakan. To attain that goal, they deem it necessary to have a genocidal cleansing of the Rohingya Muslims. This is why, along with dismantling the mosques and the Islamic schools in Arakan, ethnic cleansing of the Rohingya Muslims became the central piece of their military operation.

Independent Arakan: the only way-forward

The psychic trauma of a genocidal war is huge. It never heals. In the fields of politics, social cohesion, religious tolerance and state building, it is more disruptive than any volcanic eruption or any violent political revolution. Genocidal massacre, gang rape and the whole sale destruction of a community make people with various ethnic, linguistic and religious dissimilarities fully incompatible. It kills all opportunities of political reconciliation to make them reunite within the existing geopolitical premise. Then, a new geopolitical map to accommodate the dislocated people becomes an urgent necessity. This is why, a genocidal war immensely differ from a non-genocidal common war. This is why, India's all efforts are failing in Kashmir to keep the Kashmiri Muslims within Hindu-dominated India. For the same reason, the Jews had to make mass-scale migration from the genocidal continent of Europe. If Hitler had been the sole perpetrator to run the gas chamber, it would have been easily resolved. But, he had millions of German and non-German war criminals with the same ideological venom in their mind. So, the Jews felt fully incompatible in their midst. And now, the products of the European genocide are volcanizing the whole geopolitics of the Middle East. On a similar backdrop of genocide and with the similar sense of incompatibility, the Bosnian and the Kosovan Muslims had to establish independent state separated from the genocidal Serbians. Now, the Rohingya Muslims too, are forced to take the similar political roadmap. Because, their incompatibility with the Muslim bashing Burmese Buddhists is huge and incurable. The mater of security is the most important issue in selecting a place of living and socialising. How can a Rohingya Muslim think of living amidst rapists, killers and arsonists? Even if they manage somehow to physically survive in Buddhist Myanmar, how can they ensure that their children will grow up as true Muslim there?

A genocidal crime always causes incurable scar in the psyche of the victims. It reminds every day and night the painful sharp memory of being humiliated, gang raped and brutally tortured. Such pain survives till death. Not only it shapes peoples' perception on life, faith, philosophy and politics, but also shakes the geopolitical map of the region. Therefore, the ethnic cleansing of the Rohingya Muslims will not end in refugee camps of Cox's Bazar in Bangladesh; it will also impact the political philosophy, ideology and map of the region. No amount of political negotiation, relief goods, shelters and health care would remove the ugly experience from their traumatized psyche. How a Rohingya woman and her family can ever forgive and forget the pain of being raped by the Burmese sex predators. This is not the time to treat the symptoms of the disease; the cause of the disease must be treated, too. For that, the worst war criminals must be punished in the International Criminal Court. So far, the UN and world leaders have moved little to that direction. Therefore, thousands of worse crimes have been committed in Arakan; but not a single criminal has been punished. In such situation, how peace can return to Rohnigya Muslims' life. Moderation, accommodation, and pacification with these genocidal extremists will be considered by any morally sound man or woman as another despicable crime. Because of that, a genocidal crime always generates a long war. Unfortunately, instead of bringing the criminals to the justice, the UN bosses and the other world leaders are rubbing shoulders with these genocidal extremists. They are also trying to appease the criminals and make their crimes palatable to the victims. At best, they are applying a policy of palliation towards the Rohingya Muslims to reduce some of the unbearable pains of the victims. So, they are providing tents, relief goods, some health care and finally negotiating to send them back to Myanmar. This appears to be the only roadmap of the UN and other leading countries. The same plan of palliation was applied in 1978, 1991-92, 2012, 2013 and 2015, but didn't work to cure the original disease. The crisis can only be resolved by establishing an Independent Arakan. All other steps will only help continue the crisis from one phase to another –as happening over last several decades.

পর্বত রাজধানী গিলগিত-বালতিস্তানে

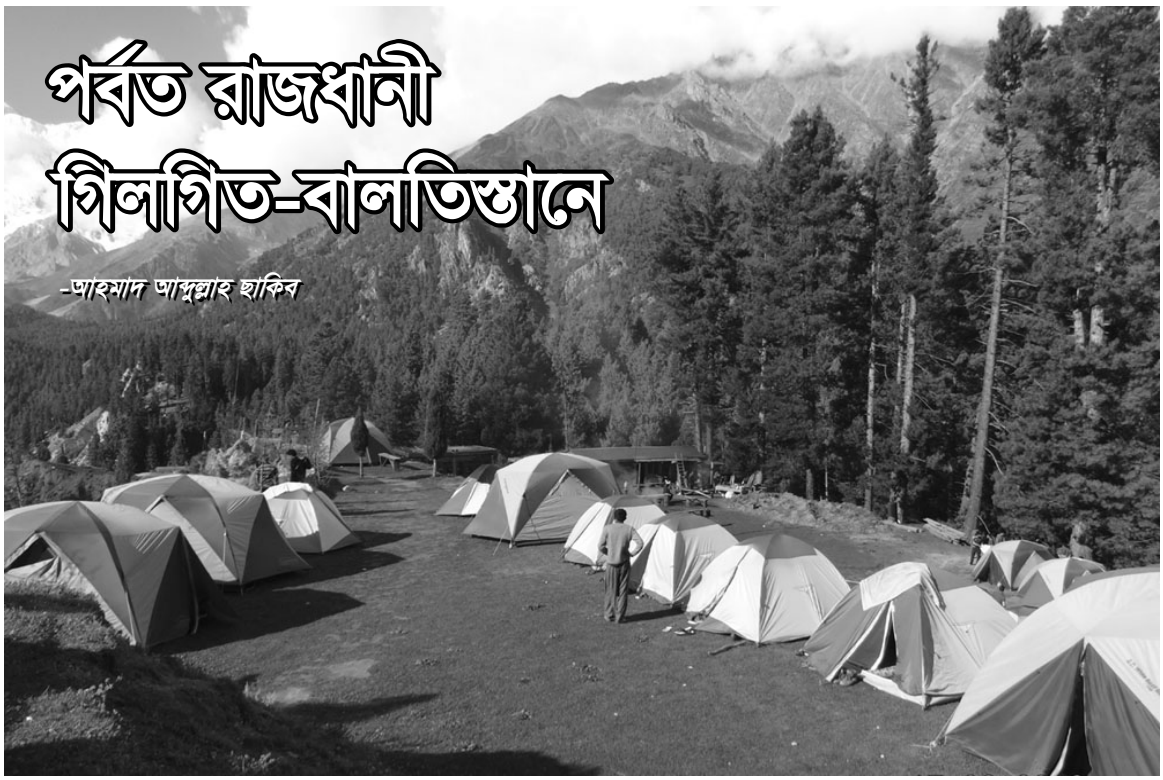

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(২য় কিস্তি)

পরদিন ভোরে ফজরের ছালাত আদায়ের পর তাবুর বাইরে খোলা আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের পেছন থেকে আসা অদৃশ্য সূর্যের আলোকচ্ছটা বিপরীতদিকের পাহাড়গুলোর শীর্ষদেশ ঝলমলে রঙিন করে রেখেছে। উত্তরমুখে ঘন মেঘে ঢাকা নাঙা পর্বত তখনও আড়ামোড়া ভাঙার অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে মেঘ কাটতে শুরু করল। উপস্থিত হ'ল সেই কাংখিত মুহূর্তটি। ধবধবে শুভ্র নাঙা পর্বত যেন চোখ ঝলসে দিয়ে সহসা অন্তর্জগত আর বহির্জগতের বদ্ধ দুয়ারগুলো সব খুলে একাকার করে ফেলল। গত রাতের তুষারপাতে নিখুঁত শুভ্রতায় সূর্যালোক পড়ে ঔজ্জ্বল্য যেন ঠিকরে পড়ছিল লক্ষ পাওয়ারের জ্যোতি নিয়ে। মোরগঝুটির মত ফুলেল অর্ধ চন্দাকারে কী ভীষণ তার আকর্ষণ! অনেকক্ষণ ধরে নিভৃতে বসে মহান প্রভুর এই অপরূপ সৃষ্টির সৌন্দর্যসুধা গলধঃকরণ করতে থাকলাম। বেশ বেলা হওয়ার পর নাস্তার আয়োজন শেষে আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে গেলাম। আমাদের একটি দল বেস ক্যাম্পে রাত্রি যাপনের পরিকল্পনায় সকাল সকালই রওয়ানা দিয়েছিল ইলেক্ট্রোনিক্স ফ্যাকাল্টির ডীন ড. আক্বদাস নাভীদ মালিক এবং ম্যাকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাঈদ বাদশাহ স্যারের নেতৃত্বে। সাজ-সারঞ্জাম কাঁধে নিয়ে চলার মত অবস্থায় ছিলাম না আমি। ফলে সে দলে যোগ দেয়া গেল না। আমাদের দলটি যখন বের হল তখন প্রায় দ্বিপ্রহর ছুঁইছুঁই। সবুজ চাদর মোড়া ফেয়ারী মিডোস পোলো গ্রাউন্ডের বিশাল মাঠের এক প্রান্ত ধরে অগ্রসর হলাম। জনবসতি বিরলপ্রায়। তবুও পাহাড়ের ঢালে চরতে দেখা যায় গরু আর ভেড়ার পল। দেবদারু, পাইন গাছের সারি, এবড়ো থেবড়ো পাথরের ফাঁক দিয়ে, কখনওবা গুপ্ত ঝর্ণার ঝিরি পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। কখনও প্রকাণ্ড পাথরগুলোতে বসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেই।

প্রায় আড়াই ঘন্টার চলার পর বেস ক্যাম্পপূর্ব সর্বশেষ স্টেশন বেয়াল ক্যাম্প পৌঁছলাম। দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা। দলের নেতৃত্বে ছিলেন বেসিক এ্যান্ড এ্যাপ্লাইড সাইন্স ফ্যাকাল্টির ডীন ড. আরশাদ যিয়া স্যার। শারীরিক ফিটনেস চমৎকার। একটানা তিনি আমাদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। পুরো টীমে কেবল তিনিই আমার পূর্বপরিচিত। দু'বছর পূর্বে স্যারের সাথে ইসলামাবাদের আল-হুদা ইন্সটিটিউট মসজিদে এতেকাফে ছিলাম। ফলে তাঁর সাথে গল্পে গল্পে ক্লান্তিকর যাত্রাটা উপভোগ্য হয়ে উঠল। এছাড়াও সহযাত্রীরা একমাত্র বিদেশী হিসাবে আমাকে বিশেষ যত্ন-আত্তির মধ্যে রাখলেন। বিকেল ৪টা নাগাদ আমরা বেসক্যাম্পের পথে সর্বশেষ পাহাড়ে এসে দাঁড়ালাম। উত্তর দিকটায় সমগ্র আকাশ জুড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যাকৃতির শ্বেত-শুভ্র বরফে ঢাকা নাঙা পর্বত। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ১৬০০০ ফুট দীর্ঘ স্রেফ চোখ ধাঁধানো সাদা পোষাকে আবৃত। আমরা রুদ্ধশ্বাস বিহ্বলতা

Contents

নিয়ে মহান প্রভুর এই প্রকাণ্ড সৃষ্টির বিশালতার সামনে দাড়িয়ে আপন অস্তিত্ব যেন হারিয়ে ফেলি। কত শত আনন্দ-বেদনার কাব্য আর এ্যাডভেঞ্চারের পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে আছে এর প্রতিটি খাঁজে খাঁজে! সেই ১৮৯৫ সালে এক ইউরোপীয় পর্বতারোহী চেষ্টা চালিয়েছিলেন সর্বপ্রথম বিশ্বের নবম সর্বোচ্চ চুড়াটি (৮১২৬ মিটার/২৬৬৬০ ফুট) ছুঁয়ে দেখবার। পারেননি। চেষ্টা চলেছে আরও অর্ধশত বছর। প্রাণ হারিয়েছে ৩১ জন। পর্বতের নামও হয়ে যায় 'কিলার মাউন্টেইন' বা 'খুনে পর্বত'। অবশেষে ১৯৫৩ সালে সফল হন একজন অষ্ট্রীয় পর্বতারোহী ২৮ বছর বয়সী হার্মান বুহল। চুড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে একদম একা পড়েন তিনি। সহযাত্রীরা ধকল সইতে না পেরে একে একে সবাই ফিরে গেছে। দুঃসাহসী বুহল হার মানতে চাননি না। বহু কষ্টে সৃষ্টে যখন তিনি চুড়া ছুঁলেন, তখন সন্ধ্যা ৭টা। ফলে ফিরতি পথে রাতের অন্ধকার বাঁধা হয়ে দাড়ায়। একটি সরু গিরি ফাটলে আটকে এক হাতে ছোট্ট পানির হাতল ধরে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকেন জীবন বাঁচাতে। অক্সিজেন সিলিন্ডার বিহীন, তুষারে প্রায় জমে যাওয়া শরীর নিয়ে পরদিন সকালে আবার এক'পা দু'পা করে যাত্রা শুরু করেন। অবশেষে ৪০ ঘন্টা পর সহযাত্রীদের কাছে ফিরে আসেন। ৩২ বছর বয়সে তিনি কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীরই অপর একটি চুড়া আরোহণ করতে গিয়ে তুষারধ্বসের শিকার হয়ে চিরতরে হারিয়ে যান।

রাইকোট হিমবাহ

নাঙা পর্বতের নিম্নদেশ দিয়ে নেমে এসেছে খরস্রোতা নদীর মত চওড়া রাইকোট হিমবাহ। ছাইরঙা ধুলো-বালিতে ঢেকে গেছে হিমবাহের উপরিভাগ। মাঝে মাঝে পট পট শব্দ তুলে হিমবাহের চাঁইগুলো ভেঙে পড়ছে। হিমবাহের নীচ দিয়ে বরফগলা পানির স্রোত বিপরীত দিকে বহু দূরে সিন্ধু নদের সাথে মিশেছে। উপর থেকে দিগন্তপ্রান্তে নীল ধোঁয়াশায় সিন্ধু অববাহিকার আবছা দৃশ্যপট ভেসে ওঠে। আমরা বেলা শেষের নরম আলোয় নাঙা পর্বতের নর্থ ফেসের সুবিশাল শৈলচূড়া আর গাত্রদেশের দিক-বেদিক খুটিয়ে খুটিয়ে দেখি। আরশাদ যিয়া স্যার আমাকে সূরা আর-রহমান থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শোনাতে বললেন। আমি প্রথম ১৩টি আয়াত শোনালাম। সহযাত্রীরা গোল হয়ে বসে মনোযোগ দিয়ে শোনে। আবেগাপ্লুত হয়। পর্বতের কোলে বসে সে সময়ের অনুভূতি বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

সন্ধ্যার আগমনীবার্তা দেখে বেসক্যাম্প পর্যন্ত না গিয়ে আমরা ফেরার সিদ্ধান্ত নেই। বেয়াল ক্যাম্প এসে ঝর্ণার পানিতে ওযূ করে সংলগ্ন কাঠের মসজিদে যোহর ও আছরের ছালাত আদায় করা হ'ল। পথে বিস্কুটের প্যাকেট, পানির বোতল ইত্যাদি যা কিছু ব্যবহার করেছিলাম, তা পথে নিক্ষেপ না করে সাথে নিয়েছিলাম। তা দেখে সহযাত্রীরাও একইভাবে সাথে নিয়ে নিল। ফেয়ারী মিডোস ক্যাম্পে পৌঁছে সেগুলো আমরা ডাস্টবিনে ফেললাম। এক এভারেস্ট অভিযাত্রীর বর্ণনায় পড়েছিলাম তাদের টীম কিভাবে পাহাড়ে পরিবেশ দুষণ রোধে কাজ করেছিলেন। সেই শিক্ষাটা এখানে এসে কাজে লাগল। আলহামদুলিল্লাহ পাকিস্তানে সব সফরে এ কাজটি সচেতনভাবে করার চেষ্টা করেছি এবং অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছি।

যখন ফেরত এলাম তখন রাত হয়ে গেছে। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। খাবার তৈরীই ছিল। রুটি আর চিকেন কোর্মা। একে একে সবগুলো দল ফিরে এল। খাবার শেষে উন্মুক্ত চত্বরে আগুন জ্বালিয়ে শুরু হ'ল ক্যাম্পফায়ার। বরফ শীতল চাঁদনী রাতে আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসল সবাই। কুরআন তেলাওয়াতের পর শুরু হ'ল শায়েরী উৎসব। পাকিস্তানীদের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এরা কাব্যপ্রিয় জাতি। কবিতার প্রতি এদেশের ছেলে-বুড়ো সবাই অস্বাভাবিক রকম অনুরক্ত। ইকবাল, গালিব, আলতাফ হোসাইন হালী প্রমুখ বিখ্যাত উর্দূ কবির কবিতা ও গযল তাদের মুখে মুখে। কেউ বক্তব্যে কাব্যাংশ উল্লেখ করা মাত্র তা শ্রোতাদের মাঝে যেভাবে ঝংকার তোলে, তা থেকেই বোঝা যায় এদের কাব্যপ্রিয়তা কোন স্তরের। যে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে শায়েরী প্রতিযোগিতা প্রায় অপরিহার্য। এর নিয়ম হ'ল কেউ একটি কবিতার লাইন বলবে, তার জবাব দেবে অন্য কেউ অপর একটি কবিতার লাইন দিয়ে। জবাবটা উপযুক্ত হলে মুকার্রার, মুকার্রার অর্থাৎ 'পুনরায় বল' বলে উৎসাহ দেয়া হয়। খুবই উপভোগ্য হ'ল উৎসবটি। এরপর স্যাররা নানা উপদেশ ও উৎসাহমূলক সব গল্প বললেন। দেশ-বিদেশে নিজেদের নানান অভিজ্ঞতার বয়ান দিলেন। চমৎকার একটি পর্ব ছিল এটি। সে রাতটিও কাটল তাবুতে রাত্রিযাপনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

পরদিন সকালে নাস্তার পর সমভূমিতে ফিরে যাওয়ার আয়োজন। ৩ ঘন্টা হাইকিং-এর পর টাট্টু, সেখান থেকে রাইকোট ব্রীজে পৌঁছে ১১০ জনের দলটি একত্রিত হ'তে বিকেল হয়ে যায়। সেখান থেকে রাইকোট ব্রীজ অতিক্রম করে আমরা গিলগিতের পথে রওনা হই। জাগলোট বাযারে এসে মাগরিবের ছালাত আদায় করা হ'ল। সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করে সুমসৃণ আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে রাত ৮টার দিকে আমরা হুনজা ভ্যালিতে পৌঁছি। বিভিন্ন হোটেলে ভাগ গেল দলটি। আমাদের ভাগে পড়ল হোটেল হায়দার ইন। এই মধ্য আগস্টেও আবহাওয়া যথেষ্ট শীতল। লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

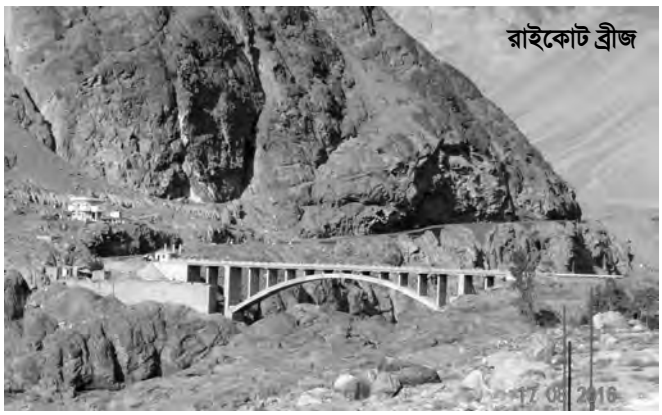
রাইকোট ব্রীজ

পরদিন সকালে ফজর পড়ে বাইরে বের হলাম। রাস্তার অপর পার্শ্ব থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে উপত্যাকা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটি আপার করীমাবাদ। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ইসমাঈলী বা আগা খানী। অনেক নীচে হুনজা নদী এবং অপরপার্শ্বের গ্রাম গানিশ দেখা যায়, যেখানে ৬৫ শতাংশ অধিবাসী বারো ইমামে বিশ্বাসী শী'আ। উল্লেখ্য যে, হুনজা ভ্যালীর অধিকাংশই শী'আ সম্প্রদায়ের।

ঐতিহাসিক তথ্যমতে, ১০০০ বছর পূর্বে প্রথম মুসলিম হিসাবে এ অঞ্চলে যিনি আসেন তিনি ছিলেন ইসমাঈলী শী'আ। তিনি এখানে বিবাহ করে স্থায়ী হয়ে যান এবং তার বংশধরদের মাধ্যমেই ইসমাঈলী আক্বীদার বিস্তৃতি ঘটে। সাধারণভাবে এরা খুব শান্তিপ্রিয় জাতি। একান্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে সাধারণ জীবন যাপন তাদের। ফলে রোগ-বালাই থেকে তারা অনেকটাই মুক্ত। বলা হয়ে থাকে যে, বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণের কারণে হুনজা সম্প্রদায় পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী সম্প্রদায়।

রাস্তা যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ ফলের ক্ষেত। আপেল, আঙ্গুর, খোবানী, চেরী প্রভৃতি ফল থোকায় থোকায় ঝুলছে। নীচে নেমে এক বাগানে তারার মত আপেলে ছেয়ে থাকা একটি বড় গাছ থেকে আপেল পেড়ে খেলাম। জীবনের প্রথম। অদ্ভুত তৃপ্তিতে মনটা ভরে গেল। আগেই শুনেছিলাম যে, এখানে পর্যটকদের জন্য ফলমুল ফ্রী। যে যত খুশী পেড়ে খেতে পারে। সুতরাং মনের আনন্দে নানা প্রজাতির আপেল, খোবানী আর আঙ্গুর পেড়ে হোটেল রুমে নিয়ে আসলাম সাথীদের জন্য। ওর ঘুম ভেঙ্গে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে গেল।

সূর্য ঝকমকিয়ে উঠলে আমি আবারও বের হই। শহরের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে বরফমোড়া সুউচ্চ পাহাড়ের রাজ্য। এর মধ্যে ৪টি পর্বতশৃঙ্গ ৭ হাযারী (মিটার)। আরও ৩টি রয়েছে ৬ হাযারী (মিটার)। এগুলো হ'ল অনিন্দ্য সুন্দর রাকাপোশী (৭৭৮৮ মি.), উল্টার সার (৭৩৮৮ মি.), ডুয়ানসির (৭৩২৯ মি.), ঘেন্টাসার (৭০২৯ মি.), হুনজা পীক (৬২৭০ মি.), দারমিয়ানী পীক (৬০৯০ মি.) এবং লেডি ফিঙ্গার পীক (৬০০০ মি.)। এর মধ্যে রাকাপোশী এবং লেডি ফিঙ্গার পিকটি দেখার মত। সবগুলো পীকই বিজীত হয়েছে ইউরোপীয় পর্বতারোহীদের হাতে। শহরের এক প্রান্তে প্রাচীন শাসকদের বাসস্থান বালতিত ফোর্ট-এর ঈগল'স নেস্ট পয়েন্ট থেকে ৭টি পীকই চমৎকারভাবে নযরে আসে। লালটে ফর্সা কেতাদুরস্ত বৃদ্ধ হোটেল মালিক আমাদেরকে পর্বতশৃঙ্গগুলো চিনিয়ে দিলেন।

পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে বিদেশী পর্যটক দেখা যায় কালে-ভদ্রে। কেবল আফগানী এবং চাইনিজই দেখা যায় সাধারণতঃ। তবে হুনজায় অনেক জাপানী, কোরিয়ান এবং ইউরোপীয় পর্যটক দেখা গেল। একজন ইউরোপীয় পর্যটককে দেখলাম মটরসাইকেল নিয়ে এসেছেন। জানা গেল, ইউরোপ থেকে পুরো সফরে তিনি এই বাইক চড়ে এসেছেন পাকিস্তান পর্যন্ত। এখান থেকে আবার সম্ভবতঃ চীনে যাবেন।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য খানজেরাব পাস। যেটি পাকিস্তান চীনের মাঝে বানিজ্যিক যোগাযোগের একমাত্র স্থলপথ। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু আন্তর্জাতিক বর্ডার ক্রসিং এটি। ওপারে চীনের ঝিনজিয়াং প্রদেশ, যেখানে তুর্কিস্থানী চায়না বা উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করে। সকালের নাস্তা দশটার মধ্যে আমরা রওনা হলাম। যেতে হবে আরও প্রায় ১৮০ কিলোমিটার। *(ক্রমশ)*

ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউনের ইসলাম গ্রহণ

[সচেতন পাঠক একটু চিন্তা করলেই আমাদের সাথে একমত হবেন যে, আমাদের চারপাশে এমন অনেক অতি সচেতন পিতা-মাতা আছেন যারা ২০-২২ বছর বয়সকে ছিয়াম পালন, ছালাত আদায়, হিজাব মেনে চলা তথা ইসলাম চর্চার জন্য উপযুক্ত মনে করেন না এবং তাদের নাবালক দুধের সন্তানদের (!) এসব ফরয ইবাদত পালন করা থেকে বিরত রাখেন। অথচ তারা জানেন না যে, বিশ্বের নানা প্রান্তে এমন কতক মানুষ আছেন যারা এই কচি বয়সেই তাদের আপন কর্মগুণে বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি লাভ করেছেন। অত্র নিবন্ধে এমনই একজন মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যিনি মাত্র ২০ বছর বয়সে খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯৯৭ সালে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমেরিকার বিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ এই শিক্ষক ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউন বর্তমানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত অবদান রেখে চলেছেন।]

জীবন ও কর্ম : ড. জোনাথন এ.সি. ব্রাউন একজন আমেরিকান ইসলামী শিক্ষাবিদ, যিনি বর্তমানে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা এবং মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। পিতা জোনাথন সি. ব্রাউন এবং মাতা নৃ-তত্ত্ববিদ এ্যালেন ক্লিফটন প্যাটারসন দম্পতির পরিবারে নবাগত সদস্য হিসাবে জোনাথন এ.সি. ব্রাউন ১৯৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের একুশতম বসন্তে পদার্পণ করার অব্যবহিত পরেই তিনি ১৯৯৭ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। যদিও বাল্যকালে তিনি খ্রিষ্টীয় এ্যাংলিকান চার্চের অনুসারী হিসাবে লালিত-পালিত হন। ওয়াশিংটন ডিসির জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোনাথন ব্রাউন ২০০০ সালে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ সেন্টার ফর এ্যারাবিক স্টাডি এবরোড-এর অধীনে ১ বছর যাবৎ আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক থট-এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ড. ব্রাউন ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিয়াটলে অবস্থিত ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও সভ্যতা বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ২০১০ সাল থেকে অদ্যবধি তিনি জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা এবং মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্পর্ক বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। অধিকন্তু তিনি আমেরিকার কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন্স-এরও একজন খণ্ডকালীন সদস্য।

ইসলামী সাহিত্যে অবদান : ড. ব্রাউন হাদীছ, ইসলামী আইন, ছূফীবাদ, আরবী অভিধান, প্রাক ইসলামী কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে বেশকিছু মূল্যবান বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন। বর্তমানে তিনি ইসলামী সভ্যতার ঐতিহাসিক সমালোচনা ও জালিয়াতির ইতিহাস এবং ইসলামী চিন্তাধারায় পরবর্তী সুন্নী এবং সালাফীদের মধ্যে আধুনিক যুগের দ্বন্দ্ব বিষয়ে গবেষণা করছেন। গবেষণার প্রয়োজনে তিনি মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক, মরক্কো, সঊদী আরব, ইয়েমেন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

রচিত গ্রন্থসমূহ :

১. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১ ইং)।

২. হাদীছ : মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আদর্শের বাস্তবতা (২০০৯ ইং)।

৩. বুখারী ও মুসলিম শরীফের সংকলন: সুন্নী হাদীছ সংকলন পদ্ধতি ও তার ব্যবহারিক নীতিমালা (২০০৭ ইং)।

এসব গ্রন্থ ছাড়াও আরও কিছু বই এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়ের উপর বিশ্বের কয়েকটি জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত জার্নালে ড. ব্রাউনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যা আন্তর্জাতিক জ্ঞানী মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইসলাম গ্রহণের কাহিনী :

প্রশ্ন : *আমরা কি আপনার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি?*

ড. ব্রাউন : একজন এ্যাংলিকান তথা আমেরিকায় অবস্থিত ইংলিশ চার্চ ভুক্ত খ্রিষ্টান হিসাবে আমি বড় হয়েছি। কিন্তু আমাদের পরিবার খুব একটা ধার্মিক ছিল না। তাই ঠিক খ্রিষ্টান হিসাবে আমি বেড়ে উঠিনি। যদিও আমি সবসময় সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতাম। জর্জটাউন কলেজের ১ম বর্ষে পড়ার সময় আমি ইসলামের উপর একটি সাবজেক্ট নেই। ক্লাসটি নিতেন একজন মুসলিম শিক্ষিকা। তাঁর আলোচনা আমার কাছে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর লাগত। আমি অনুধাবন করলাম যে, সারা জীবন ধরে আমি যা বিশ্বাস করে এসেছি সে বিষয়গুলিই তিনি আলোচনা করেন। যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি, বিচারবুদ্ধির ধারণা, যুক্তি এবং ধর্মের সামঞ্জস্যতামূলক অবস্থানের ধারণা, ধর্মের উচিত মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করা, জীবনকে কঠিন করে তোলা বা ভোগান্তির মধ্যে ঠেলে দেয়া নয় ইত্যাদি ধারণা। যখন সেমিস্টার সমাপ্ত হলো তখন বাস্তবিকই আমি নিজেকে একজন মুসলিমের মত অনুভব করতে লাগলাম। সেই গ্রীষ্মে

অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে ইসলামের উপর লিখিত প্রচুর বই পড়লাম এবং সারা ইউরোপ ও মরক্কো সফর করলাম। অতঃপর সফর থেকে ফিরে কলেজে ঢোকার পরপরই ২য় বর্ষের শুরুতেই আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে মুসলিম ঘোষণা করলাম।

প্রশ্ন : *এর পূর্বে কোন মুসলিমের সাথে কি আপনার যোগাযোগ ছিল?*

ড. ব্রাউন : না, আমার মনে পড়ে না। ইসলাম শিক্ষা ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কোন মুসলিমের সাথে আমার পরিচয় ছিল না।

প্রশ্ন : *মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আপনার লেখা বইটার কথা আমরা সবাই জানি। সম্প্রতি জানলাম যে, আপনি নাকি নতুন আর একটা বই লিখছেন?*

ড. ব্রাউন : হ্যাঁ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের একটি ধারাবাহিক প্রকাশনা কার্যক্রম আছে সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই শিরোনামে। একই শিরোনামে তারা অনেক বিষয়ের উপর বই প্রকাশ করেছে। যেমন: ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই ধারাবাহিক প্রকাশনার অংশ হিসাবে তারা আমার বইটা প্রকাশ করবে। বইটি আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরই লিখেছি। বইটি তারা এককভাবেও প্রকাশ করবে এবং এই সিরিজের একটি অংশ হিসাবেও প্রকাশ করবে। তবে একটু দেরী হচ্ছে কারণ প্রকাশের পূর্বে তারা আমার পাণ্ডুলিপি পাকিস্তানে পাঠিয়েছে এই মর্মে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, বইতে মুসলিমদের জন্য অপমানজনক কিছু আছে কি না তা যাচাই করার জন্য। আমি তাদের বলতে চেয়েছিলাম, দেখুন আমি নিজে একজন মুসলিম। বইটির মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই মুসলমানদের রচিত। এতে মুসলিমদের জন্য অপমানজনক কিছু নেই। বইটি লেখার পূর্বে বেশ কয়েকজন পশ্চিমা ঐতিহাসিকের শরণাপন্ন হয়েছিলাম শুধু এটা জানতে যে, তারা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কিভাবে মূল্যায়ন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় আমি পেয়েছি সীরাহ এবং হাদীছ গ্রন্থসমূহে।

প্রশ্ন : *আপনাকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর* ***কোন বৈশিষ্ট্যটি*** *সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে?*

ড. ব্রাউন : সম্ভবত সকল পরিস্থিতিতেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমেরিকাতে ধর্মের মহাপুরুষদের আমরা শুধু একই রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরূপে পেয়ে থাকি। উদাহরণস্বরূপ যীশু সবসময় দয়ালু এবং ক্ষমাশীল। কিন্তু আপনি তো সব সময় ক্ষমাশীল হতে পারেন না বা পারা উচিৎও না। কখনও হয়ত আপনাকে কোমল ও মধুর আচরণ করতে হবে, কখনও দ্বিধাহীন ও কঠোর হতে হবে, কখনও বা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে আবার হয়ত অন্য সময় আপনাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা নয় যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আপনার আচরণ একাধারে শুধু একটি নীতিই অনুসরণ করে যাবে; বরং আপনাকে পরিস্থিতি বোঝার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং সে মোতাবেক সর্বোত্তম উপায়ে কাজ করতে হবে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই কাজটিই খুব দক্ষতার সাথে করতে জানতেন এবং আমার মতে এটিই তার চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রশ্ন : *আজ মুসলিমরা কি তাঁর শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারছে?*

ড. ব্রাউন : আমি মনে করি মুসলিমদের এই ব্যাপারটি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মহানবী (ছাঃ) কতটা আদর্শবাদী এবং সক্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে আদর্শ জীবন-যাপন করতেন এবং সাথে সাথে এটাও জানতেন কিভাবে নিজের আদর্শ প্রচার করতে হয় এবং কিভাবে কথার মাধ্যমে মানুষের অন্তর জয় করতে হয়। তিনি আরও জানতেন কিভাবে কথা বললে মানুষকে নিজের অনুগামীতে পরিণত করা যায়। তিনি সবসময় খুব কঠোরতা বা খুব কড়া ও নির্মম নীতিপরায়ণতা দেখাতেন না। তিনি জানতেন আল্লাহর বাণী কিভাবে উপস্থাপন করলে তা প্রত্যেক মানুষের জন্য অনুধাবনযোগ্য হতে পারে।

তাই তিনি আল্লাহর একই বাণীকে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন না ঘটিয়ে ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতেন অর্থাৎ বিষয়বস্তু একই, তবে উপস্থাপনভঙ্গি আলাদা। এটা খুব কার্যকর পদ্ধতি। আমার মনে হয় মুসলিমরা যখনই নিজেকে ধার্মিক বলে ভাবতে শুরু করে তখন তারা কোন কোন বিষয় হারাম তা ঘোষণা করতে মনোযোগী হয়। তবে সত্যিই যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হয়, তবে সবসময় আগে চিন্তা করা উচিৎ কোন কোন জিনিস হালাল বা যথার্থ। দ্বীনকে অনুসরণের জন্য এটা সত্যিই খুব কার্যকর পদ্ধতি। একজন পরিপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হতে গেলে এ নীতির বিকল্প নেই।

প্রশ্ন : *ইউরোপ ও আমেরিকায় আজ মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিছু ব্যক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু, এটা কেন?*

ড. ব্রাউন : প্রথমত: অজ্ঞতা। সাধারণ মানুষ ইসলাম অথবা নবী (ছাঃ) সম্পর্কে আসলে কিছুই জানে না। তারা কেবল শুনে থাকে যে, মুসলিমরা সন্ত্রাসী এবং ইসলাম একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম। সুতরাং তাদের ধারণা মহানবী (ছাঃ)-কে অবশ্যই সন্ত্রাসের উৎস এবং এর প্রতীক হতে হবে। এটাই হল সবচেয়ে বড় কারণ। যা অনেকটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কেন মুসলিম বিশ্বের সাথে পশ্চিমা দেশগুলোর এত সংঘাত? এর কারণ হল পশ্চিমা দেশগুলো অন্যায়ভাবে মুসলিম দেশগুলো আক্রমণ করছে এবং দখল করে রাখছে। যার জের ধরে তৈরী হচ্ছে রাজনৈতিক সমস্যা।

আর একে কেন্দ্র করে পশ্চিমারা মুসলমানদের সন্ত্রাসীরূপে চিত্রিত করছে। কেননা মুসলিমরা তাদের যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এই সংঘাত নতুন নয়; এর এক লম্বা ইতিহাস রয়েছে।

Contents

তবে বর্তমান সময়ে মহানবী (ছাঃ)-কে যে বিদ্বেষ এবং ঘৃণা সহকারে চিত্রিত করা হচ্ছে, তার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে এটা একটা রাজনৈতিক সংঘাতের ফলশ্রুতি। আর সেই কারণে যদি রাস্তার কোন সাধারণ লোককে যদি ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলতে বলেন তবে দেখবেন তার মনে আসা শব্দগুলো হল সন্ত্রাসবাদ, নবী মুহাম্মাদ, চরমপন্থা, তলোয়ার, সহিংসতা ইত্যাদি। এই মিথ্যা কল্পনার পুনরাবৃত্তি চলে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।

প্রশ্ন : *মুসলিমদের এ ব্যাপারে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

ড. ব্রাউন : মুসলিমদের উচিত হবে তাদেরকে সঠিক জ্ঞান দানের জন্য যথাসাধ্য পদক্ষেপ নেয়া। কেননা সাধারণ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। বেশীরভাগ মানুষকে যদি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী শোনানো হয় যে, মক্কায় কোন সংঘাত ছাড়াই কিভাবে তিনি ১৩ বছর কাটিয়ে দিলেন, যদিও মক্কার মুশরিকরা তার প্রতি অত্যাচার করেছিল, তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। আমি মনে করি, প্রতিদিনই কাগজে লিখে হোক আর ইন্টারনেটে লিখে হোক মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

প্রশ্ন : *ইউরোপে দিনের পর দিন ইসলামের ব্যাপারে প্রতিকূলতা এবং মিডিয়ার অপপ্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে কি অবস্থা?*

ড. ব্রাউন : যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা খুব কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এখানে সাংবিধানিকভাবেই ধর্মচর্চার অধিকার সুরক্ষিত। এখানে ক্লাস বা কাজ ছেড়ে দিয়ে খুব সহজেই ছালাত আদায় করতে যাওয়া যায়। এই অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। হিজাব পরার কারণে কোন প্রতিষ্ঠান যদি কোন মহিলার সমালোচনা করে তবে তিনি আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন অনায়াসেই। অবশ্য সন্ত্রাসবাদ নামক জুজুর ভয়ে অনেক সময় সরকার কোন কারণ ছাড়াই মুসলিমদের হয়রানি করে থাকে। এই ধারণা থেকে যে একজন প্যাক্টিসিং মুসলিম হল জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাদের ধারণা এ সকল মুসলিমরা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির সাথে একমত নয়। অথচ মজার ব্যাপার হল, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার থেকে অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সাথে একমত নন। কিন্তু একই অধিকার একজন মুসলিম চর্চা করলে তিনি হয়ে যান সম্ভাব্য চরমপন্থী ও মৌলবাদী (!)। ৯/১১-এর পর সেখানে একটা আইন পাস করা হয় যা প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট নামে পরিচিত। এই আইনের বলে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ঢালাওভাবে যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। বিনা অনুমতিতে ফোনকল রেকর্ড, যে কাউকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করার অধিকার দেয়া হয়েছে এ আইনে। আর কিউবার কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে কারাগারে মুসলিম নির্যাতনের বর্বরতা তো আজ বিশ্ব মানবতাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন : *সম্প্রতি জানা গেছে যে, মুসলিম শিক্ষার্থীদের সকল তথ্য নাকি সিআইএর কাছে সংরক্ষিত থাকে?*

ড. ব্রাউন : এই ধরনের ঘটনা প্রচুর ঘটছে যা আমেরিকার সর্বত্র সমালোচিত হচ্ছে। সরকার সংবিধান পরিপন্থী কাজ করছে এই অভিযোগে অনেক অমুসলিম আমেরিকানও এই নীতির বিরোধিতা করছে। সরকার কখনোই আপনার ফোনে আড়ি পাততে পারে না, যতক্ষণ আদালত অনুমতি না দেয়।

ছাত্রদের উপর এত নযরদারিও করতে পারে না। এমনকি যদি কেউ লাইব্রেরীতে গিয়ে কোন বই ইস্যু করে তবে সরকার সেটাও খতিয়ে দেখবে যে, সে কি ধরনের বই পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র তার মুসলিম নাগরিকদের অন্য দেশেও পাঠাচ্ছে নির্যাতন করার জন্য। এটা একটা বিরাট বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিমরা যেমন এই আইনের বিরোধী, তেমনি অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই এই অন্যায়ের ঘোর বিরোধী।

প্রশ্ন : *মুসলিম শিক্ষাবিদ হিসাবে আপনি কি কখনো এমন বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন?*

ড. ব্রাউন : না, এমন অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি। তবে আমি যথার্থ উদাহরণ নই। কারণ আমার নাম জোনাথন ব্রাউন। আমার নামে বোঝা যায় না যে আমি কোন মুসলিম দেশের মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে আমার নাম বা চেহারার কারণে কোন ঝামেলার সম্মুখীন হইনি এখনও। একজন মুসলিম শিক্ষাবিদ হিসাবেও কোন সমস্যা পোহাতে হয় নি। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সাধারণ জনগণ মুসলিমদের অভিব্যক্তি জানতে অত্যন্ত আগ্রহী।

প্রশ্ন : *মুসলিম দেশ তুরস্ককে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?*

ড. ব্রাউন : দেশটি আমার পসন্দের তালিকায় শীর্ষে আছে। আমি জানি এখানে মুসলিমরা খুব কঠিন অবস্থায় রয়েছে। তবুও আমি এদেশকে ভালবাসি। কারণ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে যখনই খুশী মসজিদে ছালাত আদায় করা যায়। আর এখানকার খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু। মাঝে মাঝে আক্ষেপ হয়, আহ! তুর্কী ভাষাটা যদি রপ্ত করতে পারতাম! আমি আসলে আরো অনেক কিছু জানতে চাই। তবে ইসলাম চর্চার জন্য তুরস্কের পরিবেশ খুব জটিল। তুর্কীদের প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু এটা সত্যিই খুব জটিলতাপূর্ণ একটা দেশ।

প্রশ্ন : *মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের এত অভাব কেন?*

ড. ব্রাউন : সত্যিই, মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের আজ বড়ই অভাব। এর অন্যতম কারণ হলো মানুষ কেবলই ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। ফলে আমরা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারছি না। মুসলমানদের অনেকেই মনে করে যদি কারো সাথে কোন একটি বিষয়ে দ্বিমত হয় তবে তার সাথে আর কাজ করা যাবে না। কিন্তু এটা খুব তুচ্ছ ব্যাপার। কেননা আপনি কখনোই সবার সাথে শতভাগ একমত হতে

পারবেন না। তাই ভিন্নমতের চেয়ে সর্বদা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ খুঁজতে হবে। এটাই কল্যাণকর।

প্রশ্ন : *আপনি কি মনে করেন, এমন এক বা দুইটি রাজনৈতিক শক্তি থাকা দরকার যারা মুসলিমদের নেতৃত্ব দিবে? যেমন ধরুন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কি ওআইসির অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে?*

ড. ব্রাউন : এটা একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইস্যুগুলোতে যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পরস্পর সমঝোতায় আসতে পারে তবে অচিরেই তারা সংঘবদ্ধভাবে অন্যান্য দেশগুলোর সাথে দর কষাকষি করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। ধরুন ফ্রান্সের মত কোন দেশ যদি মুসলিম নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে, তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একযোগে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে এবং প্রয়োজনে সে দেশকে বর্জন করতে হবে। কেননা কেউ যদি তার ধর্মীয় পোশাক পরিধান করতে চায় তবে এটা তার একান্ত মৌলিক অধিকার।

আমি নিশ্চিত যে, আমার মত কোন মার্কিন নাগরিকই স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চায় বাধা প্রদানে একমত হবেন না। এটা একটা দিক। আরেকটা দিক হল মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকে রাজনৈতিক প্রভাব রাখার মত শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যখনই কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোন মুসলিম দেশ আক্রমণ করতে চাইবে তখন কোন মুসলিম দেশই তা সমর্থন করবে না এবং আক্রমণকারীদেরকে নিজস্ব আকাশসীমা এবং স্থলভাগ ব্যবহার করার অনুমতি দিবে না।

যাইহোক মুসলমানদের এই ঐক্যজোট স্বয়ং আমেরিকার জন্যও মঙ্গল বয়ে আনত। কেননা বেশিরভাগ আমেরিকান এখন বুঝতে পেরেছে যে, ইরাক আক্রমণ ছিল ইতিহাসের একটি অন্যতম ভুল সিদ্ধান্ত। তাদের মতে, যদি মুসলিম যুক্তরাষ্ট্রকে এ আগ্রাসন চালাতে বাধা প্রদান করত তবে হয়তো লাখ লাখ ডলার আর নিরীহ মানুষের জীবনের অপচয় রোধ করা সম্ভব হতো।

প্রশ্ন : *পরিশেষে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে আপনি কি কোন উপদেশ দিবেন?*

ড. ব্রাউন : কেউ যদি তোমাকে নছীহত প্রদান করে এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় তবে সেটা হবে তোমার জন্য পার্থিব জীবনের সেরা উপহার। আল্লাহু আকবার!

তথ্যসূত্র: বিডিইসলাম।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত বই

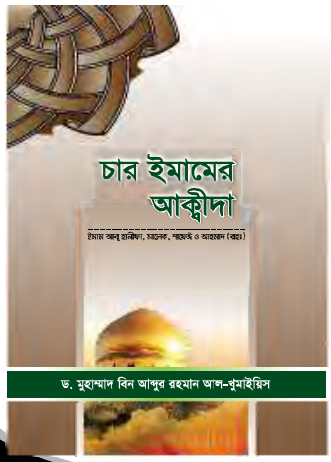

চার ইমামের আক্বীদা

ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

Contents

জীবনের বাঁকে বাঁকে

দাদীর ভালোবাসা

-সাদাত হোসাইন, ঢাকা।

-তোদের বংশ হইছে আকাট মূর্খ! এই বংশের পোলার হইব পড়ালেহা। হইব না। এই আমি কইয়া রাখলাম। তোরা করবি হালচাষ। গোয়ালভর্তি গোবর সাফ করবি।

ফোর ফাইভে পড়া আমার তখন পড়ালেখায় তীব্র অনীহা। আমাকে লক্ষ্য করে তাই আম্মার এমন বাণী বর্ষণ ছিল নিত্যকার ঘটনা। আমার কারণে আমার চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার! রেহাই নেই। এই বংশের ওপর আম্মার তীব্র ক্ষোভ। বিয়ের সময় ঘটকের ডাহা সব মিথ্যা কথায় আমার নানা-নানী বিভ্রান্ত হয়েছিলেন বলেই এমন গোয়ার-গোবিন্দ, বকলম, মূর্খ বংশে আম্মাকে আসতে হয়েছে বলে আম্মার আফসোসের সীমা নেই। ঘটনা যেহেতু ঘটেই গেছে, এখন কি আর করা! ছেলে দুইটাকে পড়াশোনা করিয়ে এই বংশের ধুলা-বালি, কাদা-জল মুক্ত করতে পারলেই শান্তি! কিন্তু আম্মার সেই প্রচেষ্টা প্রায়শই সীমহীন শংকার মুখে পড়ে। পড়াশোনা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। বরং খাঁখাঁ রোদের দুপুর বেলায় যখন চাষিরা ক্ষেতের আলে বসে কাজের অবসরে কাঁচা লংকা দিয়ে গপগপ করে ভাত খায়, আমার কাছে এ ঢের লোভনীয়!

আম্মার অবশ্য চেষ্টার অন্ত নেই। বাবা-সোনা-মানিক বলে বোঝানো থেকে শুরু করে চটের বস্তার সাথে চকচকে ধারালো দা-বটি নিয়ে কল্লা কেটে সেই বস্তায় ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার হুমকী পর্যন্ত! কোন চেষ্টাই আম্মা কখনো বাদ রাখেন নি। কিন্তু বিশেষ এক প্রাণীর লেজ যেমন কখনো সোজা হয় না, তেমনি এই বংশের পোলাপানের পড়ালেখার স্বপ্ন দেখাও বৃথা! আম্মার চেষ্টা, আফসোস এবং বকাঝকা তাই চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকে!

সেদিন ভোরে ঘুমঘুম চোখে বাড়ি থেকে বের হয়েছি মক্তবে যাব। কিন্তু গেছি ফকিরদের জঙ্গলে। সেখানে আরও কয়েকজনের সাথে বিশাল মার্বেল খেলার ম্যাচ। আমাদের সকলের বগলের তলে আমপারা আর রেহাল। মাথায় টুপি। আমরা মার্বেল খেলার উত্তেজনায় নিমগ্ন। দিন-দুনিয়ার কোন খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কারো শক্ত হাতের বজ্র আঁটুনি আর পিঠের উপর কাঁচা ডালের শপাং শব্দে ফিরে তাকাই!

আম্মা! সাক্ষাৎ যমদূত হলেও বোধহয় এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল!

ঘরের দরোজা আটকে মনের সুখে পিটিয়ে, দুনিয়ার যত গালমন্দ করে, চিৎকার করে আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করেও যখন আমার কাছ থেকে কোন ধরনের বিদ্যাসাগর হওয়া সংক্রান্ত আশ্বাস পেলেন না, তখন সেই দা-বটি আর বস্তা থেরাপি শুরু। আজ আমার কল্লা কেটে বস্তায় ভরে যদি নদীতে না ভাসাচ্ছেন, তাহলে তিনি সর্দার বংশের মেয়েই না।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শুন্য গোয়াল ঢের ভালো!

আমার কান তখন শেয়ালের মত উৎকর্ণ! বু কই? বু! এখনো আসেনা কেন! ত্রাতা! আমরা আমাদের দাদীকে বু বলে ডাকি। আমার হাতভর্তি তখন বড় বড় ঘামাচি। সেই ঘামাচি মনের সুখে গায়ের জোরে চুলকালে ঘামাচির মাথা ফেটে টলটলে রক্তফোঁটা বের হয়। বু কোথাও ঘুরতে গিয়েছিলেন। কেবলমাত্র বাড়িতে ঢুকেছেন। তার গায়ের গন্ধ শুকে আমি বলে দিতে পারি। আমি সমানে আমার হাতের ঘামাচিগুলো চুলকাতে লাগলাম। আম্মা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন, ঘটনা কি? কি করে এ? করে কি?

আমার হাতের কনুই থেকে কব্জি অবধি তখন ফোঁটা ফোঁটা রক্তে সয়লাব। আচমকা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করলাম আমি, ও বু... বু রে... ও বু... আম্মায় আমারে মাইরা বটি দিয়া হাত কাইটটা ফালাইছে। ও বু... রক্ত বুউউউ... খালি রক্ত! ও বু! রক্ত...'

ঘরের দরজায় দড়াম দড়াম লাথি! আম্মার অবাক চোখ জড়সড়। দরোজা খুলতেই বু শক্ত হাতে আম্মার চুলের মুঠি ধরে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার, দাসীর ঘরের দাসী, তোর এত্তবড় সাহস! তুই আমার নাতীর গায় হাত দেস! তোর এত্তবড় সাহস। তোর হাত যদি আমি আইজ না কাটছিতো... তুই আমার নাতির গায় হাত দিছস, আমার নাতির গায়... !!

আমি দৌড়ে গিয়ে বুর আঁচলের তলায় লুকাই। কান্নার ভান করতে করতে সুযোগ বুঝে আম্মার ভীতসন্ত্রস্ত, হতভম্ব চোখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই ভেংচি কেটে দেই, 'বুঝছ মজা! আর মারবা!!'

বু আমাকে তার ঈষৎ কুঁজো শরীরে আদরে মমতায় থই থই কোলটাতে তুলে নেয়। তারপর তার চিড়া মোয়ার টিনের কৌটা খুলে খেতে দেন। তারপর আমাকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বের হন। আমার মা তখন ঘরের দাওয়ায় আঁচলে মুখ লুকিয়ে আক্ষেপে, হতাশায় তার যক্ষের ধন, স্বপ্নের চাবিকাঠি পুত্রধনের তার দাদীর লাই পেয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখে নীরবে চোখের জল ফেলেন।

এই বংশে বিয়ে করে তার জীবনটা তেজপাতা হয়ে গেলো।

বু তার বৃদ্ধ-কোঁচকানো হাতে আমার তুলতুলে কচি হাতখানা শক্ত করে ধরে উঠানের কোনা দিয়ে রাস্তায় নামেন, আর আম্মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, এহ আইছে! লন্ডন পাস পণ্ডিতের ঝী পণ্ডিত! তোর লন্ডন পাশের খেতা পুড়ি। আমার নাতীর শইলে আর একটা হাত দিলে হাত কুচিকুচি কইরা কাইটটা হাঁস-মুরগীরে খাওয়ামু। তোর এত্ত বড় সাহস! তুই আমার নাতীর শইলে হাত দ্যাস। আমার নাতীর শইলে হাত দিলে সেই ব্যাথা আমার শইলে লাগে! তুই বুঝস দাসীর ঘরের দাসী! আমার নাতীর পড়ালেখার দরকার নাই। আমার নাতীরে চাইরখান গরু কিন্না দিমু, সে হালচাষ কইরা খাইব! তোর কি? আমার নাতীরে মাইরা জজ বেরিস্টার বানাবি? তোর জজ ব্যারিস্টার আমি পাও দিয়াও পুছি না। থুঃ থুঃ মারি... থুঃ থুঃ...

আমি বুর অপার মমতা মাখা পানের গন্ধ ভরা আঁচলের ভেতর আরও খানিকটা ঢুকে যাই। বু তার দাঁতবিহীন ফোকলা মুখে হাসেন। তার মুখভর্তি পান। পানের রসে টুকটুকে লাল ঠোঁট। আমি বুর গলা জড়িয়ে ধরে খুব সাবধানে, বুর চোখ এড়িয়ে, বিজয়ীর ভঙ্গীতে আম্মার দিকে তাকিয়ে আরেকবার ভেংচি কাটি।

বু আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পৃথিবীর সব স্নেহ, সব আদর, সব মমতা, সব ভালোবাসা মেখে চুমু খান। সেই চুমু তার রক্তের, তার আত্মার।

আমি বুর গায়ের গন্ধে ঘুমিয়ে পড়ি। বু ঘুমন্ত আমাকে কোলে নিয়ে পাড়ার আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে হাঁটতে থাকেন। আর সেই ঘুমন্ত আমার সাথেই কথা বলতে থাকেন, হোন ভাই, মায়ের লগে বেদ্দপি করতে অয়না, মায়ের কথা শোনতে অয়। মায় কি আর খারাপ কিছু কয়?

সেই কথা শোনার সময় কই আমার? আমি তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মমতা আর ভালোবাসার গন্ধে মাখামাখি হয়ে স্বপ্নের দেশে।

Contents

কবিতা

সময় থাকতে

নুরমা খাতুন
গড়ের কাঁন্দা, বাঁকাল,সাতক্ষীরা।

শিরক, বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে
তওবা কর তুমি নওজোয়ান,
সব পীরকে ভুলে গিয়ে
হও মহাপ্রভুর দিকে আগুয়ান।
জ্ঞান থাকতে হারায়ে হুশ
যেওনা পীরের মাযারে
নিওনা পীরের তাবীয-কবয
পরিও না আপন শরীরে।
আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ছেড়ে
করো না আর কারো আনুগত্য
ফল পাবেনা কিছুই তাতে
শয়তানের দলে হয়ে যুক্ত।
ছেড়ে দিয়ে পীর পূজা আর কবর পূজা
করিওনা আর থাম্বা পূজা,
জান্নাত পাবার আশা কর
জান্নাত কি আর এত সোজা?
সঠিক পথের পথিক হয়ে,
দিবে কী বুঝ আল্লাহ্‌র কাছে?
সময় থাকতে খুঁজলে সরল পথ
দুনিয়াতে হবে মুমিন, পরকালে পাবে জান্নাত।

টাকা

-মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হায়াৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

টুকরো কাগজ রঙিন সাজে
আখ্যা পেল টাকা,
ধরার বুকে তার আলোকে
ঘুরছে জীবন-চাকা।
ছুটছে মানব তার পিছুতে
করতে পূরণ অভাব,
কত লোকের দিবা কালে
ভ্রষ্ট হচ্ছে স্বভাব।
লোভের তাড়ন বাড়ায় দহন
কারো দেহ-মনে,
রবকে ভুলে তাইতো চলে
হারাম রূযীর পানে।
ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব বাধে
টাকা বাড়ায় ঝাল,
মাতামাতির পরিণতি
যমীন করে লাল।
বউ-শাশুড়ি তর্ক ধরে
শ্বশুর পাকায় তাল
স্বামীর মনে খটকা লাগায়
করতে সংসার-বেহাল।
নেশার চোটে খুনি হতে
মাতাল নাহি ডরে,
দিন-দুপুরে পকেটমারে
পকেট খালাস করে।
টাকার নেশা বাধায় পেশা
চলে কসবি-বৃত্তি,
নারীর সতীত্ব টাকার খোরাক
এইতো বিশ্ব কীর্তি।
যোগ্য জনে আসন না পায়
আযোগ্যের হয় ঠাই,
নির্দোষী জন জেলের স্বজন
দোষীর সাজা নাই।
'মানি ইজ দা সেকেন্ড গড'
বলে কতক জনে,
শিরক বাক্য উচ্চারিতে
ডর জাগেনা মনে।
হায়রে টাকা! যায়না রাখা
হাতের ময়লা বনে,
হাত বদলের রঙ্গ খেলায়
ঘোরে জনে জনে।
হয়না কভু কবর সাথী
তবু টাকার ছলে
আটকা পড়ে মানব জাতি
মোহের বেড়াজালে।

অন্ধকার কবর

-আবু রায়হান
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

অন্ধকার কবর যেদিন
বিদায়ের ডাক দিবে
সেদিন তুমি শুন্য হাতে
চির বিদায় নিবে।
যারা তোমার এই ধরাতে
ছিল বেশী আপন
তারাই সেদিন নিজ হাতে
করবে তোমায় দাফন।
দু'দিনের এ দুনিয়াতে যারা
অন্যায় গেছে করে
বুঝবে সেদিন যেদিন যাবে
গহীন অন্ধকার কবরে।
কেউ হবে না সে দুর্দিনে
তোমার সফর সঙ্গী
দেখবে সেদিন সবাই বসে
তোমার মরণ ভঙ্গী।
সময় থাকতে এখনও তুমি
কর দ্বীনী শিক্ষা
তোমার জন্য অন্ধকার কবর
করছে অপেক্ষা।

সংগঠন সংবাদ

যুবসমাবেশ

(১) গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৬ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ টি এন্ড টি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা নূরুল ইসলাম প্রধান ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোয হোসাইন।

(২) যোগীপাড়া, নাটোর ১০ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বাগাতীপাড়া থানাধীন যোগীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে কম্বল ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

(৩) হাকিমপাড়া, থ্যাংখালী, উখিয়া, কক্সবাজার ৩রা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় কক্সবাজার যেলার উখিয়া উপযেলাধীন হাকিমপাড়া গ্রামের ৭নং ক্যাম্পে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কর্তৃক ৫৬০ পিস টু-পার্ট কম্বল বিতরণ করা হয়।

কম্বল বিতরণকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সেক্রেটারী মুস্তাকীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলাম, সহ-সভাপতি আমীনুল ইসলাম, কক্সবাজার যেলা বারের সিনিয়র আইনজীবী ও কক্সবাজার যেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল আ'লা, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদ, প্রবাসী আব্দুল হাই (বগুড়া) প্রমুখ।

(৪) সুধী সমাবেশ : এদিন কক্সবাজার শহরের পাহাড়তলীতে নব নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অতঃপর বাদ জুম'আ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাজমুল হক এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ত্রাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে আগত শেখ সান্দ্রী শা'বান, আহমাদ সুশান্ত, দাদান জুনায়দী ও হেরমান প্রমুখ। সুধী সমাবেশ শেষে তাদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' ও 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ইংরেজী সংস্করণ হাদিয়া দেওয়া হয়।

(৫) লেদা, টেকনাফ কক্সবাজার ৬ নভেম্বর সোমবার :

অদ্য সকাল ১১-টায় টেকনাফ থানাধীন লেদা ক্যাম্পে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে ১ হাযার প্যাকেট মসলা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্যাকেটে ছিল ২ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন, ৫০০ গ্রাম সরিষার তেল ও ১ কেজি শুকনো মরিচ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর উপরোক্ত কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শাহ নেওয়ায মাহমূদ তানীদ প্রমুখ।

রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

(৬) সাতমাথা, বগুড়া ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় বগুড়া শহরের সাতমাথায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপরে বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে উক্ত মানববন্ধনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। মানববন্ধনে যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বহু শুভাকাংখী মানুষ যোগদান করেন ও রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য এবং মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

(৭) বনগাঁও, হরিপুর ঠাকুরগাঁও ২৪শে নভম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১টায় বনগাঁও ইসলামিক একাডেমীতে 'বাংলাদশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রাজিবুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি যিয়াউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মনওয়ারুল করীম প্রমুখ।

(৮) মহিষখোচা আদীতমারী, লালমনিরহাট ১৬ ও ১৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমনিরহাট যেলার সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলাম সভাপতিত্বে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন জাহিদ হোসেন, প্রধান উপদেষ্টা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-ময়মনসিংহ সাংগঠনিক যেলা, আযহার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ সাংগঠনিক যেলা, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মান্নান ও যেলার বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত কত শতাব্দীর ব্যবধান? উত্তর : দশ শতাব্দী।
২. মানবজাতির দ্বিতীয় নবী কে?
উত্তর : হযরত নূহ (আঃ)।
৩. দুনিয়াতে প্রথম রাসূল কে? উত্তর : হযরত নূহ (আঃ)।
৪. নূহ (আঃ)-এর এর কয়টি পুত্র ও তাদের নাম কি?
উত্তর : সাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম বা কেন'আন।
৫. নূহ (আঃ)-এর কোন পুত্র ঈমান আনেনি?
উত্তর : ইয়াম বা কেন'আন।
৬. নূহ (আঃ) পিতা (আদম (আঃ)-এর কততম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন? উত্তর : দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন।
৭. নূহ (আঃ) কতদিন জীবিত ছিলেন?
উত্তর : ৯৫০ বছর (সূরা আনকাবুত ১৪)।
৮. তিনি মহা প্লাবনের পর কতদিন বেঁচে ছিলেন?
উত্তর : ৬০ বছর।
৯. আবুল আরব বা আরব জাতির পিতা বলা হয় কাকে?
উত্তর : নূহের বড় পুত্র সামকে।
১০. পৃথিবীর প্রথম মূর্তি কোনটি? উত্তর : 'ওয়াদ।
১১. নূহ কোথায় বসবাস করতেন? উত্তর : ইরাকের মূছলে।
১২. নূহ (আঃ) সম্পর্কে কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ৮১টি।
১৩. নূহ (আঃ) সম্পর্কে কতটি সূরায় বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ২৮টি।
১৪. পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক কি?
উত্তর : নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তিপূজা।
১৫. ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাসর কে ছিল?
উত্তর : আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের পাঁচজন ব্যক্তি, যারা নেককার ও সৎকর্মশীল বান্দা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এইসব নেককার লোকের মৃত্যুর পর শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তাদের পরবর্তীগণ মূর্তি বানিয়ে সরাসরি উপাস্য হিসাবে পূজা শুরু করে দেয়।
১৬. কিভাবে ও কোথায় ঐ মূর্তিগুলি ছিল?
উত্তর : 'ওয়াদ' ছিল বনু কালবের জন্য দূমাতুল জান্দালে, সুওয়া' ছিল বনু হোযায়েলের জন্য, ইয়াগূছ ছিল বনু গুত্বায়েফ-এর জন্য জুরুফ নামক স্থানে, ইয়া'উক্ব ছিল বনু হামদানের জন্য এবং নাসর ছিল হিমইয়ার গোত্রের বনু যি-কালা এর জন্য'।
১৭. নূহ (আঃ)-এর নৌকার আরোহী কারা ছিল?
উত্তর : জোড় বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর এক এক জোড় করে *(হূদ ১১/৪০; মুমিনূন ২৩/২৭)*।
১৮. নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁর বিরুদ্ধে কয়টি আপত্তি তুলেছিল?
উত্তর : ৫টি; (১) আপনি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। নবী হ'লে তো ফেরেশতা হতেন। (২) আপনার অনুসারী হ'ল আমাদের মধ্যকার হীন ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা। (৩) কওমের উপরে আপনাদের কোন প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় না (হূদ ১১/২৭)। (৪) আপনার দাওয়াত আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি বিরোধী। (৫) আপনি আসলে নেতৃত্বের অভিলাষী *(মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)*।
১৯. নূহ (আঃ) চূড়ান্তভাবে কি বদ দো'আ করেছিলেন?
উত্তর : হে প্রভু! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না'। যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহ'লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত *(নূহ ৭১/২৬-২৭)*।
২০. নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয় কিভাবে?
উত্তর : নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ও নির্মাণ কৌশল জিবরীল (আঃ) নূহ (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে সরাসরি অহির মাধ্যমে নূহ (আঃ)-এর হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়।
২১. তান্নুর ও তুফান কী?
উত্তর : 'তান্নুর' বলা হয় মূলত উনুন বা চুলাকে। এটি অনারব শব্দ, যাকে আরবী করা হয়েছে। 'তুফান' অর্থ যেকোন বস্তুর অত্যাধিক্য।
২২. নৌকার আরোহী ব্যক্তির সংখ্যা কত ছিল?
উত্তর : অতীব নগণ্য (হূদ ১১/৪০)। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন করে পুরুষ ও নারী মোট আশি জন। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মূছেল নগরীর যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' বা আশি নামে খ্যাত হয়ে যায় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর; হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।
২৩. নূহের নৌকাটি কোথায় নোঙর করেছিল?
উত্তর : 'জুদী' পাহাড়ে।
২৪. কোন কোন নবীর স্ত্রী জাহান্নামী?
উত্তর : নূহ ও লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রীদ্বয় *(তাহরীম ৬০/১০)*।
২৫. নূহ (আঃ)-এর পুত্র কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল?
উত্তর : 'ইয়াম' পাহাড়ে।
২৬. নূহের নৌকা কিভাবে চলছিল?
উত্তর : বিধ্বংসীরূপী প্লাবন এবং পাহাড়ের মত ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে নৌকা চলছিল *(হূদ ১১/৪০)*।
২৭. নূহের তুফানের সূচনা কোথা শুরু হয়েছিল?
উত্তর : ইরাকের মূছেল নগরীতে অবস্থিত নূহ (আঃ)-এর পারিবারিক চুলা থেকে পানি উথলে বের হওয়ার আলামতের মাধ্যমেই নূহের তুফানের সূচনা হয়েছিল। এটি প্লাবনের প্রাথমিক আলামত মাত্র।
২৮. কোন সূরায় ঐতিহাসিক তুফানের আলোচনা এসেছে?
উত্তর : সূরা হুদের বারোটি আয়াতে।
২৯. 'আরারাত' কি? উত্তর : একটি পর্বতের নাম।
৩০. নূহ (আঃ)-এর তুফানের সাথে সাম্প্রতিককালে ইন্দোনেশিয়ায় ঘটে যাওয়া কোন তুফানের কথা মনে পড়ে?
উত্তর : ২০০৪ সালে ২৬ শে ডিসেম্বরের 'সুনামির' কথা।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি বৈঠক কখন ও কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১লা নভেম্বর ২০১৭ ঢাকা (বাংলাদেশ)।
২. রোহিঙ্গাদের অবস্থা সরযমীনে দেখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) কোন প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসেন?
উত্তর : ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধান ফেডেরিকা মঘারিনি।
৩. কে ও কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা ৩দিনের সফরে বাংলাদেশ আসেন?
উত্তর : খ্রিষ্ট্রান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় নেতা পোপ ফ্রান্সিস।
৪. ২৭ অক্টোবর ২০১৭ পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর হিসেবে যাত্রা শুরু করে কোন স্থলবন্দর?
উত্তর : তামাবিল (সিলেট)।
৫. বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় স্থাপিত হবে?
উত্তর : নশিপুর (দিনাজপুর)।
৬. রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (RMP)-এর বর্তমান থানার সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ১২টি।
৭. বর্তমানে দেশের উপযেলা কতটি?
উত্তর : ৪৯২টি।
৮. বর্তমানে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ৫ম।
৯. বাংলাদেশ বিশ্ব পরমাণু ক্লাবের কততম সদস্য?
উত্তর : ৩২তম।
১০. দেশের সর্ববৃহৎ বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হবে কোথায়?
উত্তর: পটুয়াখালীর পায়রায়।
১১. খুলনা-কোলকাতা রুটে চলাচলকারী ট্রেনের নাম কি?
উত্তর : বন্ধন এক্সপ্রেস।
১২. বাংলাদেশের একমাত্র কোন উপযেলায় ৪টি থানা রয়েছে?
উত্তর : চরফ্যাশন উপযেলায়।
১৩. (NASA)-এর বর্ষসেরা উদ্ভাবক কে?
উত্তর : মাহমুদা সুলতানা (বাংলাদেশী)।
১৪. কত সাল নাগাদ পরমানু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে?
উত্তর : প্রথম ইউনিট ২০২৩ সালে ও দ্বিতীয় ইউনিট ২০২৪ সালে ।
১৫. এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রিখটার স্কেল ৭.৮ ভূমিকম্প হয়েছে কোন যেলায়?
উত্তর : পাবনায়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. উত্তর কোরিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন দেশ? উত্তর : সিঙ্গাপুর।
২. পাহাড়ের প্রভু নামে পরিচিত নেতার নাম কি?
উত্তর : ইরাকের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কুর্দিস্থানের নেতা মাসঊদ বারজানি।
৩. জিম্বাবুয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাগুয়া।
৪. স্বল্পোন্নত দেশগুলির মন্ত্রিপর্যায়ের সপ্তম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়।
৫. ICC (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত)-এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ১২৩টি।
৬. ২৫ অক্টোবর ২০১৭ কোন দেশ 'সোফিয়া' নামক রোবটকে নাগরিকত্ব দেয়?
উত্তর : সঊদী আরব।
৭. ২০১৬ সালের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্থ দেশ কোনটি?
উত্তর : হাইতি।
৮. ১৯৯৭-২০১৬ সালের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্থ দেশ কোনটি?
উত্তর : হন্ডুরাস।
৯. রেললাইন ছাড়া বিশ্বের প্রথম স্মার্ট ট্রেন চালু করেছে কোন দেশ?
উত্তর : চীন।
১০. বর্তমান বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক সুপার কম্পিউটার রয়েছে? উত্তর : চীন।
১১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতিতে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : ভারত।
১২. বর্তমানে মাছ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন
১৩. বিশ্বের শীর্ষ ধনী কে?
উত্তর : কেনাকাটা বিষয়ক অনলাইনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন-এর প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস।
১৪. বিশ্বে একমাত্র উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতালের নাম কি?
উত্তর : আরবিস।
১৫. RS-28 Sarmat বা শয়তান-২ কোন দেশের ক্ষেপণাস্ত্র? উত্তর : রাশিয়া।
১৬. ২৭ অক্টোবর ২০১৭ প্রথম দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদস্য পদ প্রত্যাহার করে কোন দেশ?
উত্তর : বুরুন্ডি।
১৭. সম্প্রতি কোন দেশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে জাতিসংঘের 'বৈশ্বিক অভিবাসন' চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ালো? উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।